সমগ্র ভারতেতিহাসের

সংক্ষিপ্ত সার।

শ্রীকান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

(সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

PUBLISHED BY
THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY

CALCUTTA

PRINTED BY WOOMACHURAN CHUCKRABURTY,
AT
THE HERALD PRINTING WORKS
180, Boubazar Street.

১৩০২।

বিজ্ঞাপন।

মধ্য ইংরেজী ও মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের অল্পায়াসে সমগ্র ভারতেতিহাস পাঠের ফললাভ এবং পরীক্ষায় যে কোনরূপ প্রশ্ন প্রদত্ত হউক, ছাত্রেরা তাহার প্রকৃত উত্তর দানে সমর্থ হইবে এই আশয়ে আমি চারি পাঁচ বৎসর হইতে অনেকগুলি ভারতেতিহাস অবলম্বন করিয়া সমগ্র ভারতেতি-হাসের এই সার খানি সংগ্রহ করতঃ 'নিউস অব দি ডে" ও "দর্পণ" নামক পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক আমার পূর্ব্বতন স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীযুক্ত রাখালদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতি কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ও মধ্য ইংরেজী ও মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয়ের কতিপয় অভিজ্ঞ শিক্ষক মহাশয়কে দেখাইয়া, তাঁহাদের উৎসাহ ও অনুরোধে মুদ্রিত করিলাম। ইহাতে অতি সংক্ষেপে সমস্ত সাধারণ বিবরণ এবং প্রধান প্রধান যুদ্ধের কারণ, যুদ্ধ ও যুদ্ধফল পৃথক্ লেখা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শেষে ঐতিহাসিক স্থানসমূহের ও ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ এবং ইতিহাসোল্লিখিত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইত্যাদি পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের অত্যাবশ্যকীয় সাত প্রকার তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে শিক্ষক মহাশয়গণ সমীপে সবিনয় প্রার্থনা যে তাঁহারা যদি পুস্তকের কোন স্থানে কোন ভুল বা ত্রুটি বোধ করেন, তাহা হইলে অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিয়া আমাকে জ্ঞাত করিলে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হইব। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে আমার পূর্ব্ব-

তন স্নেহাস্পদ ছাত্র রিপণ কলেজিয়েট স্কুলের খিদিরপুর ব্রাঞ্চের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি,এ, অনেক পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত দর্শন করিয়া এবং বনগ্রাম বিভাগস্থ স্কুল সমূহের সব্ ইনুস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় মহাশয় অনেক বিষয়ে উপদেশ দিয়া আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন। এক্ষণে যে উদ্দেশ্যে ইহা মুদ্রিত করিলাম, তাহা কিয়ৎ পরিমাণেও সফল হইলে পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

শ্রীকান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

এবারে ইহার অনেক স্থান সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিলাম এবং ত্রুটি সংশোধনেও যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইলাম বলিতে পারি না।

শ্রীকান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

এবারেও ইহার অনেক স্থান পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল, এবং ইহার সংশোধন করিতেও সাধ্যমত চেষ্টা করিলাম। আমার পূর্ব্বতন স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ও আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ উপেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ এ বিষয়ে আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীকান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

ইংরেজ রাজত্ব।

সমগ্র ভারতেতিহাসের সংক্ষিপ্ত সার।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন শাসনকালে বিভক্ত। অতি প্রাচীন কাল হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের, খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের এবং খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরেজদিগের শাসন-কাল।

ভারতবর্ষের অধিবাসী ঃ—প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ চারি ভাগে বিভক্ত। ১ম, অনার্য্য বা আদিম অধিবাসী, ২য়, আর্য্যগণ বা আধুনিক ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ, ৩য়, আর্য্য ও অনার্য্য হইতে উৎপন্ন মিশ্রজাতি বা আধুনিক হিন্দুগণ, ৪র্থ, মুসলমান।

আদিম অনার্য্য-জাতি।

আদিম অনার্য্যদিগের আচার ব্যবহার ঃ—পুরাকালের অনার্য্যেরা লেখাপড়া জানিত না, সুতরাং লিখিত বিবরণ দ্বারা তাহাদের বিষয় কিছুই জানিবার উপায় ছিল না। তবে তাহাদের গোরস্থানের বিনাশাবশেষ ও প্রাচীন আর্য্য-

দিগের লিখিত বিবরণে তাহাদের আচার ব্যবহার কিয়ৎপরিমাণে জানা গিয়াছে। তাহারা মৃত্তিকা পাত্র প্রস্তুত করিত যুদ্ধকালে লৌহাস্ত্র এবং স্বর্ণ ও তাম্রনির্ম্মিত অলঙ্কারও ব্যবহার করিত। তাহারা কৃষ্ণকায় ছিল, এজন্য আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বেদে দস্যু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সকল অনার্য্যজাতি অসভ্য ছিল না। কোন কোন জাতি বড় বড় রাজ্য শাসন করিত এবং তাহাদের রীতিমত দুর্গাদি ছিল। তাহাদের অনেকের সহিত আর্য্যেরা সন্ধি করিয়াছিলেন।

এই সকল অনার্য্যজাতির সন্তান সন্ততি অদ্যাপি ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে অরণ্যে ও পর্ব্বতে বাস করিতেছে। ক্রমে ইহাদের নাম, বাসস্থান এবং আচার ব্যবহার লিখিত হইতেছে।

১। আন্দামান অধিবাসী:—ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ ভারতবর্ষ হইতে আন্দামান দ্বীপে যাইয়া অবস্থিতি করে। ইহারা উলঙ্গ থাকে, এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে এক নামে অভিহিত হয়। ইহারা অপদেবতার পূজা করে।

২। মান্দ্রাজের পর্ব্বতবাসী:—ইহারা মান্দ্রাজের দক্ষিণে আনামালয়ের পাহাড়ে বাস করে। ইহাদের মধ্যে দীর্ঘ কেশ পলিয়ার জাতি অরণ্যের ফলমূল এবং বিবিধ জন্তুর মাংস আহার করে। মান্দারার জাতি নিজ নিজ পশু লইয়া, স্থানে স্থানে ভ্রমণ করে। স্থূল-ওষ্ঠ ও ক্ষুদ্রকায় কেদার জাতি মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এবং নায়র জাতি বহু ভ্রাতায় এক কন্যা বিবাহ করে ও ইহাদের দৌহিত্র ইহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

৩। বিন্ধ্য পর্ব্বতে ভীল জাতি আপন আপন

পশু সমভিব্যাহারে পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করে এবং অরণ্যজাত খাদ্য দ্বারা উদরপূর্ত্তি করে। ইহারা পূর্ব্বে দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এক্ষণে ইহারা এতদূর বিশ্বাসী হইয়াছে, যে খান্দেশ প্রদেশের পুলিশে ও ধনাগারে অনেক ভীল ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে শান্তিরক্ষক ও প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে।

৪। মধ্য ভারতবর্ষের গোন্দ জাতি কিছু সভ্য। ইহারা ধনুর্ব্বাণ হস্তে অরণ্যে বিচরণ করে।

৫। উড়িয্যার কবদমহলে পাটুয়া (পর্ণপরিচ্ছদ-ধারী) নামক এক সম্প্রদায় বাস করে। ইঁহারা পূর্ব্বে বৃক্ষপত্র পরিধান করিত।

৬। সাঁওতাল জাতি নিম্নবাঙ্গালা প্রদেশে বাস করে। যদিচ ইহারা মৃগয়া করে, তথাপি কৃষিকার্য্যও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহারা সত্যবাদী। ইহাদের শাসন-প্রণালী অতি চমৎকার। প্রত্যেক গ্রামে এক এক 'মণ্ডল" আছেন, তিনি ও একজন সহকারী সুদ্দার সমস্ত বিচার করেন। বালকদিগের বিচারার্থ বিভিন্ন সদ্দার আছে। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। সমস্ত গ্রামবাসী একত্রে আহার, একত্রে মৃগয়া এবং একত্রে পূজা করে। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। ইহারা স্ত্রীলোকদিগকে অত্যন্ত সম্মান করে, এবং প্রথম স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিলে ও পুত্রবতী হইলে দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহ করে না। ইহারা মৃতদেহ দগ্ধ করে এবং অপদেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

৭। খন্দ জাতি উড়িয্যার নিকটস্থ পাহাড়ে বাস

করে। প্রত্যেক পরিবার সেই পরিবারস্থ প্রধান ব্যক্তির শাসনাধীন থাকে। প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে বা তিনি অনুপযুক্ত হইলে তন্নিম্নস্থ ব্যক্তি সেই পদ, অধিকার করে। পূর্ব্বে হত্যাকারী ব্যক্তি হত ব্যক্তির আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক নিহত হইত, কিন্তু পরিমিত শস্য দান করিতে পারিলে তাহার জীবন-রক্ষা হইত। যদি কেহ কাহাকে আঘাত করিত, তবে তাহার আহত স্থান সুস্থ হওয়া পর্য্যন্ত আঘাতকারী তাহার প্রতিপালনের ভার লইত। হৃত দ্রব্য প্রত্যর্পিত হইত। দুই পক্ষে বিবাদ হইলে উভয় পক্ষ সশস্ত্র হইয়া যুদ্ধে তাহার মীমাংসা করিত। ১৮৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যে এইরূপ দণ্ডবিধি প্রচলিত থাকে। যদি কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী না রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়, তবে তাহার সম্পত্তি গ্রামের মণ্ডলদিগের মধ্যে বিভক্ত হয়। ইহারা কৃষিকার্য্য করে, কিন্তু যখন শস্যের উৎপত্তি ন্যূন হইতে থাকে, তখন স্থানান্তরে গমন করে। বিবাহোপলক্ষে কন্যা পিতা মাতার নিকট হইতে বিবাহকারী কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক গৃহীত হয় এবং বিবাহকারীর পিতা ঐ কন্যার মূল্য দিয়া থাকে। ইহারা পূর্ব্বে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধন জন্য নরবলি দিত।

৮। আসাম সীমান্তে নাগা, লুশাই, কুকি এবং ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে গারো প্রভৃতি আরও কতিপয় অসভ্য জাতি আছে।

অধুনা এই সকল জাতি ইংরেজদিগের বশীভূত হইতেছে এবং ক্রমে ক্রমে আপনাদিগের অসভ্য আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতেছে। বোধ হয়, কালে ইহারা হিন্দুদিগের সমতুল্য হইবে।

আদিম আর্য্যজাতি।

• আর্য্যদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম-প্রণালী ঃ— অনেকে অনুমান করেন, আদিম আর্য্যজাতি পূর্ব্বে এসিয়ার অন্তর্গত হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে অক্‌শস্ ও জাক্‌শার্টিশ নদীতীরস্থ প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন। তখন আর্য্যগণ মৃগয়া, পশুপালন ও কৃষিকার্য্য, এই তিন উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কৃষিজীবিরা এক স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন, কিন্তু যাঁহারা মৃগয়া বা পশুপালন করিতেন, তাঁহারা আপনাদিগের ব্যবসায়ের সুবিধানুসারে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এই ভ্রমণ-পটুতা-হেতু বহু দূর পর্য্যন্ত আর্য্যোপনিবেশ স্থাপিত হয়। প্রাচীন আর্য্যগণ সুসভ্য বা নিতান্ত বর্ব্বর ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে বিবাহের রীতি ছিল। পিতা পরিবার প্রতিপালন করিতেন, মাতা পরিবারের মধ্যে ভোজ্যদ্রব্য বণ্টন করিয়া দিতেন, এবং পুত্রকন্যা সাংসারিক কার্য্যে সহায়তা করিতেন। তাঁহারা পশুর লোম হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন এবং লৌহাদি ধাতুর ব্যবহারও তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। সোমরস তাঁহাদের পানীয় ছিল। প্রয়োজনীয় শিল্পকার্য্যেও তাঁহাদের কিয়ৎপরিমাণে দক্ষতা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা ভক্তিভাবে দ্যৌঃ, অগ্নি, বরুণ, উর্ষা প্রভৃতি আরাধ্য দেবতার স্তুতি করিয়া আপন আপন কুশল প্রার্থনা করিতেন।

আর্য্যোপনিবেশ ঃ—ক্রমে আর্য্যগণ ভ্রমণপটুতা, খাদ্যের অভাব, গৃহবিচ্ছেদ, তুরেণীয় জাতির আক্রমণ প্রভৃতি যে কোন কারণে দলে দলে স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বর্ব্বরজাতি-

দিগকে পরাজয় করিয়া উপনিবেশ স্থাপন আরম্ভ করেন। ইউ-রোপের পূর্ব্বে ও দক্ষিণে যে স্লাবনীয় আর্য্য-সন্তান অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদের হইতে আধুনিক রুসীয় ও পোলগণ, ইউরোপের মধ্যাংশে আর্য্যজাতির শাখা যে লিথুনীয় জাতি বাস করে, তাহাদের হইতে আধুনিক প্রুসীয়গণ, ইউ-রোপের পশ্চিমে আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন যে টিউটন জাতি অবস্থিতি করে, তাহাদের হইতে আধুনিক জর্ম্মাণ, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজ প্রভৃতি, ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমে আর্য্য-জাতির শাখা যে কেলটিক জাতি অবস্থিতি করে, তাহাদের হইতে আধুনিক স্পানীয়, ফরাসী ও আইরিশ্ প্রভৃতি, আর্য্য-জাতির হেলেনিক্ শাখা যে পূর্ব্বকার গ্রীক ও রোমীয় জাতি, তাহাদের হইতে আধুনিক গ্রীক ও ইতালীয়গণ উৎপন্ন। যে সময়ে আর্য্যগণ এইরূপে চতুর্দ্দিকে উপনিবেশ স্থাপন করিতে-ছিলেন, তৎকালে স্বদেশবাসীরাও ক্রমে পারস্য ও কাবুল পর্য্যন্ত আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করেন। কালক্রমে এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যবাসী আর্য্যদিগের মধ্যে অসুরপূজক ও দেবপূজক নামে দুইটী সম্প্রদায় হয়। তন্মধ্যে দেবপূজক সম্প্রদায়, অসুরপূজক সম্প্রদায়ের সহ বিরোধ করতঃ স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারত-বর্ষে আসিয়া সিন্ধুতীরে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, এবং অসুরপূজক সম্প্রদায় অর্থাৎ প্রাচীন পারসীকগণ পারস্যদেশে অবস্থিতি করেন। হিন্দুগণ এই বিচ্ছিন্ন আর্য্য সম্প্রদায়ের সন্তান। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলেন ভারতবর্ষই তাঁহাদের আদিম বাসস্থান। আর্য্যজাতির বাসভূমি সম্বন্ধে উভয় মতই অমূলক। যাহা হউক হিন্দু, গ্রীক, রোমক, ফরাসী,

ওলন্দাজ, ইংরেজ, দিনেমার, জর্ম্মাণ, পারসীক প্রভৃতি জাতি যে এক আর্য্যজাতি হইতে উদ্ভূত তাহার সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের বসতিবিস্তার ঃ—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন আর্য্যগণ এইরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশপূর্ব্বক সিন্ধুতীরে কিছুদিন বাস করেন। পরে সিন্ধু পার হইয়া আদিম অধিবাসী ভীল, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যদিগের সহ যুদ্ধ করতঃ তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া, প্রথমে সুরস্বতী ও দৃশদ্বতী (বর্ত্তমান কাগার) নদীর মধ্যবর্ত্তী পঞ্জাব প্রদেশস্থ ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক স্থানে অবস্থিতি করেন। পরে বংশবৃদ্ধিসহকারে গঙ্গা ও যমুনার উত্তরবর্ত্তী ব্রহ্মর্ষি প্রদেশে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। সুতরাং প্রথমে হিমালয় হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের বাসভূমি হয় বলিয়া উক্ত প্রদেশকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে। মনুসংহিতায় ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি উভয়ই পুণ্যভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ক্রমে আর্য্যগণ বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করতঃ দাক্ষিণাত্যে আপনাদিগের বসতি বিস্তার করেন।

আর্য্যদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ ঃ—বেদই আর্য্যদিগের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। হিন্দুদিগের বিশ্বাস ইহা অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয়। বেদ, ঋক,যজুঃ,সাম ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভক্ত। বেদের আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ এই তিনটি অংশ আছে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদের বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতি প্রাচীন কালে হিন্দুদিগের কিরূপ রীতিনীতি ছিল, বেদ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ হইতে তাহা জানিবার

উপায় নাই। সুতরাং বেদকে হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস বলিলেও বলা যায়।

বৈদিক সময়ে আর্য্যসভ্যতা ও রীতিনীতি ঃ— প্রাচীন হিন্দু আর্য্যগণ অসভ্য ছিলেন না। তাঁহারা সভ্য, সূক্ষ্ম-দর্শী ও তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। সে সময়ে শিল্পকার্য্যেরও অনেকাংশে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। সুবর্ণ ও রৌপ্যের দ্বারা অলঙ্কার এবং লৌহের দ্বারা যুদ্ধোপযোগী ও অন্যান্য অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যের জন্য তাঁহারা বিশেষ যত্নবান ছিলেন। বাণিজ্যের জন্য বণিকেরা নদী ও সমুদ্র পথে গমনোপযোগী নৌকা ও জাহাজ প্রস্তুত করিতেন। আর্য্যগণ সরলচিত্ত ও শুদ্ধাচারী ছিলেন। তাঁহাদের আত্ম-নির্ভরতা ও দেবদেবীর প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। তাঁহারা সোমরস নামক এক প্রকার মদ্য পান এবং তদ্দ্বারা ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, মরুৎ প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিতেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অধিনেতা আপন আপন দলের পৌরোহিত্য কার্য্য করিতেন ও পিতৃস্থানীয় ছিলেন। আর্য্যগণ দেবতাদিগের প্রীতি ও পারলৌকিক সদ্গতি লাভের জন্য নানা প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন।

চিন্তাশীল ঋষিগণ যে বুঝিতে পারিয়াছিলেন ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি কোন দেবই বিশ্বস্রষ্টা নহেন, ইঁহারা সকলেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ও তাঁহারই আজ্ঞা-পালনকারী বেদে তাহারও সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

বেদের উপনিষদ্ অংশে ঈশ্বর-চিন্তা ঘটিত আলোচনা রহিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু আর্য্যগণ ক্রিয়াকলাপ ও তৎসংক্রান্ত

বিধি ব্যবস্থাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিয়াও পরব্রহ্ম-জ্ঞানের অনুশীলনে যে গুরুতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, উপনিষদ্ গ্রন্থে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

জাতি বিভাগ :—হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ,বাহু হইতে ক্ষত্রিয়,ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন। শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মুখ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণ অপর বর্ণত্রয়ের গুরু। অন্যান্য অঙ্গের উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতানুসারে অন্যান্য জাতি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে এই চারি জাতি আছে। বোধ হয় অবলম্বিত ব্যবসায়-ভেদে এইরূপ জাতির বিভাগ হইয়া থাকিবে। পূজকগণ ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা ও রাজগণ ক্ষত্রিয় এবং কৃষি ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ীরা বৈশ্য নাম ধারণ করেন। ভারতবর্ষের আদিম নিবাসীরা পরাজিত হইয়া কতক পর্ব্বতে ও বনে প্রবেশ করে, অবশিষ্ট কতক আর্য্যগণের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করতঃ শূদ্র নাম ধারণ করে।

ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য :—এইরূপে হিন্দুগণ চারি জাতিতে বিভক্ত হইলে, পূজক অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা নানা প্রকারে আপনাদিগের প্রাধান্য বৃদ্ধি করেন। তাঁহারা সাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ ও বিজ্ঞান-শিক্ষা দিতেন, ব্যবস্থা প্রণয়ন, পদার্থের গুণ বর্ণনা ও বিবিধ মনোহর পদ্যে লোকের মনোরঞ্জন করিতেন, অসভ্য ও অশিক্ষিত লোকের মনে ধর্ম্মভাব উত্তেজিত করিতেন। মনোবৃত্তির উন্নতি, ধর্ম্মানুশীলন ও সাহিত্যাদির উন্নতির জন্য তাঁহারা রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করতঃ অরণ্য আশ্রয় করিয়া সামান্য অশন বসনে সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং আত্মসুখ বিসর্জ্জন

দিয়া দেশের মঙ্গল সাধনে সর্ব্বদাই ব্রতী থাকিতেন। রাজগণও তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং তাঁহারা কি সাধারণ সমীপে, কি রাজ সমীপে, সর্ব্বত্রই আদরণীয় হইয়াছিলেন এবং তদবধি তাঁহাদিগের প্রাধান্যও অক্ষুন্ন রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য :—ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য বা সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম পালন করিতে হইত। প্রথমে তাঁহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করতঃ গুরুগৃহে থাকিয়া গুরু-সেবা ও গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস ও বেদাধ্যয়ন করিতেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিতেন। পুত্র কন্যাদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করতঃ ফলমূলাহারী হইয়া অরণ্যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। পরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক কিরূপে জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইবে, সেই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন।

ক্ষত্রিয়াদির কর্ত্তব্য :—ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ ব্যবসায়ী হইয়া অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে রাজ্য রক্ষা করতঃ যথাবিধানে প্রজাপালন করিতেন। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ও রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বেদাধ্যয়নও তাঁহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল। বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বেদাধ্যয়ন করিতেন এবং কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যত্নশীল থাকিতেন। শূদ্রেরা আর্য্যদিগের সেবা করিত। বেদাধ্যয়নে তাহাদের অধিকার ছিল না, তাহারা কেবল ব্রাহ্মণের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রামায়ণ ও মহাভারতে লিখিত সময়।

পুরাকালে ভারতবর্ষে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে দুই প্রসিদ্ধ রাজবংশ ছিল। সূর্য্যতনয় বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশ ও তদীয় কন্যা ইলা হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হয়। অযোধ্যা সূর্য্যবংশীয় ও প্রয়াগ চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের রাজ্য ছিল। সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, সগর, ভগীরথ, দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ ও রামচন্দ্র প্রভৃতি অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন। দশরথের রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে চারি পুত্র। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনে অরণ্য-বিহারী হইয়া দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কাবেরী নদীতীরস্থ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। তথায় লঙ্কাপতি দশানন তাঁহার পত্নী সীতাকে হরণ করে। রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্য-নিবাসী অসভ্যদিগের সাহায্যে সাগরবন্ধনপূর্ব্বক দশাননকে সবংশে ধ্বংস করতঃ সীতার উদ্ধার সাধন করিয়া অযোধ্যায় প্রতিগমনপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বহুল অমানুষিকগুণে ভূষিত থাকিয়া নানা প্রকারে প্রজার তুষ্টিসাধন করতঃ অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া যান। ইহাতে বোধ হয়, তৎকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বদক্ষিণ ভাগ লঙ্কার আধিপত্য স্বীকার করিত এবং রামচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুপ্রভুত্ব বিস্তারের সূত্রপাত করেন।

রামচন্দ্রের পর তদীয় পুত্র কুশ ও লব হইতে সূর্য্যবংশীয় ষাটি জন রাজা অযোধ্যায় রাজ্য করেন। •

চন্দ্রবংশ ৪—চন্দ্রের তনয় বুধ ও ইক্ষ্বাকুর ভগ্নী ইলা

হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হয়। বুধের প্রপৌত্র যযাতির পঞ্চ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে পুরু ও যদু অতিশয় প্রসিদ্ধ। এই পুরুর বংশে হস্তিনামক একজন রাজা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে হস্তিনাপুর স্থাপন করেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ এবং মগধেশ্বর জরাসন্ধ ও তদীয় জামাতা কংস এই পুরুবংশ হইতে উদ্ভূত। যদুবংশীয়দিগের মধ্যে কৃষ্ণ ও বলরামই অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। কংসের সহ কৃষ্ণ ও বলরামের বৈরীভাব থাকে; অবশেষে কৃষ্ণ প্রবল হইয়া স্বীয় মাতুল কংসের প্রাণসংহার পূর্ব্বক তদীয় সিংহাসন অধিকার করেন। জামাতার নিধন হেতু জরাসন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া অষ্টাদশ বার মথুরা অবরোধ করেন এবং পরিশেষে উহা হস্তগত করিলে কৃষ্ণ গুর্জ্জরের প্রান্তভাগে দ্বারকা নামক নগর স্থাপন করতঃ তথায় আত্মীয়গণসহ অবস্থিতি করেন।

কৌরব ও পাণ্ডব :—এই পুরুর বংশোদ্ভূত কুরুর বংশে সুবিখ্যাত শান্তনু জন্মগ্রহণ করেন। শান্তনুর গঙ্গার গর্ভসম্ভূত ভীষ্ম * এবং সত্যবতীর গর্ভজাত বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে তিন পুত্র। চিত্রাঙ্গদ অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। বিচিত্রবীর্য্য, অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী কাশীরাজের দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু অতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া যক্ষারোগে তিনিও মানবলীলা সম্বরণ করিলে, তদীয় মাতা সত্যবতী পরাশরের ঔরসজাত তাঁহার কানীন পুত্র দ্বৈপায়নকে (বেদব্যাস)

* ভীষ্মের প্রকৃত নাম দেবব্রত। ইঁহার পিতা শান্তনুর সহিত সত্যবতীর বিবাহ দেওয়াইবার জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া ইনি ভীষ্মনামে অভিহিত হন।

ঐ বিধবা বধূদ্বয়ের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনাদি শত পুত্র এবং পাণ্ডুর কুন্তীর গর্ভজাত যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভসম্ভূত নকুল ও সহদেব নামে পঞ্চ পুত্র। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধতাপ্রযুক্ত রাজ্যলাভে বঞ্চিত হন, কনিষ্ঠ পাণ্ডু রাজ্য শাসন করেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠির যমুনাতীরস্থ ইন্দ্রপ্রস্থে এবং দুর্য্যোধন গঙ্গাতীরস্থ হস্তিনাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। যুধিষ্ঠিরাদি "পাণ্ডব" ও দুর্য্যোধনাদি "কৌরব" নামে অভিহিত হন।

মহাভারতে এই সময়ের অনেক হিন্দু রাজ্য ও হিন্দু রাজার নামোল্লেখ আছে। তন্মধ্যে মগধে জরাসন্ধ, গুর্জ্জরাষ্ট্রে যদু-বংশীয় শ্রীকৃষ্ণ, প্রাগদেশে ভগদত্ত, পঞ্চালে দ্রুপদ, মৎস্যদেশে বিরাট, মদ্ররাজ্যে শল্য, চেদিরাজ্যে শিশুপাল, কলিঙ্গে কলিঙ্গা-ধিপ ও বঙ্গে বঙ্গাধিপ প্রধান।

দুর্য্যোধন বাল্যাবধি পাণ্ডবদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন। এমন কি, পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে বারণাবত নামক স্থানে পাঠান এবং তথায় তাঁহা-দের বাসগৃহে অগ্নিসংযোগ দ্বারা তাঁহাদিগের প্রাণবিনাশের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু পাণ্ডবেরা অগ্নিপ্রয়োগের পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়া ছদ্মবেশে নানা স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক অবশেষে পঞ্চালদেশে উপস্থিত হন। তথায় অর্জ্জুন লক্ষ্য বিন্ধিয়া পঞ্চালরাজদুহিতা দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হন এবং পঞ্চ ভ্রাতায় তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। সকলেরই বিশ্বাস

ছিল, পাণ্ডবেরা গৃহদাহে ভস্মীভূত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের জীবিতাবস্থার বিষয় প্রকাশ পাইলে ধৃতরাষ্ট্র লোকনিন্দা ভয়ে অথবা অন্য কোন কারণে তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে আনিয়া দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠির উভয়কে অর্দ্ধ অর্দ্ধ রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। পাণ্ডবেরা বাহুবলে ক্রমে ক্রমে আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করেন। পরে মহাসমারোহে রাজসূয় নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কারণ :—পাণ্ডবদিগের এইরূপ শ্রীবৃদ্ধি দুর্য্যোধনের নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠে। তদনুসারে তিনি তদীয় মাতুল শকুনির সহ পরামর্শ করিয়া কপট পাশায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজয়পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করতঃ ভার্য্যা ও ভ্রাতৃগণসহ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে প্রেরণ করেন। যুধিষ্ঠির সেই পণানুসারে রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি দীনবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর অতিবাহন করতঃ পরিশেষে এক বৎসর বিরাট-রাজ্যে অজ্ঞাতভাবে অবস্থিতি করেন। তদনন্তর যমুনার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আসিয়া দূত দ্বারা দুর্য্যোধন সমীপে প্রথমতঃ স্বীয় রাজ্য ও পরে পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিয়া পাঠান। কিন্তু দুর্য্যোধন "বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমিও দিব না" বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। এই সূত্রে খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ ঘটে।

যুদ্ধ :—উভয় পক্ষে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সমবেত হয়। কৌরবসেনা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য প্রভৃতি রণবিশারদ সেনানীর অধীন এবং পাণ্ডবসেনা অর্জ্জুনের কর্তৃত্বাধীন ও শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণায় চালিত হইয়া অষ্টাদশ দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করে।

যুদ্ধ ফল :—এই যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের জয়লাভ হয়। দুর্য্যোধন, সহোদর ও পুত্রগণসহ সমরশায়ী হন। অনেক প্রধান প্রধান রাজা এই যুদ্ধোপলক্ষে একতর পক্ষ আশ্রয় করিয়া বিনষ্ট হন।

মগধরাজ জরাসন্ধ রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণায় পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধে বহুল জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গের নিধন হওয়াতে যুধিষ্ঠিরের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়; সুতরাং তিনি প্রথমতঃ রাজ্যভার-গ্রহণে অসম্মত হন। কিন্তু পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের প্রবর্ত্তনায় অগত্যা সিংহাসনে আরোহণ ও পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

যদুবংশধ্বংস ও যুধিষ্ঠিরের হিমাচল আরোহণ :— অশ্বমেধ যজ্ঞের পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করতঃ আত্মীয়-গণসহ এক দিবস প্রভাস তীর্থে উত্তীর্ণ হন। তথায় সকলে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া, কথায় কথায় বিবাদ বাধাইয়া, পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ করতঃ নিধনপ্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ এই আকস্মিক বিপদের বিষয় চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে এক ব্যাধ মৃগভ্রমে শরসন্ধানে তাঁহার প্রাণসংহার করে। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যুধিষ্ঠিরের মাতুলপুত্র ও পরম সুহৃদ্। তাঁহাদের এইরূপ আকস্মিক নিধন ও পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে জ্ঞাতিবন্ধুগণের বিনাশ হেতু মনোদুঃখে যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্যভার দিয়া ভার্য্যা ও ভ্রাতৃগণসহ হিমাচলে আরোহণ করেন। হিমালয়ের যে দিক্ দিয়া যুধিষ্ঠির গমন করেন, সেই ভাগকে "মহাপ্রস্থান" কহে। যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজা অতি বিরল।

ইন্দ্রপ্রস্থে পরীক্ষিৎ ও তদীয় বংশীয়েরা এবং মগধে জরাসন্ধের পুত্র সহদেব ও তদীয় বংশীয়গণ বহুকাল রাজত্ব করেন।

পরীক্ষিতের পর পাণ্ডুবংশীয় অষ্টাদশ জন রাজা রাজত্ব করেন। তাঁহাদের সময় দিল্লীতে রাজধানী স্থাপিত হয়। কেহ কেহ বলেন, দিল্লী ইন্দ্রপ্রস্থের নামান্তর মাত্র।

বুদ্ধ ঃ—গোরক্ষপুর জেলায় কপিলবাস্তু নামক নগরে সূর্য্যবংশীয় শাক্যকুলে শুদ্ধোদন নামক নরপতির ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে অনুমান খৃঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে গৌতম, কপিলমুনি বা শাক্যসিংহ নামক বৌদ্ধধর্ম্মসংস্থাপনকারী প্রথম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি শিশুকালে মাতৃহীন হইয়া বিমাতা বা মাতৃস্বসা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। ক্রমে বয়ঃ ও জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে তাঁহার চিন্তাশক্তিও বৃদ্ধি পায়। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম গোপা বা যশোধরা। বুদ্ধ কেবল ধর্ম্মচিন্তাতেই অহর্নিশ যাপন করিতেন। শরীর বিনশ্বর এবং ব্যাধি ও জরার আধার, পার্থিব সুখ অনিত্য, এই সকল চিন্তা করিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে ২৯ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করতঃ বৈশালীদেশে আসিয়া এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের শিষ্য হন, পরে তথা হইতে মগধের রাজধানী রাজগৃহে আগমন করতঃ অন্য এক ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়া কিছুদিন শিক্ষা করেন। কিন্তু আশা পূর্ণ না হওয়ায় উরুবিল্বগ্রামে পঞ্চ জন সহধ্যায়ী সমভিব্যাহারে সমাধি ও যোগাভ্যাস করেন। তপস্যায় মনোগত সিদ্ধ হইল না, উদ্ধারের পথও পাইলেন না; সুতরাং তপস্যা ছাড়িয়া চিন্তাতেই রত হইলেন এবং অবশেষে বুদ্ধদেব জ্ঞান লাভ করতঃ "বুদ্ধ" নাম ধারণ করিলেন ও বারাণসীতে আসিয়া সকলকে আপনার

অর্জ্জিত জ্ঞানশিক্ষা দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য ও ব্রাহ্মণরচিত মনুসংহিতার পক্ষপাতিতায় দেশ জ্বালাতন হইয়াছিল, সুতরাং সহস্র সহস্র লোক তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। বুদ্ধ কিছুকাল বারাণসীতে থাকিয়া মগধরাজ বিম্বিসারের অনুরোধে রাজগৃহে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। পরে বিম্বিসার তদীয় পুত্র অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলে রাজগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাচীন অযোধ্যার রাজধানী শ্রাবস্তীতে উপনীত হইলেন। ক্রমে সিংহল, পূর্ব্বোপদ্বীপ, চীন, তাতার, তিব্বৎ প্রভৃতি দেশে ও ভারতসাগরীয় দ্বীপশ্রেণীতে এই নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হইল। বুদ্ধ দ্বাদশ বৎসর পরে মস্তক মুণ্ডন চীরবাস পরিধানপূর্ব্বক জন্মভূমিতে আসিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ স্বীয় পুত্র রাহুল ও অন্যান্য লোককে শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করেন। অজাতশত্রু স্বয়ং এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। কুশীনগরে অনুমান খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে অশীতিবর্ষ বয়সে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। বৌদ্ধেরা জাতিভেদ ও বেদের অভ্রান্ততা স্বীকার করে না। তাহাদের মতে মৈত্রীই প্রধান ধর্ম্ম ও নির্ব্বাণই মোক্ষ।*

---

*ধর্ম্মসম্বন্ধে বুদ্ধের মত ঃ—বুদ্ধের মতে সকলেরই নির্ব্বাণ মুক্তিতে অধিকার আছে এবং সেই মুক্তি কাল্পনিক দেবদেবীর পূজায় হয় না, নিজের স্বভাবের গুণের উপর নির্ভর করে। তাঁহার মতে বলিদান যুক্তিসিদ্ধ নয় এবং ব্রাহ্মণেরাও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নন। তিনি বলেন যে, সকলেই আপন আপন কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করে। মনুষ্যের বর্ত্তমান সুখ দুঃখ পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির উপর নির্ভর করে এবং এ জন্মের সদসৎ কার্য্য দেখিয়া ভবিষ্যৎ জন্মের সুখ দুঃখ বিবেচিত হইবে। তাঁহার মতে সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ করা এবং পরস্পরের আত্মার সহিত পরস্পরের আত্মার মিশিয়া চলা সকলেরই কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার মতে আত্মার পরিশেষেই নির্ব্বাণ

দরায়ুস :—বুদ্ধের জীবনকালে পারস্যাধিপতি দরায়ুস হিস্তাস্পেস ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া সিন্ধুর নিকটবর্ত্তী কতিপয় জনপদ অধিকার করিয়াছিলেন (অনুমান খৃঃ পূঃ ৫৫১ অব্দে)।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে নন্দবংশীয় নয় জন নরপতি ক্রমান্বয়ে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আলেক্‌জান্দারের ভারতবর্ষ আক্রমণ :—দরায়ুসের পর গ্রীস দেশের অন্তর্গত মাসিডোনিয়া প্রদেশের অধিপতি আলেক্‌জান্দার বা সিকন্দর সাহ খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ আটক নগরের উত্তরে সিন্ধু পার হইয়া বিতস্তা তটে উপস্থিত হইলে, পুরু নামক পঞ্জাবের এক জন রাজা তাঁহার

মুক্তি, কেহ কেহ বলেন, সাংসারিক দুঃখ ও পাপ হইতে আত্মার বিশুদ্ধিই নির্ব্বাণ। যাহা হউক, তিনি ব্রাহ্মণদিগের বলিদানের পরিবর্ত্তে আত্মশাসন, সর্ব্বভূতে দয়া এবং প্রাণীমাত্রেরই জীবনে স্নেহ প্রকাশ করিতে উপদেশ দেন।

ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্ম্মের মতের ঐক্য :—উভয় মতেই পুরাকালে বিশ্বাস ছিল এবং অসৎ কার্য্যের নিমিত্ত আত্মার নরকভোগ ও সৎকর্ম্মের জন্য স্বর্গভোগ উভয় মতসম্মত। উভয় মতেই পশু-জীবনে দয়া প্রকাশ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া থাকে।

মতের বিভিন্নতা :—বৌদ্ধেরা বেদ ও পুরাণের প্রাধান্য স্বীকার করে না। তাহাদের মতে জাতিভেদ নাই, যে কোন শ্রেণীর লোকেই পুরোহিত হইতে পারে। পশুজীবনে তাহারা অধিকতর দয়া প্রকাশ করে। তাহারা অগ্নির উপাসনা করে না; এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার মৃত-শরীরের প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করে। বৌদ্ধেরা কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, আবার কেহ কেহ বলে, যদিও ঈশ্বর আছেন, তাঁহার উপাসনার প্রয়োজন নাই।

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তক্ষশিলার রাজা আলেক্‌জান্দারের পক্ষাবলম্বী হইলেন। আলেক্‌জান্দার চিনিয়ানওবালার সপ্ত ক্রোশ দূরে বিতস্তা পার হইয়া পুরুকে আক্রমণ করিলেন। পুরু পরাজিত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র রণে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। আলেক্‌জান্দার পুরুর পরাক্রম ও রণ-কৌশল দেখিয়া তাঁহাকে স্বপদে পুনঃস্থাপিত করিলেন, এবং বিজয়-কীর্ত্তি স্মরণার্থ বিতস্তার পশ্চিম পার্শ্বে বুকিফেলা ও পূর্ব্ব পার্শ্বে নাই-কেয়া নামক দুইটি নগর নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে পঞ্জাবের ক্ষুদ্রক ও মল্লী নামক দুইটি যুদ্ধপ্রিয় জাতিকে বশীভূত করিয়া আলেকজান্দার বিপাশা তটে উপস্থিত হইয়া মগধ সাম্রাজ্য আক্রমণে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য সকল রণশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত হওয়ায় কোন ক্রমেই অগ্রসর হইল না। সুতরাং তিনি স্বয়ং কতক সৈন্য লইয়া স্থলপথে পারস্য দেশে যাত্রা করিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ার্কসের তত্ত্বাবধানে সমুদ্র-পথে পাঠাইলেন।

সিকন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি সিলুকস্ পূর্ব্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিলে, তিনি ভারতবর্ষের উপর সমস্ত দাওয়া পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রগুপ্তের সহ স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া, মিগাস্থিনিস নামক এক জন দূতকে পাটলীপুত্র নগরে প্রেরণ করেন। মিগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ হইতে এ দেশের লোকের অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "ভারতবাসীরা সাহসী, অধ্যবসায়-শালী, সত্যবাদী ও বীর্য্যবান।* আসিয়ার অন্যান্য দেশবাসী

* ভারতবর্ষের পূর্ব্ব অধিবাসিগণ যে অতীব সাহসী ও বীর্য্যশালী ছিল,

অপেক্ষা ইঁহারা সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ। মিথ্যা বিষয়ে বা প্রবঞ্চনাদিতে বিরত। স্ত্রীলোকেরা সতীত্বে রমণীকুলের আদর্শ।"

চন্দ্রগুপ্ত :—নন্দবংশীয় রাজা মহানন্দের ঔরসে ও তদীয় মুরানাম্নী এক নাপিতানী দাসীর গর্ভে চন্দ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্য চন্দ্রগুপ্ত হইতে এই বংশীয়দিগকে মৌর্য্যবংশীয় কহিত। চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য নামক মন্ত্রণাকুশল, রাজনীতিবেত্তা, কুটিলস্বভাব এক পণ্ডিতের সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া অনুমান ৩১৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং বাঙ্গালা হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত আপনার সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া আপনাকে "চক্রবর্ত্তী" বলিয়া ঘোষণা করেন।

তাহা আলেকজান্দারের ভারত-ক্রমণেও কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি হইতে পারে। যৎকালে আলেকজান্দার পারস্যদেশে উপস্থিত হন, তখন পারস্যরাজের বিক্রমশালী অসংখ্য সৈন্য দেখিয়া তাঁহার একজন সেনাপতি তাঁহাকে সম্মুখ-সংগ্রাম না করিয়া রজনীতে গুপ্তভাবে আক্রমণের উপদেশ দেওয়ায় তিনি সদর্পে কহিয়াছিলেন, "পৃথিবীজয়ী কখন চৌর্য্যভাবে জয়লাভের প্রত্যাশী নহে।" কিন্তু তাঁহার সেই সগর্ব্ব বাক্য ভারতবর্ষে আসিয়া কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলে তক্ষশিলার রাজা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করেন। পরে বিতস্তা-তটে উপস্থিত হইলে, পুরু নামে পঞ্জাব প্রদেশস্থ একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা (তৎকালে পঞ্জাব বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল।) তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বিতস্তার অপর পারে গজারূঢ়, অশ্বারোহী, পদাতিক প্রভৃতি প্রবল-পরাক্রমশালী সৈন্য সকল এরূপে সমাবেশ করেন যে, আলেকজান্দার সম্মুখ-সংগ্রামে সাহসী না হইয়া বিতস্তা-তটে শিবির সন্নিবেশনপূর্ব্বক সৈন্যমধ্য হইতে সাহসী ও বলিষ্ঠ সৈন্য সকল নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের সমভিব্যাহারে শিবির হইতে বহুদূর গমন করতঃ নদী পার হইয়া রজনীতে গুপ্তভাবে পুরুর শিবির আক্রমণ করেন। পুরুর সৈন্য সকল এইরূপ

বিন্দুসার :—চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন (২৯২ খৃঃ পূঃ)। বিন্দুসারের দ্বিতীয় পুত্র অশোক তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন করিয়া পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করেন। অশোকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুসীম সিংহাসন অধিকারের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই অধিকন্তু যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত হন।

অশোক :—ইনি বাল্যকালে অতিশয় উগ্রস্বভাব ও অসৎপ্রকৃতি ছিলেন। অনুমান ২৬৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ও পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বৌদ্ধগুরুর সহবাসে ও সদুপদেশে সৎপথে আনীত ও ধার্ম্মিক হইয়াছিলেন। ইঁহার

অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়াও এরূপ পরাক্রম সহকারে যুদ্ধ করে যে, আলেকজান্দারকে অতি কষ্টে জয়লাভ করিতে হয়। তৎপরে পুরু তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলে, তিনি পুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব ?" পুরু উত্তর করেন, "রাজার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত।" আলেকজান্দার পুরুর সাহস ও বিক্রমে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করিয়া তাঁহার রাজ্যবৃদ্ধি করিয়া দেন। কিন্তু ইহা কতদূর সঙ্গত বলা যায় না; যেহেতু আলেকজান্দারের জীবনচরিত-পাঠে জানা যায়, তিনি যখন যে দেশে উপস্থিত হইতেন, তাঁহার বিরুদ্ধে যে অস্ত্রধারণ করিত, তিনি রাজ্যসহ তাহাকে বিনষ্ট করিতেন। অপিচ গ্রীক ইতিহাসবেত্তারা বর্ণন করেন যে, আলেকজান্দারের সৈন্যসকল অতিশয় ক্লান্ত হইয়া ভারতবর্ষের দূরতর প্রদেশ সকল জয়ের অভিলাষী হয় নাই। কিন্তু ইহারও সত্যতা বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। যেহেতু যে আলেকজান্দারের সৈন্যসকল তাঁহাকে দেবপুত্র ও অজেয় জ্ঞান করিয়া, অত্যুচ্চ, দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত ও ভয়ঙ্কর মরুভূমি সকল অতিক্রম করিয়া নানা স্থান জয় করিয়াছিল

সময়ে মগধসাম্রাজ্য, গুজরাট হইতে বঙ্গদেশ এবং গোমুখী হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভাবলী ও ইঁহার প্রদত্ত তাম্রলিপি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। ইনি গিরিদেহেও বৌদ্ধধর্ম্মের সার মত লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সময় এই ধর্ম্মের উন্নতির পরাকাষ্ঠা ও বৌদ্ধদিগের একটি মহাসভা হয় এবং এই ধর্ম্মবিস্তারার্থ দূরদেশে প্রচারকগণ প্রেরিত হন। ইনি একজন অতিশয় পরাক্রমশালী, প্রজাহিতৈষী ও বদান্য রাজা ছিলেন।

মৌর্য্যবংশের পতন ঃ—অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। ইঁহাদের অধস্তন ছয়জন রাজার পর মৌর্য্যবংশের লোপ হয়। মৌর্য্যবংশের পর শুঙ্গ, কণ্ব ও অন্ধ্রবংশীয় রাজারা ক্রমান্বয়ে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন।

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে সিংহবাহু নামে এক জন রাজা রাজত্ব করিতেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়সিংহ প্রজাপীড়ন দোষে নির্ব্বাসিত হইয়া সাত শত সৈন্যসহ অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হন ও উহা অধিকার করেন। সিংহবাহুর বংশীয়েরা বাঙ্গালায় রাজ্য করিলে বোধ হয় বহুকাল পরে মগধের মৌর্য্যবংশীয়েরা ইহা অধিকার করেন।

তাহারা যে প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালিনী সমতল ভারতভূমি জয় করেন প্রথমতঃ তাঁহার অনুনয় বিনয়ে ও অবশেষে ভয়প্রদর্শনেও একপদও অগ্রসর না হইয়া অধিকন্তু বিদ্রোহী হইয়াছিল, ইহা যে কতদূর সম্ভব, বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, এই বিবরণ পাঠে ভারতের পূর্ব্ব অধিবাসিগণ যে সাহসী ও পরাক্রমশালী ছিল, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

বক্ত্রীয়াবগ্রীক ঃ—এসিয়াস্থিত গ্রীক সাম্রাজ্যের যে অংশ হিমালয়ের উত্তরপশ্চিমদিকে তাহাব নাম বক্ত্রীয়া (বল্খ)। সেলুকসেব মৃত্যুর পর বক্ত্রীয়াব গ্রীক শাসনকর্ত্তারা "রাজা" উপাধি ধাবণ করেন। ইহাঁরা ক্রমে পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে অধিকাব স্থাপন জন্য ইহাঁদের মধ্যে কেহ বা মথুরা, কেহ বা অযোধ্যা, কেহ বা সিন্ধু ও কচ্ছ প্রদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। (খৃঃ পূঃ ১৮১—১৬১)।

শকজাতি ঃ—গ্রীক জাতি কর্তৃক ভারত অক্রমণেব পর মধ্য এসিয়াবাসী শকজাতি সমধিক পরাক্রমসহ ভারত আক্রমণ কবিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহাঁরা খৃঃ পূঃ ১২৬ অব্দে বক্ত্রীয়া প্রদেশ হইতে গ্রীকদিগকে বহিষ্কৃত কবিয়া দেয়। এবং খৃষ্টীয অব্দেব প্রাবম্ভের পবেই ভারতবর্ষে আসিয়া আর্য্যাবর্ত্তে ও তৎপ্রান্তস্থিত প্রদেশ সকলে বাজ্য স্থাপন আরম্ভ করে। শক জাতীয় রাজাদিগেব মধ্যে কণিষ্কই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাশ্মীর প্রদেশ অধিকার করিয়া ইয়াবকন্দ ও খোকন্দ হইতে কাশ্মীর, আগরা ও সিন্ধু পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং খৃষ্টীয় ৪০ অব্দে একটী সভা স্থাপন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা ও টীকাদি বচনা করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম-লোপচেষ্টা ঃ—খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে কনৌজের ব্রাহ্মণেরা, অগ্নিকুল নামধেয় রাজপুত রাজাদিগের সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্ম এ দেশ হইতে দূরীকৃত করেন এবং কুমারিল ভট্ট ও তদীয় শিষ্য শঙ্করাচার্য্যের দ্বারাও এই ধর্ম্মের লোপের

চেষ্টা হয়। তথাপি ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ইহা প্রচলিত থাকে।

বিক্রমাদিত্য :—অগ্নিকুল প্রমর বংশে মহারাজ বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। মালব দেশস্থ উজ্জয়িনী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি শক জাতিকে পরাজিত করিয়া "শকারি" নামে অভিহিত হন এবং খৃঃ পূঃ ৫৭ অব্দে "সম্বৎ" নামে শক স্থাপিত করেন। বিক্রমাদিত্য * বিদ্যার অতি সমাদর করিতেন। কালিদাস, বররুচি, অমরসিংহ, বরাহমিহির, ধন্বন্তরী, শঙ্কু, ক্ষপণক, বেতালভট্ট ও ঘটকর্পর প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাঁহার সভায় সমাদৃত ও তৎকর্তৃক বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া নানা শাস্ত্রানুশীলন ও বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া আপনাদিগকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। মাতৃগুপ্ত নামক বিক্রমাদিত্যের একজন অমাত্য কাশ্মীরের রাজা হন। কেহ কেহ বলেন এই মাতৃগুপ্তই মহাকবি কালিদাস।

শালিবাহন :—বিক্রমাদিত্যের পর শালিবাহন নামে একজন রাজা অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়া মহারাষ্ট্র প্রদেশের গোদাবরী-তীরস্থ পাটন নগরে আপনার আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনিও শকজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এবং খৃষ্টীয় ৭৮ অব্দে শকাব্দা নামে এক শক প্রচলিত করেন। শালিবাহন একজন বিচক্ষণ গ্রন্থকার ছিলেন।

* অনেকে অনুমান করেন বিক্রমাদিত্য খৃঃ ১১৫ অব্দ হইতে ৭৫০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং মালবদেশে এই অব্দ (সম্বৎ) পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। ভারতে অনেক রাজা "বিক্রমাদিত্য" নাম গ্রহণ করেন। বোধ হয় এই জন্য এরূপ মতভেদের উৎপত্তি হয়।

ইহার পর আরও কয়েকটী হিন্দুরাজবংশ শকজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া অবশেষে পরাভূত হন।

"শিলাদিত্য :—সপ্তম শতাব্দীতে আর্য্যাবর্ত্তে শিলাদিত্য নামে এক জন বৌদ্ধ রাজা অতিশয় বিখ্যাত হন। সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ ও ধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অধিকতর উন্নতিসাধনজন্য ৬৩৪ খৃঃ তিনি একটী সভা করেন। অনেক রাজা, সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ যাজকগণের সহিত সেই সভায় উপস্থিত হইয়া ভারতের তৎকালীন ধর্ম্মদ্বয়ের তর্ক বিতর্ক করেন। শিলাদিত্য প্রতি পঞ্চম বৎসরে আপনার ভাণ্ডারসঞ্চিত ধন রত্ন, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ প্রভৃতিকে অকাতরে দান করিতেন।

ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের বিবাদের সময় আর্য্যাবর্ত্তে কান্যকুব্জ, মিবার, মাড়বার, আজমীর, উজ্জয়িনী প্রভৃতি রাজ্য রাজপুত রাজাদিগের অধিকারে ছিল। এই রাজপুতেরা কেহ কেহ কোশলাধিপতি রামচন্দ্রের ও অপর কতকগুলি অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়ের বংশোদ্ভূত। গুজরাটে বল্লভী নগরীতে সূর্য্যবংশীয় কনক সেনের বংশধরগণ রাজত্ব করিতেন। উড়িষ্যায় প্রথমে কেশরী ও পরে গজপতি গঙ্গাবংশীয়েরা রাজত্ব কবিতেন। দাক্ষিণাত্যে মদুরা পাণ্ড্যবংশীয় রাজগণের, প্রথমে কাঞ্চিপুর ও পরে তঞ্জোর চোলবংশীয় রাজাদিগের এবং মলবাব ও ত্রিবাঙ্কোড চেরবংশীয় রাজাদিগের অধিকারে ছিল।

পাল ও সেনবংশ :—অনুমান খৃঃ অষ্টম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পাল বংশীয়েরা পশ্চিম বাঙ্গালা ও বিহারে রাজত্ব আরম্ভ করেন। ভূপাল বা লোকপাল এই বংশের প্রথম রাজা।

ধর্ম্মপাল, দেবপাল, মহীপাল প্রভৃতি এই বংশীয় আরও কয়েক জন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি মহীপাল রাজার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় চন্দ্রবংশীয় "সেন" রাজাদিগের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই বংশীয় আদিশূর * বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণকে বেদবিহীন ও ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য দেখিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্ট নারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় নামধেয় পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের এক্ষণকার ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের সন্ততি এবং কায়স্থেরা ইঁহাদের অনুচর পঞ্চের সন্ততি। এই বংশীয় রাজাদিগের মধ্যে বল্লাল সেনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তিনি বাঙ্গালায় কৌলীন্য-প্রথার সৃষ্টি এবং বাঙ্গালা দেশকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ী ও মিথিলা এই পঞ্চভাগে বিভক্ত করেন। বল্লালের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র লক্ষ্মণ সেন, এবং লক্ষ্মণ সেনের পুত্র মাধব সেন ও কেশব সেন যথাক্রমে রাজত্ব করেন। তৎপরে ১১২৩ খৃষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হইয়াই লাক্ষ্মণেয় সেন বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুবর্ণগ্রাম, গৌড় ও নবদ্বীপ সেনবংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল।

হুয়েন সাং ঃ—চীনদেশনিবাসী হুয়েন সাং বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বুদ্ধের জন্মস্থান ও অন্যান্য পবিত্র স্থান দেখিবার

* কেহ কেহ বলেন আদিশূর সেনবংশীয় রাজা নহেন। অন্য ক্ষত্রিয় বংশজ। আবার অনেকে ইঁহাকেই সেনবংশীয় প্রথম রাজা বলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম বীরসেন বা শূরসেন। প্রথম রাজা বলিয়া ইঁহাকে আদিশূর বলে।

জন্য ৬২৯ খৃঃ অব্দে চীন হইতে ভারতবর্ষে আইসেন। তিনি কপিশা, গান্ধার, বারাণসী, মথুরা, কাশ্মীর, থানেশ্বর, কপিলবাস্তু, শ্রাবস্তী, বৈশালী, মগধ, পুণ্ড্র বর্দ্ধন (বর্দ্ধমান), কামরূপ প্রভৃতি ১১০টী রাজ্য ভ্রমণ করিয়া ঐ সকল রাজ্যের বৌদ্ধকীর্ত্তি ও সামাজিক রীতি নীতি দর্শন করতঃ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণে বোধ হয়, বৌদ্ধধর্ম্ম এককালে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মও তৎকালে একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও তদ্ভিন্ন মিশ্রজাতিরও উল্লেখ করেন। রাজার আয় চারি অংশে বিভক্ত হইত। একভাগ রাজ্যের জন্য ব্যয় হইত, দ্বিতীয় ভাগ জায়গীর-স্বরূপ রাজকর্ম্মচারীরা পাইতেন, তৃতীয় ভাগ শাস্ত্রজ্ঞ লোক ও চতুর্থাংশ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকে ভোগ করিতেন। রাজকর অতি অল্প ছিল। রাজা বীজ দিয়া উৎপন্নের ষষ্ঠাংশ লইতেন। শান্তির সময় অল্প সৈন্য থাকিত, কিন্তু যুদ্ধের সময় হইলে অধিক সৈন্য সংগৃহীত হইত। শাসনকর্ত্তা, শান্তিরক্ষক ও রাজকীয় কর্ম্মচারী, আপনাদের ভরণপোষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমি পাইতেন। তিনি (হুয়েনসাং) হিন্দুদিগের সরলতা, সত্যপ্রিয়তা ও বিচার-প্রণালীর অতিশয় প্রশংসা করেন। তৎকালে যে সাহিত্য, দর্শন, গণিত ও চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রও সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কালিদাসের রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবাদি কাব্য এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি নাটক, ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় এবং মাঘের শিশুপাল-বধ কাব্য প্রভৃতি তৎকালকার সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির পরিচায়ক। আর্য্যভট্ট পৃথি-

বীর গতি নিরূপণ করেন। বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হয়। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত ও মীমাংসা এই ষড়্দর্শনেও হিন্দুদিগের যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ পায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

মুসলমানদিগের অভ্যুদয়।

মহম্মদ।—সমাজের আদিমাবস্থায় সর্ব্বদেশে সর্ব্বস্থানেই দেবদেবীর আরাধনা হয়। আরবীয়েরাও প্রথমে সাকার দেবদেবী ও নক্ষত্রের উপাসনা করিত, এবং ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম্মেরও কিছু কিছু তথায় প্রচলিত ছিল। আরবের প্রধান নগর মক্কায় কাবা নামক মন্দিরে আলিয়ট নামক দেবতা ও ঐ মন্দিরের পার্শ্বে জেমজেম্ নামক কূপ ছিল। কোরেস বংশীয়েরা ঐ মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। ৫৭০ খৃঃ অব্দে মক্কায় এই কোরেসবংশে মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তয়িতা মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আবদুল্লা ও মাতার নাম আমিনা। ইনি অল্প বয়সে পিতামাতা হারাইয়া পিতামহ মুত্তালিব ও পিতৃব্য আবুতালিব কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। ইনি বাল্যাবধি অতিশয় চিন্তাশীল ছিলেন। বিংশতি বৎসর বয়সের সময় সওদাগরদিগের সহিত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। মক্কায় খাদিজা নাম্নী এক ধনশালিনী বিধবার নিকট কিছু দিন

চাকরী করিয়া অবশেষে তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। মহম্মদ ৪০ বৎসর বয়সে আপনাকে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক ও এ দেশের ধর্ম্ম নিতান্ত ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। খাদিজাই ইহাঁর প্রথম শিষ্য। ইনি স্বয়ং কোরেস-বংশোদ্ভূত হইলেও ঐ বংশীয়েরা ইহাঁর প্রতি অত্যাচার ও ইহাঁর প্রাণসংহারের চেষ্টা করিলে ইনি মদিনায় পলায়ন করিলেন। (৬২২ খৃঃ)। এই সময় হইতে মুসলমানদিগের "হিজরী" শাক প্রচলিত হয়। মদিনায় গিয়া ইনি আপনার ধর্ম্মমত প্রচার ও সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আরবীয়েরা ইহাঁর অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতা দর্শনে ক্রমে ইহাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল এবং অনেক স্থানে ইহাঁর অধিকার লাভ হইল। মহম্মদ প্রচার করিলেন, তিনি স্বর্গীয় দূতের আদেশ ও উপদেশানুসারে ধর্ম্মপুস্তক (কোরাণ) লিখিয়াছেন এবং ইহাও প্রচার করিলেন, যাঁহারা ভ্রান্তিময় ধর্ম্মের উচ্ছেদজন্য অস্ত্রধারণ করিয়া সমরশায়ী হইবেন, তাঁহারা স্বর্গধামে গিয়া অনন্ত সুখ এবং যাঁহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবেন, তাঁহারা পরকালে অসহ্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবেন। ৬৩২ খৃঃ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

মহম্মদের উত্তরাধিকারীঃ—মহম্মদের মৃত্যুর পর আবুবেকর, ওমর, ওসমান ও আলি ক্রমান্বয়ে মদিনার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন (৬৩২—৬৬০ খৃঃ)। ইহাঁরা খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন।* শেষে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বংশীয় লোকে খলিফা

* মুসলমানদিগের মধ্যে সুন্নি ও সিয়া দুই সম্প্রদায় আছে। প্রথম অর্থাৎ সুন্নি সম্প্রদায় উক্ত চারিজনকে মহম্মদের উত্তরাধিকারী বলিয়া

হইয়া আধিপত্য করেন। দামাস্কাসের খলিফারা ৬৬০—৭৫০ খৃষ্টাব্দে, বাগদাদের খলিফারা ৭৫০—১২৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আধিপত্য করেন। যাহা হউক, অল্পকাল মধ্যে মুসলমানেরা সিরিয়া, পারস্য, তাতার, মিসর, উত্তরআফ্রিকা, স্পেন, প্রভৃতি স্থানে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করে। মহম্মদের মৃত্যুর পর একশত বৎসর অতীত হইতে না হইতে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে পূর্ব্বে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত ইহাদের অধিকার বিস্তার হয়।

মুহালিব (মহল্লব)।

মহম্মদের মৃত্যুর পর খলিফা ওসমান বোম্বাই উপকূলে থানা ও ভরোচনগর বিজয়ার্থ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন (৬৩৬ খৃঃ)। তৎপরে ৬৬৪ খৃঃ অব্দে মুহালিব (মহল্লব) নামক এক জন মুসলমান সেনাপতি কতকগুলি সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করতঃ মুলতান প্রদেশ ভেদ করিয়া অনেককে বন্দী করিয়া লইয়া যান। ভারতবর্ষে এই প্রথম মুসলমান আক্রমণ।

কাসিম।

দামাস্কাসে খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে সিন্ধুনদের মুখের নিকট দেবল নামক বন্দরে আরবদিগের একখানা বাণিজ্য-পোত লুণ্ঠিত হওয়ায় মহম্মদ কাসিম নামক একজন সাহসী ও বিচক্ষণ যুবা (৭১২ খৃঃ) ৬০০০ সহস্র সৈন্য লইয়া আসিয়া দেবলবন্দর, পরে ব্রাহ্মণাবাদ, নিরুণ ও সেওয়ান নামক কয়েকস্থান

স্বীকার করেন এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ সিয়া সম্প্রদায় কেবল মহম্মদের জামাতা আলি ও তদীয় পুত্র হাসান ও হুসেনকে মহম্মদের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন।

হস্তগত করিয়া তৎপরে দাহিরের রাজার রাজধানী আলোর আক্রমণ ও অধিকার করেন। দাহির পরাস্ত হইয়া সম্মুখরণে প্রাণত্যাগ করেন। নারীগণ চিতারোহণপূর্ব্বক ও অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গ সম্মুখসমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। এইরূপে সমস্ত মুলতান ও দাহির রাজার রাজ্য কাসিমকর্তৃক অধিকৃত হয় (৭১৩ খৃঃ)। কথিত আছে, কাসিম, দাহিরের দুই রূপবতী কন্যাকে উপঢৌকন স্বরূপ খলিফার নিকট পাঠাইয়া, জ্যেষ্ঠা কন্যার শঠতায়* নিজে বিনষ্ট হন (৭১৪ খৃঃ)।

কাসিমকর্তৃক সিন্ধুবিজয় অনেক দিন স্থায়ী হয় নাই। ৭৫০ অব্দের মধ্যে হিন্দুগণ উহা পুনর্ব্বার অধিকার করে। ইহার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত মুসলমানদিগকে আর ভারত বিজয়ের চেষ্টা করিতে দেখা যায় নাই।

মুসলমান আক্রমণের কিছু পূর্ব্বে বা সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে তুয়ারবংশ দিল্লীতে, চৌহান বংশ আজমীরে, রাঠোর বংশ কনৌজে, গেলটবংশ চিতোরে, সোলাঙ্কবংশ গুজরাটে, পালোপাধিধারী ব্রাহ্মণবংশ লাহোরে ও সেনবংশ বঙ্গদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্য, চোল ও চেরবংশীয় রাজারা দ্রাবিড়ে পাণ্ড্য, চোল ও চের নামক তিনটী রাজ্য স্থাপন করতঃ রাজত্ব করিতেন। মদুরা, পাণ্ড্য রাজ্যের

---

* কন্যাদ্বয় খলিফার নিকট উপস্থিত হইলে জ্যেষ্ঠাকন্যা খলিফাকে কাতরভাবে কহে কাসিম তাহার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। ইহাতে খলিফা ক্রোধান্ধ হইয়া কাসিমের প্রাণ দণ্ডের আদেশ দেন। কাসিমের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠা রাজকন্যা আনন্দে হাস্য করিয়া কহে কাসিম নির্দ্দোষী, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু ও বংশধ্বংসের প্রতিশোধ হইল।

ও কাঞ্চিপুর ও তঞ্জোর চোল রাজ্যের রাজধানী ছিল। কর্ণাটে কেরল রাজ্য ধ্বংস হইলে বল্লালবংশ দ্বারসমুদ্রে রাজধানী স্থাপন করতঃ রাজ্য করেন। ত্রৈলঙ্গ প্রথমে চালুক্যবংশের অধীন থাকিয়া পরে উড়িষ্যার রাজাদিগের অধীন হয়। অন্ধ্র রাজ্য, গণপতিবংশের অধীন ও বরঙ্গল তাহার রাজধানী ছিল। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত দেবগিরি যদুবংশের ও কল্যাণ চালুক্য বংশের অধীন থাকে। উড়িষ্যা প্রথমে কেশরী ও পরে গঙ্গা-বংশের অধীন হয়। গঙ্গাবংশের সময় শ্রীক্ষেত্রে ✓ জগন্নাথ-দেবের মন্দির স্থাপিত হয় (১১০৯ খৃঃ)।

আলপ্তগীন ও সবক্তগীন।

আলপ্তগীন ঃ—খলিফাগণ হীনবল হইলে বুখারা প্রদেশের শাসনকর্তা ইসমাইল সামনী রাজপদ গ্রহণ করে। এই সামনীবংশীয় পঞ্চম রাজা আবদুল মালিক, আলপ্তগীন নামক তুর্কীদেশীয় এক ভৃত্যকে খোরাসানের শাসন ভার প্রদান করেন। আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর, আলপ্তগীন, তাঁহার উত্তরাধিকারীর অত্যাচারে খোরাসান ত্যাগ করিয়া ৯৬১ খৃঃ সসৈন্যে গজনীতে আসিয়া একটী নূতন স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন এবং পালোপাধিধারী ব্রাহ্মণগণকে কাবুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কাবুল প্রথমে সোটরবংশীয়দিগের ও পরে বার্ত্তিগীন নামক এক জন তুর্কী মুসলমানের অধিকারে থাকে এবং তৎপরে ৮৫০ খৃঃ পালোপাধিধারী ব্রাহ্মণদিগের অধিকারে আইসে।

সবক্তগীন ঃ—আলপ্তগীনের মৃত্যুর পর তদীয় ক্রীতদাস

ও জামাতা সবক্তগীন গজনীর রাজা হইয়া মধ্যে মধ্যে পঞ্জাব আক্রমণ করিতেন। লাহোরপতি জয়পাল অনেক সৈন্য লইয়া সবক্তগীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহার শিবিরের সম্মুখীন হন। কিন্তু অতিশয় ঝড় বৃষ্টি প্রযুক্ত হিন্দু-সৈন্যগণ ভীত হইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলে, জয়পাল, সবক্তগীনকে ৫০টী হস্তী দিয়া ও বহু অর্থদানের অঙ্গীকার করিয়া সন্ধি করেন। পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া জয়পাল অর্থ দিতে অস্বীকার করিলে, সবক্তগীন কুপিত হইয়া আর এক বার ভারতবর্ষে আগমন করতঃ এক লক্ষ হিন্দু-সৈন্যসহ জয়পালকে পরাজয়পূর্ব্বক সিন্ধুনদের পশ্চিম কূল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া পেশবারে দশ সহস্র সৈন্য রাখিয়া গজনী প্রত্যাগমন করেন।

৯৯৭ খৃঃ সবক্তগীনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র প্রসিদ্ধনামা সুল্‌তান মামুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুল্‌তান মামুদ (মাহমুদ)।

মামুদ রাজ্য লাভ করিয়া কালীফের অধীনতা অস্বীকারপূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার এবং সুল্‌তান নাম ধারণ করিলেন। ইহাঁর পূর্ব্বে কোন মুসলমানই এই নামে অভিহিত হন নাই। ইনি ১০০১ হইতে ১০২৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ক্রমাগত সপ্তদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তন্মধ্যে দ্বাদশটি আক্রমণ সমধিক প্রসিদ্ধ এবং সেই প্রসিদ্ধ দ্বাদশটি আক্রমণ, প্রথম দ্বিতীয় ভাবে লিখিত হইল।

১০০১ খৃঃ মামুদ প্রথম বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করতঃ পেশবারের নিকট লাহোররাজ জয়পালকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া

সিন্ধুনদ পার হইয়া বাতিণ্ডা নগর লুণ্ঠন করেন। পরে স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বহু অর্থ লইয়া জয়পালাদি বন্দীগণকে ছাড়িয়া দেন। জয়পাল অপমানে স্বীয় পুত্র অনঙ্গপালকে রাজ্য দিয়া চিতারোহণ করেন।

ভাটিয়ার রাজা কর দিতে অসম্মত হইলে, মামুদ দ্বিতীয়-বার ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন। ভাটিয়ার রাজা আত্মহত্যা করেন (১০০৩ খৃঃ)।

মুলতানের মুসলমান শাসনকর্ত্তা মামুদের অধীনতা অস্বীকার করিয়া অনঙ্গপালের সহ যোগ দিলে মামুদ তৃতীয় বার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। অনঙ্গপাল তাঁহার গতি রোধ করিতে না পারিয়া কাশ্মীরে পলায়ন করেন। মুলতানের শাসনকর্ত্তা মামুদ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া অগত্যা অধীনতা স্বীকার করেন (১০০৫ খৃঃ)।

অনঙ্গপালকে শাসন করিতে মামুদ চতুর্থ বার ভারতবর্ষে আইসেন। অনঙ্গপালও উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, কান্যকুব্জ, দিল্লী ও আজমীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদিগের সাহায্যে বহুসংখ্যক হিন্দু-সৈন্য সংগ্রহ করেন; এবং হিন্দু মহিলাগণ আপনাদের অলঙ্কারাদি দ্বারা যুদ্ধের ব্যয় সংগ্রহ করিয়া পাঠান। মামুদ এত অধিক সৈন্য দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। শেষে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হইতেছে এমন সময় অনঙ্গপালের হস্তী আহত হইয়া পলায়ন করায় হিন্দু সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয় সুতরাং অনঙ্গপাল যুদ্ধে পরাস্ত হন। মামুদ পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া নগরকোটের বিখ্যাত পর্ব্বত-মন্দির লুণ্ঠন করতঃ অনেক সুবর্ণ, রৌপ্য ও মাণিক্যাদি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন (১০০৮-৯ খৃঃ)।

স্থল্ তানের আফগান শাসনকর্ত্তাকে শাস্তি প্রদান করিতে মামুদ পঞ্চম বার ভারতবর্ষে আইসেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া গজনী লইয়া যান (১০১০ খৃঃ)।

ষষ্ঠবারে প্রায় যমুনাতীর পর্য্যন্ত আসিয়া থানেশ্বরের সুবিখ্যাত মন্দির ও নগর লুণ্ঠন করিয়া যান (১০১১ খৃঃ)।

সপ্তম ও অষ্টমবারে ১০১৩ ও ১০১৪ অব্দে কাশ্মীরে প্রবেশ করেন এবং তথাকার দুর্নিবার শীতে ও বরফে তাঁহার অনেক সৈন্য প্রাণ হারায়।

নবম বারে কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলে, কান্যকুব্জাধিপতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন। তৎপরে মামুদ ১০১৭ খৃঃ মথুরা জয় ও তত্রস্থ দেবালয় ধ্বংস করতঃ অন্যান্য অনেক স্থান অধিকার ও ছারখার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। মামুদ ও তাঁহার অনুগামিগণ ভারতবর্ষের সভ্যতা এবং কান্যকুব্জ ও মথুরা প্রভৃতি নগরের শোভা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করেন।

মামুদের সহ মিত্রতা করিয়া, কান্যকুব্জাধিপতি, হিন্দুরাজগণের ঘৃণার্হ ও নিন্দাভাজন হইয়া উঠেন। দশম বারে মামুদ তাঁহার সাহায্যার্থে আইসেন, কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে কালিঞ্জরাধিপতি, কান্যকুব্জাধিপতির প্রাণসংহার করেন। মামুদ মিত্রঘাতীর বিরুদ্ধে গমন করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়া পরিশেষে লাহোর জয় করেন। [সিন্ধুর পূর্ব্বপারে মুসলমানদিগের রাজ্যের এই প্রথম সূত্রপাত।]

একাদশ বারে কালিঞ্জরাধিপতিকে শাস্তি দিতে মামুদ

ভারতবর্ষে আইসেন (১০২৩ খৃঃ)। কিন্তু এবারও তাঁহার আগমন নিষ্ফল হয়।

দ্বাদশ বারে (সপ্তদশ বারের মধ্যে এটি ষোড়শাক্রমণ) মামুদ সোমনাথের বিখ্যাত মন্দির লুণ্ঠন করেন (১০২৪ খৃঃ)। গুর্জ্জর দেশের প্রান্তভাগে সোমনাথ একলিঙ্গের মন্দির ছিল। বহু দূর হইতে হিন্দুগণ, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে এখানে আসিত, এবং সহস্র ক্রোশ দূর হইতে গঙ্গাজল আনীত ও তদ্দ্বারা একলিঙ্গের স্নান ও পূজা হইত। মন্দিরমধ্যে অন্য আলোকের আবশ্যকতা ছিল না. হীরার জ্যোতিতে মন্দির দীপ্তিমান হইত এবং তীর্থাগত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত উপহার-ধনে মন্দির পরিপূর্ণ ছিল। যখন মামুদ নগরকোট ও থানেশ্বর লুণ্ঠন ও তত্রত্য দেবদেবীগণকে অপবিত্র করেন, তখন সোমনাথের ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছিলেন, "বিধর্ম্মী. এখানে আসিলে সমুচিত প্রতিফল পাইবে।" ইহা শুনিয়া মামুদের যুগপৎ জিগীষা ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়। তখন তিনি মরুভূমি পার হইয়া আজমীর লুণ্ঠন করতঃ গুর্জ্জরের রাজধানী আনহালবারায় উপনীত হইলেন। তথাকার রাজা তাঁহার আগমনে পলায়ন করিলেন। তথা হইতে মামুদ সোমনাথের সুবিখ্যাত মন্দিরে আগমন করতঃ দুই দিবস পর্য্যন্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তৃতীয় দিবস আনহালবারার রাজা ও অন্যান্য হিন্দু রাজগণ মন্দিররক্ষার্থ আসিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করতঃ পরাজিত হইলে, মন্দিরবাসিগণ ভীত হইয়া পোতারোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিল। মামুদ সোমনাথের মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিগ্রহ বিখণ্ডিত ও উহার অভ্যন্তরস্থ রত্নাদি লুণ্ঠন এবং মন্দিরের চন্দন-

কাষ্ঠময় প্রকাণ্ড কবাট গ্রহণ করিয়া মহানন্দে মুলতান দিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর মামুদ পারস্য দেশ জয় করেন। ১০৩০ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। মামুদ যদিও পুনঃ পুনঃ ভারতাক্রমণ করিয়াছিলেন তথাপি ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণে মুসলমান রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার সময়ে পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ মাত্র গজনী রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। বস্তুতঃ পঞ্জাবের বাহিরে তিনি কখনও রাজ্য বিস্তার মানসে যুদ্ধ করেন নাই। কখন বা একটী দেব মন্দির লুণ্ঠন কখন বা একটী দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিবার উদ্দেশে ধর্ম্মোৎসাহে মত্ত হইয়া পঞ্জাবের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন মাত্র।

মামুদের চরিত্রঃ—মামুদের অসাধারণ সাহস, যুদ্ধকৌশল, মানসিক ক্ষমতা ও অনেক সদ্‌গুণও ছিল সন্দেহ নাই। তিনি কাব্যরসের প্রিয় ছিলেন; এই হেতু বিক্রমাদিত্যের সভার ন্যায় তাঁহার সভায়ও নানাদেশীয় কবিগণ আশ্রয় পাইতেন। কিন্তু ফার্দসী নামক একজন বিখ্যাত কবি ষষ্টিসহস্র শ্লোকপূর্ণ "শাহনামা" শুনাইয়া ষষ্টিসহস্র সুবর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে ষষ্টিসহস্র রৌপ্য মুদ্রা প্রাপ্ত হইবার আদেশে মনোকষ্টে তাঁহার সভা ত্যাগ করেন। মামুদ যদিও ভারতবাসীদিগের পক্ষে একরূপ কৃতান্তস্বরূপ হইয়াছিলেন; কিন্তু স্বীয় প্রজাদিগের প্রতি অতিশয় ন্যায়বান ছিলেন এবং সম্মুখ-সংগ্রাম ভিন্ন কাহারও উপর উৎপীড়ন করিতেন না। তাঁহার সুবিচার ও ন্যায়পরতার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহার একজন সৈনিক পুরুষ বলপূর্ব্বক কোন স্ত্রীলোকের স্বামীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত

করিয়া দিযা তাহাব সতীত্ব নষ্ট করায়, তিনি স্বহস্তে অসি-ধাবণ-পূর্ব্বক তাহার মস্তকচ্ছেদন করেন। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যাবতীয় মহামূল্য দ্রব্য সম্মুখে স্থাপন করিতে আদেশ প্রদান করেন এবং অনতিবিলম্বেই তৎসমুদয় পরিত্যাগ কবিতে হইবে ভাবিয়া বিষাদে অশ্রুবিসর্জ্জন করেন।

গজনভিবংশের যশঃসূর্য্য প্রায় মামুদের সহ অস্ত যায। তাঁহার মহম্মদ ও মসায়ুদ নামক দুই পুত্র ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ প্রায় দেড়শত বৎসর গজনীতে বাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁহাদেব সহিত ভারতবর্ষেব তত ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

গায়েসুদ্দীন্ গোরী ও সাহাবুদ্দীন গোরী।

গজনভিবংশীয রাজা বাহবামেব বাজত্বকালে কাবুলের ঈশান কোণে গোবিবংশীয়দিগের প্রাদুর্ভাব হয়। বাহরাম চতুরতা-পূর্ব্বক ১১১৮ খৃঃ তদানীন্তন গোবীয় পতির প্রাণবিনাশ করিলে উভয় পক্ষের কযেকবার সংগ্রাম হয়। পরে গোববাজ আলা-উদ্দীন ১৫৫২ খৃঃ বাহাবামকে পবাজিত এবং অসি ও বহ্নি দ্বারা গজনীনগবী ধ্বংস করেন। ইহাব পব আলাউদ্দীন কোন বৈদেশিক জাতির সহ বিবোধে পাঁচ বৎসব কাল ব্যাপৃত থাকিয়া ১১৫৭ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

গায়েসুদ্দীন ও সাহাবুদ্দীন গোবী ঃ—আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সৈয়ফুদ্দীন গজনীর অধীশ্বর হইয়া এক বৎসর রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপরে আলা-উদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র গাযেসুদ্দীন গোরী রাজা হন এবং আপন ভ্রাতা সাহাবুদ্দীনকে আপনার সহকারী করেন। ইনি ইতিহাসে মহম্মদ গোরী নামে বিখ্যাত।

মহম্মদ গোরীর ভারতবর্ষ আক্রমণ ঃ—গজনী ধ্বংস হইলে মামুদের বংশধর খসরু লাহোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহম্মদ গোরী প্রথমে লাহোর অধিকার ও খসরুকে কারারুদ্ধ করেন ১১৮৬ খৃঃ। পরে ১১৯১ খৃঃ থানেশ্বর ও কর্ণালের মধ্যে তিরৌরীক্ষেত্রে দিল্লীশ্বর চৌহানবংশীয় পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের সেনাপতি গোবিন্দরায়কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বদেশে পলায়ন করেন।* এই সময় দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ, কান্যকুব্জাধিপতি রাঠোর বংশীয় জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাকে হরণ করিয়া বিবাহ করায় এবং দিল্লীর সিংহাসন লইয়া পূর্ব্ব হইতে উভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকায় জয়চন্দ্র পৃথ্বীকে দমন করণার্থ মহম্মদ গোরীকে আহ্বান করেন। মহম্মদ গোরী সুবিধা বুঝিয়া পুনর্ব্বার ১১৯৩ খৃঃ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া থানেশ্বরের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজয়পূর্ব্বক দিল্লী ও আজমীর অধিকার করেন, হিন্দু-রাজলক্ষ্মীও তদবধি মুসলমানদিগকে আশ্রয় করেন। গোরী স্বীয় ভৃত্য কুতুবকে দিল্লীতে রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। পর বৎসর (১১৯৪ খৃঃ) চন্দ্রবার নগরে কান্যকুব্জাধিপতি রাজা জয়চন্দ্রকে পরাজয়পূর্ব্বক কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া, তাঁহাকে আত্মবিগ্রহের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করেন। ১২০২ খৃঃ গায়েসুদ্দীনের মৃত্যুর পর মহম্মদ গোরী স্বয়ং রাজা হন। ইহার পর কুতুবুদ্দীন গোয়ালিয়র জয় করেন এবং কুতুবের সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজী ১২০৩ খৃঃ নবদ্বীপাধিপতি লাক্ষ্মণেয় সেনের রাজত্বকালে বাঙ্গালা ও বিহার দেশ অধিকার করিয়া লন। ভারতবর্ষের বায়ুকোণবাসী গোক্কুর জাতির বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া, ১২০৬ খৃঃ

শয়নাবস্থায় দুই জন গোক্কুরকর্ত্তৃক মহম্মদ গোরী হত হন। ইনিই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিয়া যান। ইঁহার সময়ে মুসলমান রাজ্য সিন্ধু হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

সুলতান মামুদ ও মহম্মদ গোরী :—সুলতান মামুদ কেবল ধর্ম্মোৎসাহে মত্ত হইয়া ভারত আক্রমণ করতঃ দেব-মন্দির লুণ্ঠন এবং দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিতেন। রাজ্যস্থাপনে তাঁহার তত প্রয়াস ছিল না। তাঁহার সময়ে পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ মাত্র গজনী রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী হয়। কিন্তু মহম্মদ গোরী রাজ্য-লাভ মানসেই বারম্বার হিন্দু জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং আর্য্যাবর্ত্তের অনেকাংশ মুসলমান রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হন। মামুদ বিদ্যোৎসাহী, উদারপ্রকৃতি ও শরণাগত প্রতিপালক ছিলেন। মহম্মদ গোরীতে এই সকল গুণ কিছুই ছিল না।

মুসলমান-বিজয়ের ফল।

বিজেতৃগণ সুসভ্য ও পরাক্রমশালী হইলে, বিজিতগণকে সভ্য ও বলশালী করিতে সক্ষম হয়। রোমীয়েরা ব্রিটন প্রভৃতি অসভ্য দেশ জয় করিয়া সভ্যতার আলোক বিকীরণ করে। ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি হইতে অনেক বিজিত জাতি সভ্যতা শিক্ষা পাইতেছে। কিন্তু মুসলমান বিজেতৃগণ হইতে আমাদিগের বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই। প্রত্যুত ইঁহারাই আমাদিগের নিকট হইতে সভ্যতা লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছিল। আকবরের সুসভ্য রাজনিয়ম ও রাজসভা বিজিত হিন্দুদিগের অনুকরণ মাত্র।

যদিচ ইহারা আমাদিগের অপেক্ষা পরাক্রমশালী ছিল, কিন্তু প্রবল ধর্ম্মবিদ্বেষবশতঃ ইহারা কখন আমাদের সহিত মিলিত হয় নাই। সুতরাং ইহাদের হইতে আমাদিগের বলবিক্রমেরও তত উন্নতি হয় নাই। বিজেতৃগণকে অধিকতর পরাক্রমশালী দেখিয়া, নিরাশ হইয়া আমরা ক্রমে নির্জীব, স্বচিন্তাবিহীন ও স্বাবলম্বনহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম। মুসলমানাক্রমণের পূর্ব্বে আমাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও গণিতাদি শাস্ত্র এবং শিল্প, বাণিজ্য ও রণকৌশল প্রভৃতি সকল বিষয়েই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বিবিধ বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলী অনেক রাজ-সভার ভূষণস্বরূপ থাকিয়া নানা শাস্ত্রানুশীলন ও নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক আপনাদিগকে ও ভারতকে ভাস্বর করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান বিজয় হওয়া অবধি যেন সেই সকল একবারেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আমাদের জাতীয় জীবন, চিন্তা ও কল্পনাশক্তি এবং মানসিক বল ক্রমে ক্ষীণ হইয়াছিল।

হিন্দুরাজ্য-লোপের কারণ।

হিন্দুজাতি বহুকাল ভারতবর্ষে স্বাধীনভাবে রাজ্য করতঃ সুখসচ্ছন্দতা ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত রাজ্য ক্রমে বহু ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত হওয়ায় এবং ঐ সকল প্রদেশীয় রাজাদিগের পরস্পর একতা না থাকায়, দুর্ব্বল হয়। যখন কোন বিদেশীয় রাজা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ আক্রমণ করিতেন, তৎকালে তৎপ্রদেশের রাজা ব্যতীত প্রায় অন্য কোন রাজা তাঁহার সম্মুখীন হইতেন না। সুতরাং হিন্দুরাজগণ ক্রমে এইরূপ একতাবিহীন ও পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া আপনাদিগের চির-সৌভাগ্যে

বঞ্চিত এবং মুসলমানদিগের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হওয়ায় তাহাদেরই দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্দী হন। অতএব এই অনৈক্য ও পরস্পর বিদ্বেষভাবই যে হিন্দুরাজ্য ধ্বংসের প্রধান কারণ, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়।

পাঠানশাসন ১২০৬ হইতে ১৫২৬ খৃঃ পর্য্যন্ত।

দাসবংশ ১২০৬-১২৮৮ খৃঃ।

(১) কুতুবুদ্দীন ১২০৬-১০ খৃঃ।

মহম্মদ গোরীর মৃত্যুর পর ১২০৬ খৃঃ কুতুবুদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হন। ইনি গোরীর জীবিতাবস্থায় আজমীর, আনহাল্‌বারা, থানেশ্বর, কালিঞ্জর ও গোয়ালিয়র অধিকার করিয়াছিলেন, এবং ইঁহার সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজী বাঙ্গালা ও বিহার জয় করিয়াছিলেন। কুতুব হইতেই দিল্লীর সিংহাসনে দাসবংশীয় সম্রাটের সূত্রপাত হয়। ইনি খোরাসানের অন্তর্ব্বর্ত্তী নিশাপুরে আনীত ও কাশী নামক জনৈক মুসলমানের নিকট বিক্রীত হইয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হন। পরে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, এক জন বণিক ইঁহাকে গোরীর নিকট বিক্রয় করে। কুতুব সাহসী, ধার্ম্মিক, দয়াশীল ও সুশিক্ষিত সম্রাট ছিলেন। কার্য্যবিশেষে লক্ষ মুদ্রা দান করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না; এই জন্য ইঁহাকে "লাখবক্স" (লক্ষমুদ্রাদাতা) কহিত। অদ্যাপি

দিল্লীতে কুতুব মস্‌জিদ ও কুতুব মিনার নামক প্রসিদ্ধ অট্টালিকাদ্বয় কুতুবুদ্দীনের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ১২১০ খৃঃ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনিই দিল্লীর প্রথম মুসলমান সম্রাট।

(২) আরাম ১২১০-১১ খৃঃ (কুতুবের পুত্র)।

১২১০ খৃঃ কুতুবের অযোগ্য পুত্র আরাম দিল্লীর সম্রাট হইয়া এক বৎসর কাল রাজত্ব করেন।

(৩) আল্‌তামাস্‌ ১২১১-৩৫ খৃঃ (কুতুবের জামাতা)।

১২১১ খৃঃ বদায়ুনের শাসনকর্ত্তা আল্‌তামাস্‌, শ্যালক আরামকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং সম্রাট হন। কুতুবের সময় হইতে বাঙ্গালার নবাবেরা স্বাধীনভাবে চলিতেন। ইঁহার সময়ে বাঙ্গালার নবাব গয়াসউদ্দীন ইঁহার অধীনতা অস্বীকার করিলে ইনি সসৈন্যে বাঙ্গালায় আইসেন (১২২৫ খৃঃ)। গয়াসউদ্দীন অগত্যা অধীনতা স্বীকার করেন। পরে ১২২৯ খৃঃ গয়াসের উত্তরাধিকারী মালিক খিলজীও অধীনতা অস্বীকার করায়, আল্‌তামাস্‌ আর একবার বাঙ্গালা জয় করেন। গজনীর শাসনকর্ত্তা ইল্‌ডোজের সহিত পশ্চিম সীমা লইয়াও সিন্ধুপতি নাজীরউদ্দীনের সহিত লাহোরের আধিপত্য লইয়া আল্‌তামাসের কয়েকবার যুদ্ধ ঘটে; কিন্তু উভয় বিপক্ষকেই পরাজয় করেন। ইনি পশ্চিমে সিন্ধু, কচ্ছ, মুলতান, পূর্ব্বে বাঙ্গালা বিহার, কান্যকুব্জ এবং মানপুর, রণস্তম্ভর, গোয়ালিয়র, ভিল্‌সা ও উজ্জয়িনী অধিকার করিয়া লন। উজ্জয়িনী অধিকারকালে মহাকালের মন্দির চূর্ণ এবং মহাকালের ও বিক্রমাদিত্যের

প্রতিমূর্ত্তি দিল্লীতে লইয়া গিয়া জুমা মস্‌জিদের সোপানপার্শ্বে খণ্ড খণ্ড করেন। ইহাঁর রাজত্বকালে মোগলাধিপতি সুবিখ্যাত জঙ্গীস খাঁ আসিয়ার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত নর-হত্যাদি বিষম অত্যাচার সহ অধিকার করিয়াছিলেন। খারিজম দেশের রাজা ঐ আক্রমণে স্বদেশরক্ষার্থ প্রাণ হারাইলে, তৎপুত্র জেলালুদ্দীন আশ্রয় পাইবার প্রত্যাশায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। কিন্তু আল্‌তামাস তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এই যুক্তিসিদ্ধ কার্য্য দ্বারা ইনি জঙ্গীসের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন (১২১৮ খৃঃ)। ইনি দাসরূপে এক বণিকের নিকট বিক্রীত হইয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হন, পরে কুতুব ইহাঁকে ক্রয় করেন। ১২৩৫ খৃঃ ইহাঁর মৃত্যু হয়।

(৪) রুকনুদ্দীন ১২৩৫-৩৬খৃঃ (আল্‌তামাসের পুত্র)।

১২৩৫ খৃঃ আল্‌তামাসের অযোগ্য ও বিলাসপটু পুত্র রুকনু-দ্দীন দিল্লীর সম্রাট হইয়া কয়েক মাস রাজত্ব করেন।

(৫) রিজিয়া বেগম ১২৩৬-৩৯খৃঃ (আল্‌তামাসের কন্যা)।

১২৩৬ খৃঃ রিজিয়া বেগম সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বিদ্যাবতী ও বিবিধ রাজোচিত গুণে ভূষিতা ছিলেন। পুরুষের বেশ ধরিয়া বিচারকার্য্য সম্পাদন ও শাসনবিধি লিপি-বদ্ধ করিতেন। কিন্তু অবশেষে এক জন হাবসী কর্ম্মচারীর প্রতি ইহাঁর অনুরাগ হওয়ায় আমিরেরা ইহাঁর বিপক্ষ হন এবং বাত্তিণ্ডা দুর্গাধিপতি আলটুনীয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করে। সেই বিদ্রোহ শান্তি করিতে গিয়া ইনি বন্দী হইয়া আলটুনীয়ার

প্রণয়িনী হন। পরে উভয়ে দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের চেষ্টায় আসিয়া পরাস্ত ও নিহত হন (১২৩৯ খৃঃ)।

(৬) বেহারাম ১২৩৯-৪১ খৃঃ (আল্‌তামাসের পুত্র)।

(৭) মসায়ুদ ১২৪১-৪৬ খৃঃ (রুক্‌নুদ্দীনের পুত্র)।

ইহাঁরা দুই জনই অযোগ্য ছিলেন। ইহাঁদের রাজত্বকালে মোগলেরা বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে।

(৮) নাসীরুদ্দীন ১২৪৬-৬৬ খৃঃ (বেহারামের পুত্র)।

১২৪৬ খৃঃ ইনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আল্‌তামাসের ক্রীতদাস ও জামাতা গীয়াসুদ্দীন বুলবনকে মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত করেন। গীয়াসুদ্দীন পশ্চিম হইতে মোগল-আক্রমণ নিবারণ জন্য পশ্চিম সীমার সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ একত্র করিয়া সের খাঁকে তাহার শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করেন। সের খাঁও নিজ পরাক্রমে বার বার মোগলদিগের আক্রমণ নিবারণ করিয়া অবশেষে মোগলনগরী গজনী হস্তগত করিয়াছিলেন। গীয়াসুদ্দীন হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা-ইচ্ছু অনেক হিন্দু রাজাকে ও মেওয়াত প্রদেশের পর্ব্বতবাসিগণকে বশীভূত, নারিওয়ার ও চন্দেরী দুর্গ অধিকার এবং মালব, সিন্ধু ও মেওয়াত প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। নাসীরুদ্দীন তাপসের ন্যায় সরল ও বিলাসবিদ্বেষী ছিলেন। ইহাঁর একমাত্র রাজ্ঞী ছিলেন। রাজ্ঞী স্বীয় হস্তে স্বামীর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। কথিত আছে, একদা অগ্নিতে রাজ্ঞীর হস্ত দগ্ধ হওয়াতে, তিনি স্বামীর নিকট দাসীর প্রার্থনা করায় সম্রাট

উত্তর করেন যে, দেশের ধন তিনি আপন সুখের জন্য ব্যয় করিতে অক্ষম।

(৯) গীয়াসুদ্দীন বুল্‌বন ১২৬৬-৮৬ খৃঃ (নাসীরুদ্দীনের মন্ত্রী ও পিতৃশ্বশুরপতি।)

নাসীরুদ্দীনের মৃত্যুর পর ১২৬৬ খৃঃ বুল্‌বন সম্রাট হন। ইনি যুদ্ধপটু ও কার্য্যক্ষম ছিলেন। নরহত্যাকারীর ফাঁসী ও সুরাপান নিবারণ প্রভৃতি অনেক হিতানুষ্ঠানও ইহাঁর শাসনসময়ে ঘটে। বাঙ্গালার নবাব তোগবল খাঁ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, ইনি স্বয়ং রাজধানী সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হইয়া, তোগবলকে পরাজিত ও নিহত করিয়া, বঙ্গদেশ জয় এবং গঙ্গা ও যমুনাতীরস্থ হিন্দুরাজগণের ও মেওয়াত প্রদেশের পার্ব্বতীয় লোকদিগের বিদ্রোহ দমন করেন। ইহাঁর মধ্যম পুত্র বাকারা খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে মোগলেরা পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বার বার তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া অবশেষে একটী যুদ্ধে জয়ী হইয়াও পরে নিহত হন। এই শোকে ১২৮৬ খৃঃ অশীতি বৎসর বয়সে গীয়াসুদ্দীন মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহাঁর সভা অনেক বিদ্বান্ ও কবিগণে পূর্ণ ছিল। ইহাঁর সভায় কবি আমীর খসরু এত বিখ্যাত হইয়াছিলেন যে পারস্যের সুপ্রসিদ্ধ কবি সেখ সাদীও তাঁহাকে প্রশংসা করিতেন।

(১০) কৈকোবাদ ১২৮৬-৮৮ খৃঃ (গীয়াসুদ্দীন বুল্‌বনের পৌত্র ও বাকারা খাঁর পুত্র)।

১২৮৬ খৃঃ কৈকোবাদ দিল্লীর সম্রাট্ হন। এই অকর্ম্মণ্য ও

বিলাসপ্রিয় সম্রাটকে বিলাসে মগ্ন রাখিয়া ইহাঁর মন্ত্রী নিজামুদ্দীন সমস্ত কর্ত্তৃতা স্বীয় হস্তে গ্রহণ করেন। পুত্রের অসদ্ব্যবহার দেখিয়া বাকারা বাঙ্গালা হইতে আসিয়া অনেক সদুপদেশ দিয়াও তাঁহার চরিত্র সংশোধন করিতে পারেন নাই। ক্রমে অযথা আমোদপ্রিয়ত্বায় কৈকোবাদের শরীর ভগ্ন হইতে লাগিল। তখন অনুতাপাপন্ন হইয়া মন্ত্রীর প্রাণ বিনাশ করিলেন এবং অবশেষে স্বয়ং ১২৮৮ খৃঃ হত হইলেন। কেহ কেহ সন্দেহ করেন, জেলালুদ্দীন খিলজী ইহাঁকে হত্যা করেন। এই হইতে দাস-বংশের লোপ হয়।

খিলজীবংশ ১২৮৮-১৩২১ খৃঃ পর্য্যন্ত।

(১) জেলালুদ্দীন ১২৮৮-৯৫ খৃঃ।

ইনি ১২৮৮ খৃঃ দিল্লীর সম্রাট হন। ইহাঁর তুল্য দয়ালু মুসলমান সম্রাট কখনও ভারতবর্ষ শাসন করেন নাই। দণ্ডার্হ ব্যক্তিরাও ইহাঁর নিকট নিষ্কৃতি পাইত। ইনি শত্রু জয় করিয়া তাঁহাদিগকে সসৈন্যে ছাড়িয়া দিতেন। ইহাঁর রাজত্বকালে মালব ও উজ্জয়িনী অধিকৃত হয়। ১২৯২ খৃঃ মোগলেরা পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া ও বুলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র চিজু বিদ্রোহী হইয়া পরাজিত হয়। ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন কারা ও এলাহাবাদের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়া পরিশেষে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধের ব্যয় সংগ্রহ জন্য দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দেবগিরির রাজা রামদেবকে আক্রমণপূর্ব্বক বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেন (১২৯৪ খৃঃ)। পরে এলাহবাদে উপস্থিত হইয়া স্বীয় সহচর দ্বারা পিতৃব্যের নিধন সাধন করতঃ

স্বয়ং নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসনে উপবেশন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজত্ব ছিল। সুতরাং আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্যে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয়।

(২) আলাউদ্দীন ১২৯৫-১৩১৬ খৃঃ
(জেলালুদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র)।

১২৯৫ খৃঃ আলাউদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হন। ইহা কর্ত্তৃক গুর্জ্জরদেশ অধিকৃত হইয়া এই প্রথম মুসলমান অধিকারে আইসে (১২৯৯ খৃঃ)। মোগলেরা বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হয় এবং উজ্জয়িনী ও রণস্তম্ভর, অধিকৃত হয়।

চিত্তোর আক্রমণ ঃ—চিতোর-রাজ্ঞীর সৌন্দর্য্যবার্ত্তা শুনিয়া ১৩০৩ খৃঃ আলাউদ্দীন শিশোদীয় রাজপুতদিগের সুবিখ্যাত চিতোরনগর আক্রমণ করেন। কিন্তু চিতোর হইতে অকৃতকার্য্য হইয়া দর্পণে রাজ্ঞীর প্রতিবিম্ব দর্শনে মুগ্ধ হন। পরে রাজপুতরাজ তাঁহার শিবিরে সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি সন্ধির কথা লঙ্ঘন করিয়া রাজাকে বন্দী করেন এবং প্রকাশ করেন, রাজ্ঞীকে না পাইলে রাজাকে ছাড়িয়া দিবেন না। ইহাতে রাজপুতেরা রমণীর-বেশে আসিয়া কারাগার আক্রমণপূর্ব্বক রাজাকে মুক্ত করে। তাহার পর আলাউদ্দীন পুনর্ব্বার ঐ নগর আক্রমণ করিয়া তাঁহার দুর্গ ধ্বংস করতঃ মল্লদেব নামক একজন রাজপুতের হস্তে রাখিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। রাজ্ঞী চিতানলে ভস্মীভূত হওয়ায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু-

দিন পরে মৃত রাজপুত রাজার পুত্র হাম্বির পৈতৃক দুর্গ-উদ্ধার ও স্বদেশের স্বাধীনতা পুনঃস্থাপন করেন।

•দাক্ষিণাত্য জয়ঃ—১৩০৬ খৃঃ আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্যে যাইয়া দেবগিরির রাজা রামদেবকে পরাজিত ও বন্দীকৃত করেন, ত্রৈলঙ্গের রাজা লক্ষ্মণদেবকে পরাস্ত করিয়া বরঙ্গুল দুর্গ কাড়িয়া লন (১৩০৯ খৃঃ), কর্ণাটপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া বল্লালবংশীয় রাজাদিগের বিনাশসাধনপূর্ব্বক রাজধানী দ্বারসমুদ্র অধিকার করেন(১৩১০ খৃঃ)। পরিশেষে রামেশ্বর পর্য্যন্ত জয় করতঃ মুসলমান-বিজয়-চিহ্নস্বরূপ তথায় একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া কাফুর দিল্লী প্রত্যাগমন করেন।

১৩১৬ খৃঃ উদরীরোগে আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়। ইনি মূর্খ, নির্দয় অথচ সদ্বিচারক ও বীর্য্যবান্ রাজা ছিলেন। গুর্জ্জরদেশের পরাজিত রাজার স্ত্রী কমলাদেবীকে আলাউদ্দীন বিবাহ করিয়াছিলেন এবং কমলাদেবীর পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যা দেবলদেবীকে অনেক অনুসন্ধানে আনাইয়া ইহাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র খিজ্‌রখাঁর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কাফুরের ইচ্ছা ছিল বাদসাহ হন। কিন্তু কয়েকজন রাজকীয় পাইক তাঁহাকে হত্যা করে। কেহ কেহ বলেন, কাফুর আলাউদ্দীনকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

(৩) কুতবুদ্দীন মুবারক ১৩১৬-২১খৃঃ (আলার পুত্র)।

ইনি ১৩১৬ খৃঃ সম্রাট হন। ইহাঁর রাজত্বকালের প্রথমেই কাফুর নিহত, আলাউদ্দীনের দুই পুত্র হত ও কনিষ্ঠ পুত্র অন্ধ ও বন্দী হয়েন। ইনি দাক্ষিণাত্যে যাইয়া বাঁধীনচেতা দেবগিরি-

রাজ হরপালকে বন্দী করিয়া জীবদ্দশায় তাঁহার শরীর হইতে চর্ম্ম তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। তাহার পর মহারাষ্ট্র দেশ জয় করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। ইনি অতিশয় নিষ্ঠুর ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন। ১৩২১ খৃঃ ইহাঁর উজির খসরু খাঁ (ইনি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন) মলবার জয় করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করতঃ ইহাঁর প্রাণ সংহার-পূর্ব্বক দেবলদেবীকে আপন প্রাসাদে লইয়া গিয়া স্বয়ং সিংহাসনে উপবেশন করিবার উপক্রম করিলে পঞ্জাবের শাসনকর্তা গীয়াসুদ্দীন তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তোগলকবংশ ১৩২১-১৪১৪ খৃঃ।

(১) গীয়াসুদ্দীন তোগলক ১৩২১-২৫ খৃঃ।

১৩২১ খৃঃ গীয়াসুদ্দীন তোগলক দিল্লীর সম্রাট হন। ইনি সম্রাট গীয়াসুদ্দীন বুলবনের এক দাসের পুত্র ছিলেন। ইহাঁর মাতা হিন্দুরমণী ছিলেন। ইনি অতি পরাক্রমশালী, সচ্চরিত্র ও প্রজাহিতৈষী সম্রাট ছিলেন। ইহাঁর পুত্র জুনা খাঁ দাক্ষিণাত্যে যাইয়া ত্রৈলঙ্গ পর্য্যন্ত জয় করিয়া পরে বরঙ্গুল দুর্গ লইতে অক্ষম ও হিন্দুদিগের নিকট পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আইসেন। পর বৎসর জুনা পুনর্ব্বার দাক্ষিণাত্যে যাইয়া বিদর জয়, বরঙ্গুল অধিকার ও সমস্ত ত্রৈলঙ্গপ্রদেশ জয় করেন এবং ত্রৈলঙ্গের রাজাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনয়ন করেন। সম্রাট স্বয়ং বাঙ্গালায় গিয়া তথাকার শাসনকর্তা সম্রাট কৈকোবাদের পিতা বাকারা খাঁকে অতিশয় সম্মান করেন এবং সুবর্ণগ্রামের বিদ্রোহ দমন করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমনকালে মিথিলা জয় করতঃ তথাকার

হিন্দু রাজাকে বন্দী করিয়া আনেন। বজ্রাঘাতে গৃহের ছাদ পড়িয়া ইহার মৃত্যু হয়।

(২) মহম্মদ তোগলক ১৩২৫-৫১ খৃঃ•

(গীয়াসুদ্দীনের পুত্র)।

১৩২৫ খৃঃ জুনা, মহম্মদ তোগলক নাম ধারণ করতঃ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বিদ্বান্ অথচ নির্ব্বোধ, অস্থিরমতি ও অত্যাচারীর একশেষ ছিলেন। পারস্য ও চীন বিজয়ার্থ অনেক অর্থ ও সৈন্য নষ্ট করিয়া পরিশেষে অর্থের অপ্রতুলতা হেতু রৌপ্যের দরে তাম্রমুদ্রা প্রচলিত করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইহাঁর অত্যাচারে কৃষকগণ পলায়ন করে, ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ ঘটে। ১৩৪০ খৃঃ বঙ্গদেশে মুসলমান-বিদ্রোহী স্বাধীন হয়। ১৩৪১খৃঃ করোমণ্ডল প্রদেশে সৈয়দ হাসান ও কর্ণাটের হিন্দু রাজা স্বাধীনতা লাভ করেন। কর্ণাটরাজ ১৩৪৪ খৃঃ বিজয়নগরে নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজার মন্ত্রী মাধবাচার্য্য (যাহার অন্য নাম সায়নাচার্য্য)* বেদের টীকা করেন। ইহার পর দুই শত বৎসরের অধিক কাল বিজয়নগরে হিন্দু স্বাধীন রাজ্য থাকে। ত্রৈলঙ্গের হিন্দুরাজা স্বাধীন হইয়া বরঙ্গল পুনরধিকার করেন। জফীরা খাঁ বা হাসান গাঙ্গু, মোগলসেনাপতি ইমাদ উল্ মুলককে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া ১৩৪৭ খৃঃ দৌলতাবাদে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপন করেন। গঙ্গ নামে এক ব্রাহ্মণ জফীরা খাঁকে ক্রয় করিয়া পরে ইহাঁর বুদ্ধি দেখিয়া ইহাঁকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করেন। জফীরা রাজা হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে আপন কোষাধ্যক্ষ করেন। সেই জন্য জফীরের

বংশ বাহমনী (ব্রাহ্মণীয়) বলিয়া বিখ্যাত। মহম্মদ কিছুদিন দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিয়া উহার নাম দৌলতাবাদ রাখিয়া পুনর্ব্বার দিল্লী প্রত্যাগত হন। এইরূপে অধিবাসীদিগের সহ দুইবার দেবগিরিতে গমন করেন এবং দুইবার দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। পঞ্জাবে মোগল-বিদ্রোহীদিগকে দণ্ড দিতে গিয়া ১৩৫১ খৃঃ সহসা জ্বররোগে মহম্মদের মৃত্যু হয়। ইনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মিশরের খলিফাগণের নিকট হইতে বাদসাহী করিবার সনন্দ আনাইয়াছিলেন।

(৩) ফিরোজশাহ, ১৩৫১-৮৮খৃঃ (গীয়াসের দৌহিত্র)।

১৩৫১ খৃঃ ফিরোজশাহ সম্রাট হন। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্য স্বাধীনতা লাভ করে। তিনি সদয়হৃদয়, শান্তিপ্রিয় ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন। জলকষ্ট নিবারণ জন্য খাল ও পুষ্করিণী খনন, পথিকদিগের সুবিধার জন্য সরাই নির্ম্মাণ, চিকিৎসালয়, দাতব্যালয়, বিদ্যালয় ও চতুর্দ্দিকে নগর স্থাপন প্রভৃতি শুভকর কার্য্য তাঁহা কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। তিনি রাজ্যমধ্যে অনেকগুলি সদ্‌ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন এবং সামান্য অপরাধে প্রাণদণ্ড ও অঙ্গবৈকল্য দ্বারা দণ্ডবিধান একবারে উঠাইয়া দেন। ১৩৮৮ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

(৪) দ্বিতীয় গীয়াসুদ্দীন (তোগলকশাহ)
১৩৮৮-১৩৮৯খৃঃ (ফিরোজের পৌত্র)।

(৫) আবুবেকর ১৩৮৯-৯০ খৃঃ (ফিরোজের পৌত্র)।

(৬) নাসীরুদ্দীন ১৩৯০-৯৪ খৃঃ (ফিরোজের পুত্র)।

(৭) হুমায়ুনবিন মহম্মদ ১৪খৃঃ (নাসীরুদ্দীনের পুত্র)।

ইহারা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। ইহারা সকলেই অক্ষম ছিলেন।

(৮) মাহমুদ ১৩৯৪-১৪১৪ খৃঃ (নাসীরের পুত্র)।

১৩৯৪ খৃঃ মাহমুদ দিল্লীর সম্রাট হন। তাঁহার সময়ে মালব, খান্দেশ ও গুজ্জর প্রদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। দিল্লীর সাম্রাজ্য কেবল দিল্লী ও ইহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশে পরিণত হয়।

তৈমুরলঙ্গ ঃ—এই সময়ে (১৩৯৮ খৃঃ) বাবরের অতি-বৃদ্ধ পিতামহ বিখ্যাত তৈমুরলঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন মোগলসম্প্রদায় একত্র করিয়া দেশ ধ্বংস, নরহত্যা ও নগর লুণ্ঠন করিতে করিতে ভারতবর্ষে আইসেন এবং দিল্লী, মিরট প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর নরশোণিতে প্লাবিত করিয়া অধিকার ও লুণ্ঠন পূর্ব্বক বহু অর্থ লইয়া প্রস্থান করেন। তৈমুর প্রায় সমস্ত এসিয়া এই-রূপে জয় করিয়া বেড়ান। ইহার এক পদ বিকল ছিল বলিয়া লোকে ইহাঁকে 'লঙ্গ' কহিত। জেঙ্গিসের সময় হইতে এরূপ মনুষ্যঘাতী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। তৈমুরের আক্রমণ সময়ে মাহমুদ গুজ্জরদেশে পলায়ন করেন; পরে স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া আইসেন। কিন্তু নিতান্ত প্রতাপশূন্য অবস্থায় থাকিয়া ১৪১২ খৃঃ কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দৌলত খাঁ লোদী সিংহাসনে আসীন হইয়া শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন কিন্তু রাজোপাধি প্রাপ্ত হন নাই। ইহার পর ১৫ মাস অতীত হইতে না হইতে তৈমুরের প্রতিনিধি খিজীর খাঁ আসিয়া

তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সৈয়দবংশ ১৪১৪-১৪৫০ খৃঃ।

(১) খিজীর খাঁ, ১৪১৪-২১ খৃঃ।

খিজীর খাঁ। তৈমুরের প্রতিনিধি হইয়া ১৪১৪ খৃঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কার্য্যতঃ স্বাধীন ছিলেন। তিনি স্বাধীনতেচ্ছু অনেক রাজা ও শাসনকর্ত্তার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

(২) মুবারক ১৪২১-৩৫ খৃঃ (খিজীরের পুত্র)।

পঞ্জাবের বিদ্রোহ মুবারকের রাজত্বকালের একমাত্র ঘটনা।

(৩) মহম্মদ ১৪৩৫-৪৪ খৃঃ (মুবারকের পুত্র)।

মহম্মদের শাসনকালে মালবের রাজা দিল্লী আক্রমণ করেন। কিন্তু মহম্মদ পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা বুলল লোদীর সাহায্যে তাঁহাকে পরাজিত করেন।

(৪) আলাউদ্দীন ১৪৪৪-৫০ খৃঃ (মহম্মদের পুত্র)।

১১৪৪খৃঃ আলাউদ্দীন পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দিল্লী হইতে রাজধানী স্থানান্তর করায় সেই সুযোগে বুলল লোদী দিল্লী অধিকার করিলেন (১৪৫০)। সৈয়দবংশ কেবল নাম মাত্র সম্রাট ছিলেন। দিল্লী ভিন্ন অন্য কোন স্থানে তাঁহারা সম্মান পাইতেন না।

লোদীবংশ ১৪৫০-১৫২৬ খৃঃ।

(১) বুলল [বেহলুল] লোদী ১৪৫০-৮৮ খৃঃ।

১৪৫০ খৃঃ বুলল দিল্লীর সম্রাট হন। ইনি ইতিপূর্ব্বে পঞ্জাব

অধিকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে দিল্লী ও পঞ্জাব একত্র করিয়া রাজ্যবৃদ্ধি করিলেন। পরে ক্রমাগত ছাব্বিশ বৎসর যুদ্ধ করিয়া জৌনপুর আপন অধিকারে আনিলেন। ক্রমে বারাণসী হইতে পঞ্জাব এবং হিমালয় হইতে যমুনা পর্য্যন্ত ইহাঁর অধিকার বিস্তার হইল। ১৪৮৮ খৃঃ ইহাঁর মৃত্যু হয়।

(২) সেকন্দর লোদী ১৪৮৮-১৫১৬খৃঃ (বুললের পুত্র)।

১৪৮৮ খৃঃ সেকন্দর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি শিক্ষিত, সাহসী, দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মে অত্যন্ত আসক্তি থাকায় হিন্দুদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন। ইনি বিহার প্রদেশ অধিকার করেন। লোদী বংশের রাজত্বকালে আগরা, দিল্লী সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়।

(৩) ইব্রাহিম লোদী ১৫১৬-১৫২৬ খৃঃ (সেকন্দরের পুত্র)

১৫১৬ খৃঃ ইব্রাহিম দিল্লীর সম্রাট হন। ইনি অতিশয় গর্ব্বিত ও অত্যাচারী ছিলেন। ইহাঁর সময়ে কনৌজে দরিয়া খাঁ, বাঙ্গালায় নসরত বা নাজির খাঁ, গুজরাটে মজঃফর খাঁ, মালবে মামুদ খাঁ, দাক্ষিণাত্যে বামনী রাজগণ, চিতোরে রাণা সংগ্রাম সিংহ এবং বিজয়নগরে হিন্দু রাজগণ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ঃ—ইহাঁর অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ লোদী, মোগলদিগকে আহ্বান করেন। তদনুসারে ১৫২৬ খৃঃ তৈমুরবংশোদ্ভুত কাবুলরাজ বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া পানিপথে ইব্রাহিম লোদীকে যুদ্ধে পরাজয় করতঃ দিল্লীতে

মোগল রাজ্যের সূত্রপাত করেন। এই অবধি পাঠান রাজ্যের শেষ হইয়া মোগল রাজ্যের আরম্ভ হয়।

এই সময়ে বাঙ্গালায় চৈতন্য, পঞ্জাবে নানক, মধ্যদেশে কবীর এক'এক নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। এই সময়ে বাঙ্গালার প্রথম কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস আবির্ভূত হন। এই সময়ে পর্টুগিজেরা বাণিজ্যার্থে ভারতবর্ষে আইসে এবং মহারাষ্ট্রীয়গণ বিজয়নগর ও নিকটবর্ত্তী মুসলমান রাজ্যে শূরত্বশিক্ষার প্রথম সূত্রপাত করে।

পাঠানশাসনে ভারতবর্ষের অবস্থা।

পাঠানদিগের অধিকারে ভারতবর্ষে প্রকৃত শান্তি ছিল না। সম্রাট শাসনকর্ত্তা ও রাজকর্ম্মচারিগণের স্বেচ্ছাচারিতাবশতঃ ভারতবর্ষ একরূপ অরাজকতাপূর্ণ ছিল; সুতরাং প্রজাগণকে অনেক সময়ে নানা অত্যাচার ও উপদ্রব সহ্য করিতে হইত। কিন্তু কৃষক ও পল্লীবাসিগণ তত উপদ্রুত হইত না। যুদ্ধের সময় তাহারা আপনাদের বাসগ্রামগুলি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিত এবং বিলুণ্ঠনকারী সৈন্য উপস্থিত হইলে আপনাদের সম্পত্তি ও গবাদি পশু ঐ প্রাচীর মধ্যে রাখিত অথবা যখন শত্রুসৈন্য গ্রাম ধ্বংস করিতে উদ্যত হইত, তখন তাহারা পরিবার ও গোমেষাদি লইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিত, কিন্তু তাহারা (সৈনিকদল) চলিয়া গেলে পুনর্ব্বার আপন আপন গ্রামে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে মনোনিবেশ করিত। নগর সকল সর্ব্বদা উপদ্রুত হইলেও সুন্দর, সমৃদ্ধিশালী ও বাণিজ্যপূর্ণ ছিল। হিন্দুরাজগণ পাঠান-শাসনকর্ত্তাদিগের অধীন থাকিয়া স্ব স্ব পৈতৃক ভূমি শাসন করিতেন, এবং কর আদায় ও প্রয়োজন মত সংগৃহীত সৈন্য দ্বারা

পাঠান শাসনকর্ত্তাদিগের সাহায্যে করিতেন। তাঁহারা পাঠান শাসনকর্ত্তাদিগের বিশ্বাসপাত্র ছিলেন। হিন্দুরা বাণিজ্যাদিও করিত। তৎকালে হিন্দুদিগের সামাজিক ও রাজকীয় অবস্থা তত হীন ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা বিলুপ্ত হওয়ায় তাহাদের মানসিক বল এবং চিন্তা ও উদ্ভাবনশক্তি তিরোহিত হইয়াছিল। সর্ব্বদা শাসনকার্য্যে ও যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকায় মধ্য ভারতবর্ষের ও দাক্ষিণাত্যের মুসলমানাধীন হিন্দুগণের অবস্থা তত হীন হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুগণ এইরূপে যুদ্ধকার্য্যে অভ্যস্ত থাকাতেই এক সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাক্রম প্রকাশ পায় এবং এক সময়ে শিবজী ইহাদের অধিনেতা হইয়া, পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময়ে হিন্দুদিগের ধর্ম্মভীরুতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পূজাদির আড়ম্বর বৃদ্ধি পায়; সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের ক্ষমতার হ্রাস হয় এবং শূদ্রের ন্যায় তাহারাও ব্রাহ্মণদিগের দাস হয়। ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের ক্ষমতা স্থায়ী রাখিবার জন্য নূতন নূতন শাস্ত্রের প্রণয়ন ও পুরাতন শাস্ত্রের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন আরম্ভ করেন। ক্রমে পরাধীন হিন্দুজাতি দুর্ব্বল ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে।

পাঠান সাম্রাজ্য বিনাশের কারণ।

পাঠান সম্রাটদিগের মধ্যে অনেকেই অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহাদের বিবিধ অত্যাচার ও নানা প্রকার অবৈধ করে প্রজাগণ অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল। সুতরাং পাঠান সম্রাটগণ ক্রমে যত দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন, ততই চতুর্দ্দিকে অনেক স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইয়া দিল্লী সাম্রাজ্য আয়তনে

ক্ষুদ্র এবং পুনঃ পুনঃ মোগলাক্রমণ ও এই জাতির অন্তর্বিচ্ছেদ ইত্যাদি কারণে বলহীন হইয়া পড়িল। এ দিকে মোগলেরাও আপনাদিগের চির আশালতা এক্ষণে ফলোন্মুখী হইবার শুভ সময় দেখিয়া, অবসর বুঝিয়া আক্রমণ করতঃ হস্তগত করিল। অতএব পাঠানদিগের বিবিধ অত্যাচার, এই জাতির অন্তর্বিচ্ছেদ ও পুনঃ পুনঃ মোগলাক্রমণ পাঠান সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ বলিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

সমুদয় মোগল রাজত্ব ১৫২৬-১৭৬১ খৃঃ।

মোগল রাজত্বের উন্নতি ১৫২৬-১৬৫৮ খৃঃ।

মোগল রাজত্বের অবনতি ১৬৫৮-১৭৬১ খৃঃ।

তৈমুরের বংশাবলী।

তৈমুর (১৪০৪ খৃঃ মৃত্যু হয়)।

|

মিরণ শাহ্।

|

মহম্মদ মির্জ্জা।

|

আবু সাইয়েদ।

|

ওমার সেখ মির্জ্জা।

ওমার সেখ মির্জা।
|
বাবর (১)।
|
হুমায়ুন (২)।
|
আকবর (৩)।
|
জাহাঙ্গীর (৪)।
|
শাহজেহান (৫)।
|
আরঙ্গিব (৬)।
|
বাহাদুর শাহ (৭)।

জাহান্দর শাহ (৮) আজিমউস্‌-সান, জেহান সা, রাফি-উল্‌-কাদর

ফেরকসিয়র (৯) মহম্মদ শাহ (১২)

২য় আলমগীর (১৪)

আমেদ শাহ (১৩)

শাহ আলম (১৫)

২য় আকবর (১৬)

রাফিউদ্‌-দারাজাত (১০) রাফি উদ্দৌলা (১১)

মহম্মদ বাহাদুর শাহ (১৭) ১৮৩৪-৫৭ খৃঃ।
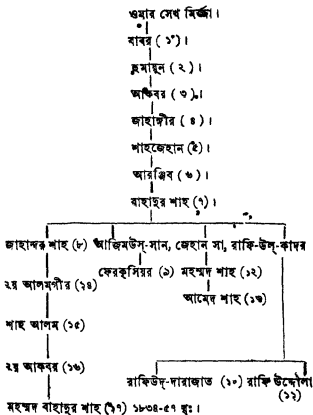
(১) বাবর ১৫২৬-১৫৩০ খৃঃ।

বাবর, ওমারসেখ মির্জার ঔরসে ও জঙ্গীস খাঁর বংশ-জাতা কোন রাজকুমারীর গর্ভে ১৪৮২ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বার বৎসর বয়সে তাতার দেশের অন্তর্বর্ত্তী করগণা নামক ক্ষুদ্র

রাজ্যে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে সমরকন্দ অধিকার করেন; কিন্তু বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় পরাস্ত ও তথা হইতে তাড়িত হইয়া ১৫০৪ খৃঃ কাবুল অধিকার করিয়া লন। পরে ১৫২৬ খৃঃ পানিপথে ইব্রাহিম লোদীকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন, এবং ক্রমে আগরাও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। শিক্রীর যুদ্ধঃ—এই সময় চিতোররাজ সংগ্রাম সিংহ রাজপুতনার হিন্দুরাজগণকে বাবরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া বায়ানার দুর্গ বেষ্টন করিলে, বাবর সসৈন্যে আগরা হইতে যাত্রা করিয়া আগবার দশ ক্রোশ দূরে ফতেপুর শিক্রীতে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে একটি যুদ্ধে বাবরের সৈন্য পরাজিত হইল। কিন্তু বাবর ইহাতে সাহসহীন না হইয়া পুনর্ব্বার ঐ স্থানে যুদ্ধ দান করিয়া সংগ্রাম সিংহকে পরাজয় করিলেন (১৫২৭)।

এই যুদ্ধের অল্প পরেই সংগ্রাম সিংহের মৃত্যু হয়। সংগ্রাম সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী রাজা রাজস্থানে কস্মিন্‌কালে রাজত্ব করেন নাই। বাবরের নিকট পরাজিত না হইলে তিনি দিল্লীশ্বর হইয়া, বোধ করি, হিন্দু-স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হইতেন।

বাবর শিক্রীর যুদ্ধের পর মেবট ও মেদিনীরায়কে পরাজিত করিয়া চন্দেরী দুর্গ অধিকার করেন এবং সংগ্রাম সিংহের পুত্র বিক্রমজিৎ রণস্তম্ভর প্রদান করতঃ বাবরের সহিত সন্ধি করেন। ইতিপূর্ব্বে হুমায়ুন কর্তৃক জৌনপুর অধিকৃত হয়। অযোধ্যার বিয়ান ও তাঁহার অধীনস্থ আফগানগণ বিদ্রোহী হওয়ায় বাবর তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া তৎপরে সমস্ত বিহার প্রদেশ অধি-

কার করেন। বাঙ্গালার নসরত খাঁর সহ সন্ধি স্থাপিত হয়। বাঙ্গালা হইতে প্রত্যাগমনকালে পুনর্ব্বার বিবান ও পাঠান বিদ্রোহীদিগকে পরাজয় করেন।

কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদ্রোহ-শান্তি করিতে বাবরের সমস্ত সময় অতিবাহিত হয়; সুতরাং তিনি এক মুহূর্ত্তও স্থির হইতে পারেন নাই, অথচ তাঁহার প্রফুল্লতা ও ধৈর্য্যের হ্রাস হয় নাই। সর্ব্বদা ছুটাছুটি ও কুমার হুমায়ুনের পীড়ার জন্য চিন্তা করিয়া জর রোগে ১৫৩০ খৃঃ বাবরের মৃত্যু হয়।

বাবরের চরিত্র ঃ—বাবর সুশিক্ষিত, সুকবি, সাহসশালী, সুরসিক, সদালাপী ও তৈমুরের ন্যায় জয়লিপ্সু ছিলেন। বাল্য-কাল হইতে তাঁহাকে দেশ বিদেশে পর্য্যটন করিতে এবং কখনও বা জয়জনিত আনন্দানুভব ও কখনও বা পরাজয় জন্য মান-সিক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সকল অবস্থাতেই তিনি সমান প্রফুল্ল ও অচঞ্চল ছিলেন। সর্ব্বদা রাজকার্য্যে ও যুদ্ধাদিতে ব্যাপৃত থাকিয়াও সুন্দর সুন্দর কবিতা ও স্বীয় জীবন-চরিত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি যৌবনকালে অতিশয় সুরাসক্ত থাকিয়া পরিশেষে ঐ কুপ্রবৃত্তি একবারেই পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এই দোষেই শীঘ্র তাঁহার শরীর ধ্বংস হয়। তিনি কিছুমাত্র বিলাসী ছিলেন না।

(২) হুমায়ুন ১৫৩০-১৫৪০ খৃঃ (বাবরের পুত্র)।

বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন, কামরণ নামক ভ্রাতাকে কাবুল ও পঞ্জাব, হিন্দাল নামক ভ্রাতাকে সম্বল ও মির্জা, আসকারী নামক ভ্রাতাকে মেওয়াট প্রদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুন কালীঞ্জর দুর্গ অবরোধ-

কালে শুনিতে পান তাঁহার পিতার খক্ত বিবান ও রায়জীদ পুনর্ব্বার জৌনপুরে বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়াছে। তিনি তাহা-দিগকে পরাজিত করেন। তৎপরে তিনি বাহাদুর খাঁ নামক একজন পাঠান রাজার বিরুদ্ধে গুজরাটে গমন করেন। বাহাদুর খাঁ মন্দেশ্বরের শিবির হইতে মাণ্ডু নগরে, তথা হইতে চম্পানীর দুর্গে, তথা হইতে কাম্বে ও তৎপরে দায়ুনগরে পর্টুগিজদিগের জাহাজে পলায়ন করায় হুমায়ুন সমস্ত গুজরাট প্রদেশ এবং অদ্ভুত কৌশলে চম্পানীর দুর্গ অধিকার করিয়া লন। কিন্তু এ সকল বিজয় বৃথা হয়। যে হেতু বাহাদুর খাঁ গুজরাট পুন-রধিকার ও মালব আক্রমণ করেন (১৫৩৭)।

শের খাঁ কর্তৃক হুমায়ুনের পরাজয় ও রাজ্য-চ্যুতি :—হুমায়ুন চম্পানীর দুর্গ জয় করার পর শুনিতে পাইলেন চুণার দুর্গের অধিকারী শের খাঁ বেহারে আধিপত্য স্থাপন করতঃ বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় অবরোধ করিয়াছেন। হুমায়ুন প্রথমে চুণার অধিকার করিয়া পরে বাঙ্গালা আক্রমণ করতঃ গৌড় অধিকার করিলেন। এই সময় প্রবল বর্ষা হওয়ায় হুমায়ুন বাঙ্গালায় নিশ্চেষ্টভাবে রহিলেন। কিন্তু এদিকে শের খাঁ চুণার, বারাণসী ও কান্যকুব্জ হস্তগত করিলেন। এই অবসরে হুমায়ুনের ভ্রাতৃগণ সিংহাসনে বসিবার চেষ্টা করায় অগত্যা হুমায়ুনকে আগরাভিমুখে যাইতে হইল। পথিমধ্যে বক্সারের নিকট শের তাঁহাকে পরাজয় করিলেন। শের খাঁ বাঙ্গালায় স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করিয়া হুমায়ুনের নিকট সন্ধি প্রস্তাব করায়, তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া পুনর্ব্বার সুসজ্জা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে শের খাঁ কনৌজের দিকে অগ্রসর হইয়া, কনৌজের নিকট পুনর্ব্বার তাঁহাকে (হুমায়ুনকে) পরাজয় করিলেন।

হুমায়ুন পরাজিত হইয়া, প্রথমে আগরায়, পরে পঞ্জাবে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে আশ্রয় না দেওয়াতে, তিনি রাজপুতনায় প্রস্থান করিলেন। সেখানেও রাজপুতগণ, পাঠানদিগের বিরুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করাতে পারস্যে গিয়া আশ্রয় লইলেন। রাজপুতনা হইতে যাইবার সময় মরুভূমি অতিক্রম করিয়া সিন্ধু প্রদেশস্থ অমরকোট নগরে উপস্থিত হইলে তদীয় প্রণয়িনী হামিদাবানুর গর্ভে ১৫৪২ খৃঃ আকবরের জন্ম হয়।

সুরবংশ ১৫৪০--১৫৫৬ খৃঃ।

শের শাহ ১৫৪০--৪৫ খৃঃ।

হুমায়ুন পলায়ন করিলে ১৫৪০ খৃঃ শের শাহ দিল্লীর সম্রাট হন। তিনি জাতিতে পাঠান ছিলেন। শেরের সুর উপাধি ছিল, এই জন্য এই বংশকে সুরবংশ বলিত। তাঁহার পিতামহ পঞ্জাবের পশ্চিম রোহ নামক পার্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে বুলল লোদীর রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সাসিরাম ও হাজিপুর গ্রাম জায়গীর পাইয়াছিলেন। শের জৌনপুরে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পরে বিহারের রাজসরকারে চাকরী করতঃ বিহার অধিকার করেন। পরে হুমায়ুনকে পরাজয়পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। শের কপটাচারী ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। কিন্তু তিনি একজন যথার্থ প্রজাহিতৈষী, বুদ্ধিমান, কার্য্যদক্ষ ও সাহসী সম্রাট ছিলেন।

বাণিজ্যের সুবিধার জন্য প্রশস্ত পথ * প্রস্তুত ও ঐ পথের ধারে পান্থশালা স্থাপন ও তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানদিগের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বন্দোবস্ত করেন। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে খাল খনন এবং চিকিৎসালয়, দাতব্যালয় ও স্থানে স্থানে বিচারালয় স্থাপন করেন। জিজিয়া প্রভৃতি বিবক্তিকর কর উঠাইয়া রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত, অশ্বারোহী ডাকের ও পঞ্চাবেতের সৃষ্টি এবং লিখিত আইন প্রণয়ন করেন। লঘু হারে খাজনা ও শুল্কের সুবন্দোবস্ত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ধর্ম্মসম্বন্ধে হিন্দুদিগকে কোন তাড়না সহ্য করিতে হয় নাই। তাঁহার করসংগ্রহ প্রণালীর অনুকরণ করিয়াই আকবর রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন।

শের বাঙ্গালার বিদ্রোহী শাসনকর্তাকে পরাজিত এবং পঞ্জাব, মালব ও রৈসিন দুর্গ জয় করেন। রৈসিন দুর্গ অধিকারকালে অনেক নরহত্যা করেন। এই নিষ্ঠুর ব্যবহার শের শাহের সুযশে কলঙ্ক আরোপ করে। তিনি মাড়বার আক্রমণ কালে জাল-পত্রদ্বারা মাড়বারাধিপতি মালদেবের মনে তাঁহার সেনানীদিগের প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়ায়, রাজা মালদেব যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া পলায়ন করেন। ইহাতে তাঁহার সেনানীদিগের অনেকের মনে মর্ম্মান্তিক কষ্ট হয়। এক জন সেনানী স্বীয় নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য ১২০০০ সৈন্য লইয়া এরূপ বেগে শের শাহের শিবির আক্রমণ করে যে, শের অতি কষ্টে রক্ষা পান। শের অবশেষে সেই অল্পসংখ্যক রাজপুত সৈন্য পরাজয় করেন। ইহার পর মিবারের রাজাকে বশীভূত ও তৎপরে

* বাঙ্গালা হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত "গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোড" প্রসিদ্ধ।

কালীঞ্জর দুর্গ অধিকার করেন। এই দুর্গ আক্রমণ সময়ে এক টী গোলা লাগিয়া ১৫৪৫ খৃঃ শের শাহের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালে দুর্গ জয় হইয়াছে শুনিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সলীম বা ইসলাম শাহ—১৫৪৫-৫৩খৃঃ (শেরের পুত্র)। শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সলীম, জ্যেষ্ঠ আদীলকে বিয়ানা প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ উপহার দিয়া, স্বয়ং ১৫৪৫ খৃঃ দিল্লীর সম্রাট্ হন। তিনি নির্ব্বোধ ও ধর্ম্মজ্ঞান-শূন্য ছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে তাঁহার ভ্রাতা ও পাঠান আমিরগণ বিদ্রোহী হয়। আগরার নিকট এক যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আদীল নিরুদ্দেশ হন। কিন্তু আমিরগণ সহজে নিরস্ত না হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত সলীমকে ব্যতিব্যস্ত করে। এই সময়ে সুবিধা বুঝিয়া হুমায়ুন আসিয়া পঞ্জাবে দেখা দেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হওয়ার বিলম্ব দেখিয়া কিছুকাল অপেক্ষা করেন।

মহম্মদ আদীল শাহ ১৫৫৩-৫৬ খৃঃ (সলীমের শ্যালক)। সলীমের পুত্রকে হত্যা করিয়া সলীমের শ্যালক, মহম্মদ আদীল শাহ নাম ধারণ করতঃ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অত্যাচারে সমস্ত সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ হয়। ইব্রাহিম নামক সম্রাটের একজন আত্মীয়, সম্রাটের ভ্রাতার বিদ্রোহ দমনকালে দিল্লী ও আগরা অধিকার করেন। পরে সেকন্দর সুর নামক আর এক জন পঞ্জাবে রাজপদ পাইয়া ইব্রাহিম সুরকে পরাজয় করিয়া দিল্লী ও আগরা অধিকার করেন। এই সময় সুযোগ পাইয়া হুমায়ুন ভারতবর্ষে পুনঃপ্রবেশ করিয়া সেকন্দর সুরকে পরাজয়পূর্ব্বক দিল্লী ও আগরায় পুনর্ব্বার মোগল রাজ্য স্থাপন করেন।

হুমায়ুনের দ্বিতীয় শাসন—১৫৫৬ খৃঃ। হুমায়ুন ভারতবর্ষ হইতে পলাইয়া প্রথমে কান্দাহারে, পরে পারস্যে অবস্থিতি করেন, এবং পারস্যরাজের সাহায্যে কান্দাহার ও পরে ভ্রাতা কামরণকে যুদ্ধে পরাজিত ও অন্ধ করিয়া কাবুল অধিকার করিয়া লন। এক্ষণে সেকন্দর সুরকে পরাজয় করতঃ দিল্লী ও আগরা অধিকার করিলেন।

সম্রাট্ মহম্মদ আদীলের হিমু বা বসন্তরায় নামে এক অতি বিশ্বস্ত সাহসী সচিব ও সেনাপতি ছিলেন। যৎকালে হুমায়ুন দিল্লী অধিকার করেন, তখন হিমু বাঙ্গালার বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মহম্মদ সুরকে দমন করিতে বাঙ্গালায় গমন করিয়াছিলেন। হিমু বাঙ্গালা অধিকার ও ইব্রাহিমকে পরাজয় করতঃ হুমায়ুনের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণে, অযোগ্য প্রভুকে চুণারে রাখিয়া আগরাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থের সের মঞ্জিল নামক প্রাসাদের সোপান হইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া হুমায়ুনের মৃত্যু হওযায় আকবর সম্রাট হইলেন (১৫৫৬ খৃঃ)।

হুমায়ুনের চরিত্র ঃ—হুমায়ুন সচ্চরিত্র, সবল ও সদয়-হৃদয় ছিলেন। কিন্তু সর্ব্বদা শত্রুগণে পরিবেষ্টিত থাকায় শেষে তাঁহাকে কখন কখন নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অদৃষ্টে সুখভোগ অপেক্ষা দুঃখভোগই অধিক হইয়াছিল।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ঃ—হিমু আগরায় আসিয়া উক্ত নগর বেষ্টনপূর্ব্বক অধিকার ও পরে তর্দীবেগকে পরাজয় করতঃ দিল্লী অধিকার করিলেন। তৎপরে মোগলদিগের এক-

বারে বিনাশ সাধন মানসে লাহোরের দিকে যাইতে লাগিলেন। মোগলেরা জন্মের মত ভারতবর্ষ পরিত্যাগে উদ্যত হইলে, আকবরের সেনাপতি বৈরাম খাঁ তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া সেই পুরাতন পানিপথ-ক্ষেত্রের যুদ্ধে পাঠানদিগকে পরাজিত ও হিমুকে বন্দীকৃত ও নিহত করিলেন। চতুর্দশ বর্ষ বয়স্ক আকবর এই যুদ্ধে বিলক্ষণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। হিমুর সহ পাঠানদিগের সৌভাগ্যসূর্য্য চিরদিনের তরে অস্ত গেল (১৫৫৬ খৃঃ)। ইহার অচির পরেই মহম্মদ আদীল বঙ্গ-দেশে হত হইলেন। সুতরাং আকবর নির্ব্বিরোধে সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিলেন।

মোগলবংশ।

আকবর ১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ (হুমায়ুনের পুত্র)।

আকবর সিংহাসনে উপবেশন করিবা নিতান্ত বালক বলিয়া বৈরাম নামক মন্ত্রীর হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করেন।

আকবরের সেনাপতি বৈরামকর্ত্তৃক হিমুর পরাজয়ের অচির পরে পাঠানরাজবংশের সেকন্দর সুর পঞ্জাবে বিদ্রোহী হইয়া আকবর কর্ত্তৃক পরাজিত ও আট মাস বেষ্টনের পর মানকোটের দুর্গ হস্তগত হয়।

বামনী রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা ও তালিকটার যুদ্ধঃ— পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সময় হাসান গাঙ্গুস্থাপিত বামনী রাজ্য বিশৃঙ্খল হইলে, গোলকুণ্ডা, বিজয়পুর, আহমদনগর, বিদর্ভ ও বেরার এই পাঁচটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হয়। বিজয়নগরে বহুকাল হিন্দু স্বাধীনতা থাকে। অবশেষে আহম্মদনগর,

গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুরের মুসলমানেরা একত্র হইয়া বিজয়নগর অবরোধ করতঃ ১৫৬৫ খৃঃ তালিকটা নামক স্থানে যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধে বিজয়নগরের রাজা রামদেব পরাজিত ও হত্‌-হন। এই ইহার পরিণাম।

আকবরের সিংহাসনে আরোহণ সময়ে দাক্ষিণাত্যে উপর্যুক্ত কয়েকটী এবং আর্য্যাবর্ত্তে বাঙ্গালা ও জৌনপুর ভিন্ন গুজরাট, মালব, খান্দেশ সিন্ধু, মুলতান, রাজপুতনায় চিতোর, যোধপুর, জয়পুর, যশল্মীর ও হবাবতী নামে পাঁচটী প্রধান রাজ্য এবং আজমীর, কালাঞ্জর রণস্তম্ভর, মেবাট গোয়ালিয়র ও চণ্ডি প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্য স্বাধীন ছিল। এতগুলি রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিয়া মোগলেরা ভারতবর্ষে প্রায় একাধিপত্য লাভ করেন। আকবর হইতে উন্নতির আরম্ভ এবং আরঙ্গিরের সময় তাহার পর কাষ্ঠা হয়।

বৈরামের বিদ্রোহ ও মৃত্যুঃ- বৈরাম অতিশয় ক্ষমতাপন্ন ও সাহসী সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত কর্কশস্বভাব, দুরাকাঙ্ক্ষ ও অত্যাচারী হওয়ায় পদচ্যুত হইয়া পঞ্জাবে গিয়া বিদ্রোহ উত্থাপন করতঃ পরিশেষে আকবরকর্তৃক পরাজিত ও তাঁহার শরণাপন্ন হন। আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করতঃ যথোচিত সম্মান করিলেও তিনি লজ্জায় দিল্লী না যাইয়া মক্কায় যাইবার অভিলাষে গুর্জ্জর প্রদেশে উপস্থিত হইলে এক জন আফগান তাঁহাকে হত্যা করে।

বৈরাম পদচ্যুত হইয়াছেন শুনিয়া আকবরের ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্ত্তা হাকিম পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন এবং জৌনপুর, মালব, অযোধ্যা, এলাহবাদ প্রভৃতি প্রদেশ বিদ্রোহী হইল।

কিন্তু আকবর অতিশয় পরিশ্রম ও সাহসসহকারে এই সমুদয় বিদ্রোহের শান্তি করিয়া পঞ্জাব হইতে জৌনপুর পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন (১৫৬৭ খৃঃ)। জয়পুর ও যোধপুর এই দুই রাজপুত রাজ্য পরাজয় করত আকবর স্বয়ং এই দুই রাজ্যের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং যোধপুরের রাজপৌত্রী ও জয়পুর রাজপরিবারের আর একটি কন্যার (মানসিংহের ভগিনীর) সহ আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলীমের বিবাহ দিলেন। এইরূপ কুটুম্বিতা সূত্রে এবং স্বীয় উদার আচরণে অনেক রাজপুত রাজাকে বশীভূত করিলেন। কিন্তু মিবার প্রদেশের মহারাণা আকবরের অধীন না হওয়ায় আকবর মিবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করিলে সংগ্রাম সিংহের পুত্র উদয় সিংহ দুর্গত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। আকবর জয়মল্ল নামক সেনাপতিকে নিধনপূর্ব্বক উহা অধিকার করিলেন (১৫৬৮ খৃঃ)। কিন্তু উদয় সিংহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সুবিখ্যাত প্রতাপ সিংহ সপরিবারে অরণ্যে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিয়া এবং প্রথমে মানসিংহ ও সেলীমের নিকট ১৫৭৬ খৃঃ হলদীঘাটায় ও পরে আরও নানা স্থানে পরাজিত হইয়া পরিশেষে বহু কষ্টে দেওয়ীরের যুদ্ধে মোগলদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক মিবার রাজ্যের কিয়দংশ পুনর্জ্জয় করত বাজধানী উদয়পুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আকবর প্রতাপের অসাধারণ অধ্যবসায় ও বীরত্ব দেখিয়া আর মিবার জয়ের উদ্যোগ করিলেন না। অদ্যাপি প্রতাপ সিংহের বংশধরগণ উদয়পুরে রাজত্ব করিতেছেন। ১৫৬৪ খৃঃ দুর্গাবতীকে পরাস্ত করিয়া গড়মণ্ডল অধিকার এবং ১৫৭৩ খৃঃ গুজরাট জয় করেন। গুজরাটে একদা দেড় শত

সৈন্য সহ আকবর শত্রুদিগের সমগ্র সৈন্য আক্রমণপূর্ব্বক পরাজয় করেন। সে দিন তাঁহার প্রাণ প্রয়াণের উপক্রম হইয়াছিল। কেবল জয়পুররাজ ভগবানসিংহ ও তৎপোষ্যপুত্র মানসিংহের অসামান্য সাহসিকতা ও প্রভুভক্তিতে রক্ষা পান। বাঙ্গালার নবাব সলিমানের পুত্র দায়ুদ খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে আকবর স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া পাটনা অধিকার করতঃ দিল্লী প্রত্যাগত হইলেন। (সলিমানের সেনাপতি কালাপাহাড় ১৫৬৭ খৃঃ উড়িষ্যায় প্রথম মুসলমান অধিকার বিস্তার করেন।) মনাইম খাঁ ও তোডরমল্ল দায়ুদ খাঁর অনুসরণ করিলেন। তোডরমল্ল জলেশ্বরের নিকট মোগলমারির যুদ্ধে দায়ুদকে পরাজয় করিয়া বাঙ্গালা ও বিহার অধিকার করিলেন (১৫৭৪)। কিন্তু দায়ুদ আবার বাঙ্গালা অধিকার করায় তোডরমল্ল আগমহলের যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন (১৫৭৬)। তোডরমল্ল এইরূপে পুনঃপুনঃ পাঠানদিগকে পরাজয় করিয়া আকবরের আদেশক্রমে দিল্লী প্রত্যাগত হইলেন। এদিকে পাঠান সদ্দার কতলু খাঁ পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা জয় করিলেন। এই সময়ে জয়পুররাজ মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়া বর্ত্তমান কলিকাতার নিকট শিবির স্থাপন করিলেন এবং তৎপুত্র জগৎসিংহ পাঠানদিগের সহ যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। কিন্তু মোগলদিগের শুভাদৃষ্টক্রমে ১৫৯০ খৃঃ কতলু খাঁর মৃত্যু হওয়ায়, তৎপুত্রের রক্ষক ইসার সহিত মানসিংহ এই সন্ধি করিলেন—বাঙ্গালা ও বিহার মোগলদিগের এবং উড়িষ্যা কতলু খাঁর পুত্রের থাকিবেক ও কতলুর পুত্র আকবরের অধীন

থাকিয়া রাজ্য করিবেন। দুই বৎসর পরে ইসার মৃত্যু হইলে মানসিংহ পুনর্ব্বার উড়িষ্যা জয় করিলেন (১৫৯২ খৃঃ)। কাশ্মীর এ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। ১৫৮৭ খৃঃ কাশ্মীর, ১৫৯২ খৃঃ সিন্ধু, ১৫৯৪ খৃঃ কান্দাহার, ১৬০০ খৃঃ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত আহম্মদ-নগর ও ১৬০১ খৃঃ খান্দেশ আকবর কর্তৃক অধিকৃত হয়। আহ-মদনগরের গৃহবিচ্ছেদ উপলক্ষে আকবরের দ্বিতীয় পুত্র মোরাদ ও মিৰ্জ্জা খাঁ আসিয়া উক্ত নগর বেষ্টন করিলেন। কিন্তু আহ-মদ নগরের নাবালক সুলতানের পিতৃব্যপত্নী চাঁদ সুলতানা স্বয়ং অসিচর্ম্ম ধারণ করতঃ সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্তা হওয়ায়, নগরবাসিগণ এরূপ সাহস সহকারে যুদ্ধ করিল যে, আকবরের সৈন্য বিফলপ্রযত্ন হইল। পরে বেরার প্রদেশ সম্রাট্‌কে দিয়া আহমদনগরের সুলতান সন্ধি করিলেন (১৫৯৬)। কিন্তু এ সন্ধি অধিক দিন স্থায়ী হইল না। যে হেতু পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং আকবর স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আগমন করিলেন। চাঁদ সুলতানা বিপক্ষগণ কর্তৃক হত হইলেন ও আহমদনগর মোগল-হস্তে পতিত হইল (১৬০০)। কিন্তু রাজধানী ধ্বংস হইল, তথাপি রাজ্যবাসিগণ অধীনতা স্বীকার করিল না। "আকবর-নামা"-লেখক আবুল ফজল এই রাজ্য বিজয়জন্য এবং আকব-রের কনিষ্ঠ পুত্র দানিয়াল খান্দেশ ও বেরারের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আহম্মদনগর রাজ্য পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হইয়াও আকবরের জীবনকালমধ্যে সম্পূর্ণরূপ বিজিত হয় নাই।

আকবরের চরিত্র ও কার্য্যের বিবরণ :—১৬০৫ খৃঃ আকবর মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি যুদ্ধকুশল, সুন্যায়নিষ্ঠ, উদারস্বভাব, কাব্যপ্রিয়, গুণানুরাগী, পরাক্রমশালী ও রাজ-

নীতি বিশারদ সম্রাট্ ছিলেন। তিনি এক ঈশ্বর মানিতেন; কোন ধর্ম্মেরই পক্ষপাতী ছিলেন না। গুণিজন মাত্রেরই অতিশয় আদর করিতেন। সুরসিক বীরবল (ব্রাহ্মণ), কবি ফীযজি, গায়ক তানসেন ও ইতিহাসবেত্তা আবুল ফজল্ তাঁহার সভায় পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। পরাক্রান্ত রাজপুত জাতির সহ বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া আপন সাম্রাজ্যের ভিত্তির দৃঢ়তা সাধন করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদিগের সতীদাহ, বলিদান, বাল্যবিবাহ, কন্যাবধ প্রভৃতি অবৈধ বলিয়া ও মুসলমানদিগের শ্মশ্রুরক্ষণ, ত্বকচ্ছেদ প্রভৃতি কুসংস্কারমূলক বলিয়া নিবারণ করিতে পরামর্শ দিতেন। সমস্ত সাম্রাজ্য, কাবুল, লাহোর, মুলতান, দিল্লী, আগরা, অযোধ্যা, এলাহবাদ, আজমীর, গুজরাট, মালব, বিহার, বাঙ্গালা, খান্দেশ, বেরার ও আহমদনগর এই পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া তোডরমল্লের সাহায্যে শাসনের সুন্দর বন্দোবস্ত করেন। কি দেওয়ানী, কি ফৌজদারী, কি সৈনিক, সকল বিভাগেই তাঁহার শাসনসময়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তিনি সুশাসন ও সদ্ব্যবহার দ্বারা প্রজাসাধারণের প্রিয় হইয়াছিলেন। বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্ন সম্রাট্ মুসলমান-শাসনসময়ে কখনও দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি দিল্লী হইতে আগরায় রাজধানী স্থাপন করেন। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে আগরার দুর্গ নির্ম্মিত হয়। আকবর শেষাবস্থায় স্বীয় পুত্র সেলীমের বিদ্রোহাচরণে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সেলীম সজলনয়নে আপন দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করিয়া তাঁহার প্রতি উচিতমত ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

জাহাঙ্গীর ১৬০৫-১৬২৭ খৃঃ (আকবরের পুত্র)।

আকবরের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার আর দুই পুত্র দানিয়াল ও মোরাদের মৃত্যু হয়। সুতরাং জ্যেষ্ঠ সেলীম ১৬০৫ খৃঃ নির্ব্বিবাদে জাহাঙ্গীর অর্থাৎ ভুবনবিজয়ী নাম ধারণপূর্ব্বক সম্রাট হইলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাঁহার পুত্র খসরু (রাজা মানসিংহের ভাগিনেয়) বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী হইতে পলায়নপূর্ব্বক পঞ্জাবে গিয়া লাহোর অধিকার করিলেন। কিন্তু পিতার সৈন্য-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া কাবুলে পলায়নকালে ধৃত হইলেন। জাহাঙ্গীর খসরুর অনুচরগণকে তাঁহার সম্মুখে নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করিলেন এবং খসরুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কাবুলে রাখিলেন।

১৬১১ খৃঃ জাহাঙ্গীরের সহ নুরজেহানের বিবাহ হয়। এই সময়ে বাঙ্গালায় ওসমান হত ও পাঠানেরা বশীভূত হয়। কুমার শাহজেহান কর্ত্তৃক উদয়পুর অবরুদ্ধ হইলে, উদয় সিংহের পৌত্র অমর সিংহ ১৬১৪ খৃঃ নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করেন। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত আহম্মদনগর রাজ্যের অধিপতির আবিসিনীয় মন্ত্রী মালিক অম্বর আহম্মদনগর পুনর্ব্বার হস্তগত করায় ১৬১২ খৃঃ গুজরাট হইতে আবদুল্লা এবং খান্দেশ হইতে সুলতান পরভেজ ও মানসিংহ আসিয়া উক্ত নগর আক্রমণ করেন। মালিক অম্বর ইহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া অবশেষে শাহজেহান কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া অপহৃত প্রদেশ প্রত্য

পণপূর্ব্বক ১৬১৭ খৃঃ সন্ধি করেন। কিন্তু পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইয়া শাহজেহান কর্ত্তৃক পরাজিত হন। তথাপি উক্ত নগর সম্যক্‌রূপে অধিকৃত হয় নাই। নুরজেহানের পূর্ব্বস্বামীর জাত কন্যার সহ জাহাঙ্গীরের শাহরীয়র নামক পুত্রের বিবাহ হয়। নুরজেহানের ইচ্ছা ছিল জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহরীয়র দিল্লীর বাদশাহ হন এবং তদনুসারে তিনি কুমন্ত্রণা দেওয়ায় জাহাঙ্গীর শাহজেহানের জায়গীর সকল কাড়িয়া লইয়া শাহরীয়রকে প্রদান করেন। ১৬২২ খৃঃ পারস্যাধিপতি শাহ আব্বাস কান্দাহার আক্রমণ করিলে, শাহজেহান তাঁহাকে দমনার্থ শাহরীয়রের সহিত না গিয়া বিদ্রোহী হইলেন এবং সম্রাটের সৈন্য-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন। কিন্তু কাবুলের গবর্ণর মহবৎ খাঁ ও কুমার পরবেজ তাঁহার অনুসরণ করায় তিনি তৈলঙ্গ দিয়া বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার নবাবকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালা ও বিহার অধিকার করিলেন। কিন্তু পুনর্ব্বার মহবৎ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করতঃ মালিক অম্বরের সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু অবশেষে নিরুপায় হইয়া পুত্রদিগকে সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

নুরজেহানের মন্ত্রণায় মহবৎকে বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে সম্রাট্ তাঁহাকে বাঙ্গালার হিসাব দেখাইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু মহবৎ সম্রাটের অভিপ্রায় বুঝিয়া বসৈন্যে আসিয়া আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করিলেন। নুরজেহান স্বামীর উদ্ধারার্থে স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বন্দী হইলেন এবং অসাধারণ

বুদ্ধিকৌশলে স্বামীর উদ্ধারসাধন করিলেন। জাহাঙ্গীর পুনর্ব্বার স্বাধীন হইলেন এবং মহবৎ দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন।

তাঁহার রাজত্বকালে সর টমাস রো সাহেব ১৬১৫খৃঃ বিলাত হইতে দূতস্বরূপ আসিয়া সুরটে বাণিজ্যালয় স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারই সময়ে তামাক প্রচলিত হয়। তিনি অতিশয় মাদকপ্রিয় ছিলেন। ১৬২৭ খৃঃ শ্বাসরোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জাহাঙ্গীরের চরিত্র:—আকবরের জীবিতাবস্থায় অসদ্ব্যবহার দ্বারা জাহাঙ্গীর অনেকেরই অপ্রিয় হইয়াছিলেন। কিন্তু সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সুশাসন ও অপক্ষপাত বিচারদ্বারা সকলেরই প্রিয় হন। সকলেই তাঁহার সাক্ষাতে গিয়া আবেদন করিতে পারিত এবং তিনিও ধনী ও দরিদ্রের তারতম্য না করিয়া সুবিচার করিতেন, এবং অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি কঠিন দণ্ড রহিত করেন। নুরজেহানই তাঁহার পট্টমহিষী ছিলেন।

নুরজেহান:—ইনি সুরূপা ও সুশিক্ষিতা ছিলেন। ইঁহারই গুণে জাহাঙ্গীরের নিষ্ঠুর প্রকৃতির সংশোধন হয়। ইনি গীয়াসুদ্দীন নামক এক জন পারসীকের কন্যা। ইঁহার মাতা ভারতবর্ষে আসিবার কালে পথিমধ্যে ইঁহাকে প্রসব করেন। দারিদ্র্যনিবন্ধন ইঁহার পিতা ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে ছিলেন। কিন্তু একজন বণিক দয়া প্রকাশ করায় পুনর্ব্বার লইয়া আইসেন। পরে ইঁহার পিতা ভারতবর্ষে আসিয়া আকবরের সরকারে চাকরী করেন। সেই অবধি মাতার সহিত অন্তঃপুরমধ্যে যাতায়াত করায় ইঁহার প্রতি সেলীমের অনুরাগ

হয়। কিন্তু আকবর, সেলীমের আন্তরিক ভাব বুঝিয়া,সের আফগানের সহ ইহঁার বিবাহ দেওয়াইয়া সেরকে বৰ্দ্ধমানের শাসনকর্তৃত্ব কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সুতরাং সেলীম তৎকালে নিরাশ হয়েন। পরে আকবরের মৃত্যুর পর সেলীম, বাঙ্গালার নবাব কুতবুদ্দীনের দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করেন। কিন্তু কুতব সের আফগানকে হত্যা করিতে গিয়া স্বয়ং জীবন হারান। পরে কুতবের অনুচরেরা সেরকে হত্যা করে। নুরজেহান দিল্লীতে আনীতা হইয়া, প্রথমে স্বামীহত্যাকারী জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করিতে অসম্মতা হওয়াতে, জাহাঙ্গীরও কয়েক বৎসর ইহাঁকে ভুলিয়াছিলেন। পরে ১৬১১ খৃঃ ইহাঁর রূপে পুনর্ব্বার মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করেন। নুরজেহান কর্তৃক আতর ও গোলাপজলের সৃষ্টি হয়। ইহঁার পূর্ব্বনাম মেহেরুন্নিসা। জাহাঙ্গীরের মহিষী হইয়া ইনি শেষে নুরজেহান (জগতের আলো) নাম ধারণ করেন।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে ইহাঁর পুত্র পরবেজ ও আহমদনগরের মালিক অম্বরের মৃত্যু হয়। সুতরাং শাহজেহানের সিংহাসন পাইবার পথ ঈশ্বরই নিষ্কণ্টক করেন। কেবল শাহরীয়র একবার সিংহাসনের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা নিষ্ফল হয়।

শাহজেহান ১৬২৭-১৬৫৮ খৃঃ (জাহাঙ্গীরের পুত্র)। (শাহজেহানকে কুর্ম্ম কহিত)।

শাহজেহান পিতার মৃত্যুসম্বাদ পাইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে আগরা নগরে উপস্থিত হইয়া ১৬২৭ খৃঃ সিংহাসনে আরোহণ

করিলেন। স্বীয় ভ্রাতা শাহবীয়র ও পিতৃব্যপুত্রদিগকে হত্যা করিয়া নুরজেহানকে বৃত্তিভোগিনী করিলেন। আসফ উজিরের ও মহব্বৎ সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

ইহাঁর রাজত্বকালে খানজেহান লোদী মোগলবিজিত প্রদেশ প্রত্যর্পণ করতঃ আহমদনগরের মালিক অম্বরের সহ সন্ধি করাতে সম্রাট্ শাহজেহান অসন্তুষ্ট হইয়া প্রথমে তাঁহাকে মালবে স্থানান্তরিত করিয়া পরে আগরায় আহ্বান করিলেন। খানজেহান সম্রাটের দুরভিসন্ধি বুঝিয়া সন্দিহান হইলেন, এবং দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে আহমদনগরে তৎপরে বিজয়পুরে ও অবশেষে বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বতীয় প্রদেশে পলায়ন করিলেন। কিন্তু সম্রাটের সৈন্য কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া শেষোক্ত স্থানে পরাজিত ও নিহত হইলেন। মালিক অম্বরের পুত্র ফতে খাঁ বিদ্রোহী হইয়া পরে মোগলপক্ষে আসিলেন। মহারাষ্ট্রীয় বীর শাহজী আহমদনগর-রাজ্যের সিংহাসনে সুলতান বংশীয় একজনকে স্থাপন করিয়া অনেক দুর্গাদি হস্তগত করাতে, সম্রাট্ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে, (১৬৩৭ খৃঃ) শাহজী সন্ধি স্থাপন করিলেন। এতদিনের পর আহমদনগরের স্বাধীনতা লুপ্ত হইল এবং বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণ দিল্লীশ্বরের করদ হইলেন। বাঙ্গালার নবাব কাশিমকর্ত্তৃক পর্টুগিজদিগের অধিকৃত হুগলী অবরুদ্ধ ও ধ্বস্ত হইল। বুন্দেলখণ্ডের রাজা নৃসিংহদেব বিদ্রোহী হইয়া তাড়িত ও অসভ্য পর্ব্বতবাসিগণকর্ত্তৃক হত হইলেন। ১৬৩৪ খৃঃ মহবৎ খাঁর মৃত্যু হয়। মোরাদকর্ত্তৃক বাল্‌ক জয় হয়, কিন্তু উজবেকগণ পুনর্ব্বার উহা অধিকার করে। সম্রাট বাল্‌ক ও বাদক্‌শাণ অধীনে

ব্যাখা অসম্ভব বুঝিয়া সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন। বাল্‌কু ও বাদক্ষাণ জয় হইল না। ১৬৩৮ খৃঃ কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা আলিমর্দ্দান পারস্যরাজের অত্যাচারে সম্রাট্‌ শাহ-জেহানকে কান্দাহার প্রদান করতঃ কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা হয়েন। পরে ১৬৪৮ খৃঃ পারস্যরাজ পুনর্ব্বার কান্দাহার অধিকার করেন। আরঞ্জিব ও দারা কয়েক বার এই স্থান উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া-ছিলেন,কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আসামীয়েরা বাঙ্গালা আক্রমণ করিলে, তাহাদিগের অনুসরণে তিব্বৎ, কুচবিহার ও আসাম জয় হইল। আরঞ্জিবকর্ত্তৃক গোলকুণ্ডা আক্রান্ত হইলে গোলকুণ্ডার সুলতান স্বীয় কন্যার সহ আরঞ্জিবের পুত্রের বিবাহ ও অনেক অর্থ দিয়া রক্ষা পাইলেন, এবং বিদরও আরঞ্জিবের হস্তগত হইল। বিজয়পুর অধিকারের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে আরঞ্জিব, পিতার পীড়ার সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বিজয়-পুরের সুলতানের নিকট অনেক অর্থ গ্রহণ করতঃ সিংহাসন অধিকার লালসায় দিল্লী যাত্রা করিলেন।

শাহ্‌জেহানের চরিত্র ঃ—তিনি সুশিক্ষিত, সাহসী ও ন্যায়বান্ সম্রাট্‌ ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাদিগকে কখন শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচারজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় নাই। তিনি সদ্বিচার ও সমৃদ্ধিসমারোহে প্রজা সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। নুরজেহান মোগলবংশে সমারোহের সূচনা করেন; শাহজেহানের সময়ে তাহার পরাকাষ্ঠা হয়। তাঁহার সময়ে তাঁহার মহিষী, আসফজার কন্যা মমতাজমহলের স্মরণার্থ সুবিখ্যাত "তাজমহল" নির্ম্মিত এবং দিল্লী ও আগরা নূতনরূপে গঠিত হয়। এ জন্য দিল্লীকে শাহজেহান কহিত। দিল্লীর

দেওয়ানখাস, জুম্মামসজীদ, আগরার সুর্গন্ধিত মতিমসজীদ ও রত্নমুক্তাবিভূষিত ময়ূর-সিংহাসন ইহারই নির্ম্মিত।

মুমতাজের কন্যার গর্ভে শাহজেহানের চারি পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। প্রথম পুত্র সরলচিত্ত দারা বাদশাহের নিকট থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন; দ্বিতীয় ভোগাসক্ত, নিষ্ঠুর প্রকৃতি সুজা বাঙ্গালায়, তৃতীয় ক্রূরমতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি আরঙ্গিব দাক্ষিণাত্যে, চতুর্থ উদ্ধতস্বভাব কিন্তু কপটতাশূন্য মোরদ গুজরাটে শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

শাহজেহানকে কারাবরোধ করিয়া আরঙ্গিবের সিংহাসন অধিকার :—শাহজেহানের পীড়িতাবস্থায় দারা রাজকার্য্য করিতেছিলেন। আরঙ্গিব ঘোষণা করিয়া দিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলপূর্ব্বক পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন, পিতাকে সিংহাসনে স্থাপিত রাখা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পিতার পরলোকান্তে বিধর্ম্মী দারার পরিবর্ত্তে মোরদকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং মক্কায় তীর্থযাত্রা করিবেন। এই ভাণ করিয়া মোরদের সহ সন্ধি করতঃ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আরঙ্গিব দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ওদিকে সুজাও বাঙ্গালা হইতে অগ্রসর হইয়া, বারাণসীর নিকট দারার পুত্র সলিমান ও জয়পুরাধিপতি জয় সিংহের নিকট পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় পলায়ন করিলেন। কিন্তু দারার প্রেরিত যশোবন্ত সিংহ উজ্জয়িনীনগরে আরঙ্গিবের নিকট পরাস্ত হইলে, দারা স্বয়ং বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আরঙ্গিবের গতি রোধ করিতে আসিয়াও সামগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, প্রথমে দিল্লী ও পরে লাহোরে পলায়ন করিলেন। আরঙ্গিব আগরায় আসিয়া পিতাকে কারা-

গারে ও ভ্রাতা মোরদকে গোয়ালিয়র দুর্গে রুদ্ধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। আরঞ্জিব যে, পিতা ও পিতামহের ন্যায় পিতার জীবিতাবস্থায় বিদ্রোহী হইবেন, ইহা তত বিচিত্র নহে।

আরঞ্জিব ১৬৫৮-১৭০৭ খৃঃ (শাহজেহানের পুত্র)।

১৬৫৮ খৃঃ আরঞ্জিব, আলমগীর নাম ধারণ করিয়া আগরার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। আরঞ্জিব সিংহাসনে আরোহণ করিলে, দারা ও তৎপুত্র সলিমান বিদ্রোহ উত্থাপন করতঃ পরাজিত হইয়া, সলিমান শ্রীনগরের রাজাকর্তৃক ধৃত ও আরঞ্জিবহস্তে সমর্পিত হন, দারাও আজমীরে পুনর্ব্বার পরাস্ত হইয়া জিহনপতিকর্তৃক ধৃত ও আরঞ্জিব-হস্তে অর্পিত হইয়া গুপ্তচরদ্বারা নিহত হন। শাহ সুজাও বিদ্রোহী হইয়া এলাহবাদের নিকট কাজোয়া গ্রামে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, কুমার মহম্মদ ও মীরজুমলা তাঁহার অনুসরণে গমন করেন। কিন্তু কুমার মহম্মদ পিতৃব্যকন্যার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া সুজার সহিত মিলিত হন। পরে উভয়েই মীরজুমলার নিকট ঢাকায় পরাজিত হইলেন। সুজা এই স্থানে আরঞ্জিবের প্রতারণায় জামাতাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করতঃ আরাকানে পলায়ন করিলে, তথাকার রাজা প্রথমে আশ্রয় দিয়া পরে ধনলোভে তাঁহাকে হত্যা করিল (১৬৬০)। মহম্মদ পিতাকর্তৃক গোয়ালিয়র দুর্গে রুদ্ধ এবং কারারুদ্ধ মোরদ ও সলিমান, সম্রাটের আজ্ঞায় নিহত হইলেন (১৬৬১)।

সম্রাট প্রথমে দ্বিতীয় পুত্র মুয়েজিমকে দাক্ষিণাত্যের শাসন-

ভার দিয়া পরে তৎপ্রতি সন্দিহান হইয়া সায়েস্তা খাঁকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে দিল্লীতে আনয়ন করেন। তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটায়, তিনি প্রজার কর বন্ধ করিয়া রাজভাণ্ডার হইতে শস্য ক্রয় করতঃ তাহাদিগকে প্রদান করেন। ১৬৬৫ খৃঃ শাহজেহানের মৃত্যু হয়। তিনি আগরার দুর্গে রুদ্ধ ছিলেন। সম্রাট্ স্বীয় বিশ্বাসী সেনাপতি মীরজুমলাকে পাঠাইয়া আসামদেশের কতকাংশ জয় করিলেন। মীরজুমলা আসাম হইতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে বর্ষার প্রাদুর্ভাব ও খাদ্যের অভাবে অনেক সৈন্য হারাইলেন এবং নিজেও ঢাকায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। আসামবাসীরা পুনর্ব্বার স্বদেশের উদ্ধার করিল। আরাকানবাসীরা পর্টুগিজদিগের সাহায্যে চট্টগ্রাম প্রভৃতি অধিকার করিলে, সম্রাট্ পর্টুগিজদিগকে লোভ দেখাইয়া স্ববশে আনয়নপূর্ব্বক আরাকানীয়দিগকে দূরীভূত করিলেন। যুসুফজি ও খাইবিরী প্রভৃতি পর্ব্বতবাসী অসভ্যদিগের সহ্ন সম্রাট্ বহুকাল যুদ্ধ করিয়াও তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলেন না এবং সত্বনামী বিদ্রোহ ঘটিয়া ইহাঁকে ব্যতিব্যস্ত করিল।

শিবজীঃ—মলজীব পুত্র শাহজী বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে এক জন সেনাপতি থাকিয়া পুনায় জায়গীর ভোগ করিতেন। শাহজীর পুত্র বিখ্যাতনামা শিবজী ১৬২৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। দাদাজী নামে এক জন ব্রাহ্মণ শিবজীকে লেখাপড়া শিখাইতেন ও তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন। কিন্তু মানসিক পরিশ্রম অপেক্ষা শারীরিক পরিশ্রমে শিবজীর অতি-

প্রায় আসক্তি ছিল। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে শিবজী কঙ্কণের গিরিপথে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়া কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক প্রথমে তোরণ দুর্গ, পরে আরও দুই একটী দুর্গ অধিকার করিলে, বিজয়পুরের সুলতান শাহজীকে বন্দী করিয়া পরে মুক্তি দেন। কিন্তু শিবজী পূর্ব্ববৎ অত্যাচার আরম্ভ করায় সুলতান আফজল্ খাঁকে সৈন্যসহ তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শিবজী তাঁহাকে হত্যা করিলে, সুলতান আর এক দল সৈন্য পাঠাইয়া অবশেষে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। কিন্তু জয়লাভে কৃতকার্য্য না হইয়া শিবজীর সহিত সন্ধি করিলেন। তদ্দারা শিবজী কঙ্কণের অধীশ্বর হইয়া ৭০০০অশ্বারোহী ও ৫০,০০০পদাতিক সৈন্য রাখিলেন(১৬৬২খৃঃ)। পরে শিবজীর ক্ষমতা দেখিয়া, সম্রাট্ আরঙ্গজিব সায়েস্তা খাঁ ও মাড়বারের যশোবন্ত সিংহকে তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শিবজী এক দিন রাত্রিতে সায়েস্তা খাঁকে আক্রমণপূর্ব্বক সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিলে, তিনি ভয়ে পলায়ন করাতে সম্রাট্ জয় সিংহ ও দিলাওয়র খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শিবজী পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক সন্ধিস্থাপন করিলেন। তদ্দারা দ্বাত্রিংশৎ দুর্গের মধ্যে বিংশতিটী সম্রাটকে দিতে হইল। পরে অম্বরাধিপতি জয় সিংহের পরামর্শে শিবজী দিল্লী যাত্রা করিলেন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইলে, সম্রাট্ তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লী রাখিবার চেষ্টা করাতে, তিনি কৌশলক্রমে তথা হইতে পলায়ন করতঃ আরঙ্গজিবের চিরশত্রু হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৬৬৬ খৃঃ)। ইহার পূর্ব্বে ১৬৬৫ খৃঃ তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি রাজা উপাধি ধারণ করেন। এই সময়ে

জয় সিংহ বিজয়পুর লইবার চেষ্টা করিয়া সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, সম্রাট্ তাঁহাকে সাহায্য না করিয়া অবমাননা করিলেন। জয়সিংহ ক্ষুণ্ণ হইয়া দিল্লী প্রত্যাগমন-কালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই সুযোগে শিবজী আপনার দুর্গ সকল পুনর্ব্বার হস্তগত করিয়া বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদিগকে আপনার করদ করিয়া লইলেন (১৬৬৮ খৃঃ)। রায়গড় তাঁহার রাজধানী ও তাঁহার শাসনপ্রণালী মোগল রাজ্যের শাসনপ্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিল। ১৬৭০ খৃঃ শিবজী খান্দেশ হইতে "চৌথ" অর্থাৎ তথাকার রাজস্বের চতুর্থাংশ আদায় করিলেন। ইহার পর সম্রাট্ বিজয়পুর আক্রমণ করিলে, বিজয়পুরের সাহায্য করিয়া উপকারের পুরস্কার স্বরূপ শিবজী, তুঙ্গভদ্রা হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ লাভ এবং সম্রাটের সৈন্যগণকে বারম্বার পরাজয় করিয়া আপন অধিকার বিস্তার করিলেন। ১৬৮০ খৃঃ ৫ই এপ্রিল প্রাতঃস্মরণীয় শিবজী মানবলীলা সম্বরণ করেন।

•যশোবন্ত সিংহ সম্রাটের কার্য্যে কাবুলে প্রাণদান করিলে অকৃতজ্ঞ সম্রাট্ তাঁহার পরিবারকে সামান্য করিণে কারারুদ্ধ করার চেষ্টা করায়,সমস্ত রাজপুত বিদ্রোহী হয় এবং এই-বিদ্রোহানল আরঞ্জিবের মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত থাকে।

শিবজীর মৃত্যুর পর ১৬৮৩ খৃঃ সম্রাট্ দক্ষিণাপথে আইসেন এবং কয়েক বৎসর যুদ্ধ করিয়া ১৬৮৬ খৃঃ বিজয়পুর ও ১৬৮৭ খৃঃ গোলকুণ্ডা জয় করেন। ইহার পর মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করেন। শিবজীর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র শম্ভুজী রাজা হইয়াছিলেন। শম্ভুজী অতি দাম্ভিক, নির্দ্দয় ও

ভোগাভিলাষী ছিলেন। শম্ভুজী, আরঙ্গিবের নিকট বন্দী হইয়া আসিলে, তাঁহার চক্ষুরুৎপাটন, জিহ্বাকর্ত্তন ও মস্তকচ্ছেদন করা হয়। তৎপরে শম্ভুজীর পুত্র শাহু রাজা হন। তিনিও সম্রাটের নিকট বন্দী হইয়া আসিলে, শম্ভুজীর ভ্রাতা রামচন্দ্র কতকগুলি সৈন্য লইয়া সম্রাটকে ব্যতিব্যস্ত করিলে, তিনি শাহুকে ছাড়িয়া দিয়া, সন্ধির প্রস্তাব করেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় ও বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধে এই জাতির ক্ষমতার লাঘব করিতে না পারায়, শ্রান্ত ও ভগ্নচিত্ত হইয়া উত্তরাভিমুখে প্রত্যাগমনকালে আহমদনগরে ১৭০৭ খৃঃ আরঙ্গিব কলেবর ত্যাগ করেন। ইতিপূর্ব্বে রামরাজার মৃত্যু হওয়ায় তদীয় পত্নী তারাবাই নাবালক পুত্র শিবজীর নামে রাজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

আকবর ও আরঙ্গিবের চরিত্রের বিভিন্নতা :— শুদ্ধাচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠাতে আরঙ্গিব মুসলমানদিগের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাসলেখক তাঁহাকেই বাদশাহদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করেন। আকবরের ন্যায় তিনি সাহসী, পরিশ্রমী, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রাজনীতিবিশারদ হইয়াও, অধিকন্তু বক্রনীতির অতিশয় প্রিয় ছিলেন। ছলে ও কৌশলে অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিলে সহজ উপায় আশ্রয় করিতেন না। আকবর সহৃদয়, সদাচার, দয়াবান্ ও উদারস্বভাব ছিলেন এবং হিন্দুদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, বিশেষতঃ রাজপুত জাতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া, মোগল সাম্রাজ্য দৃঢ় করিয়াছিলেন। আরঙ্গিব ধূর্ত্ত, ধর্ম্মান্ধ ও কপটাচার হইয়া জগতের প্রতি অবিশ্বাস ও হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংসের

সূত্রপাত করেন। তাঁহার অত্যাচারে শিখ, রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় জাতি তাঁহার প্রবল শত্রু হয়। আকবর হিন্দুদিগের উপর অন্যায়রূপে স্থাপিত জিজিয়া নামক কর উঠাইয়া দেন; কিন্তু আরঙ্গিব তাহা পুনঃস্থাপিত করেন।

বাহাদুর শাহ ১৭০৭-১২ (আরঙ্গিবের পুত্র)।

১৭০৭ খৃঃ মুয়েজিম, বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করতঃ ভ্রাতা আজীম ও কামবক্সকে রাজ্য অংশ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা অস্বীকার করাতে আগরার নিকট আজীমের সহিত ও হায়দ্রাবাদের নিকট কামবক্সের সহিত যুদ্ধ হইল। উভয় যুদ্ধে জয় লাভ ও ভ্রাতৃদ্বয়কে নিধন করতঃ বাহাদুর নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।

রাজপুতদিগের সহিত এ পর্য্যন্ত যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তিনি তাহার শান্তি করিয়াও পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগের স্বাধীনতা দিয়া তাহাদিগের সহিত এবং দাক্ষিণাত্যের রাজস্বের চতুর্থাংশ দিতে স্বীকার করিয়া মহারাষ্ট্রীয় শাহুর সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন।

লোদীবংশের রাজত্বকালে (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে) পঞ্জাবে নানক নামে এক ব্যক্তি হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম মিশ্রিত করিয়া এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন। এক ঈশ্বরের উপাসনাই নানকপন্থী ধর্ম্মের মূলীভূত উদ্দেশ্য। শিখদিগের গুরু তেজসিংহ মোগলদিগের কর্তৃক হত হইলে, শিখেরা লাহোর পরিত্যাগ করে ও ক্রমে উগ্রমূর্ত্তি হইয়া উঠে। গোবিন্দ ইহা-

দিগের দশম গুরু। ইনি শিখদিগকে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করেন। গোবিন্দের জননী ও পুত্রদ্বয় আরঙ্গিবের সেনাপতি-কর্ত্তৃক হত হইলে গোবিন্দ বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া এক পাঠানকর্ত্তৃক নিহত হন।

বন্ধু বৈরাগী ঃ—গোবিন্দের মৃত্যুর পর বন্ধু নামক এক জন বৈরাগী শিখদিগকে একত্র ও বৈরনির্যাতনে উত্তেজিত করিয়া প্রথমে সিরহিন্দ ও কিছু দিন পরে লাহোর হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত আক্রমণপূর্ব্বক লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত করিলে, বাহাদুর তাহাদিগকে সমরে পরাস্ত করিয়া বন্ধুকে দাবির দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ রাখিলেন। কিন্তু বন্ধু তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইলেন।

দাবির হইতে লাহোরে প্রত্যাগমন করিলে ১৭১২ খৃঃ বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়।

জেহান্দর শাহ ১৭১২-১৩ খৃঃ (বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র)।

মন্ত্রী জুল্‌ফিকারের সাহায্যে বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র জেহান্দর ভ্রাতৃগণকে পরাজয় ও হত্যা করিয়া সম্রাট্‌ হইলেন। তাঁহার অহঙ্কার ও লাম্পট্য-দোষে আমিরগণ বিরক্ত হইলেন। পরিশেষে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফের্রোক্‌সের বিহারের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ হোসেন ও এলাহবাদের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ আবদুল্লার সাহায্যে তাঁহাকে ও জুল্‌ফিকারকে পরাজিত ও নিহত করিয়া সম্রাট্‌ হইলেন।

ফেরোক্‌সের ১৭১৩-১৯ খৃঃ (বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্রের তনয়।)

১৭১৩ খৃঃ ফেরোকুসের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতি দুর্ব্বলচিত্ত ও কৃতঘ্ন ছিলেন। যাহাদের সাহায্যে সিংহাসন পাইয়াছিলেন, তাহাদের বিনাশসাধন-চেষ্টায় তাঁহার রাজত্বকাল ক্ষেপিত হয়। সৈয়দ হোসেনকে যোধপুরের রাজার বিরুদ্ধে পাঠাইয়া গোপনে রাজাকে তাঁহার প্রতিকূলতা সাধন-জন্য পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু রাজার সহিত হোসেনের সন্ধি হইল। দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা দায়ুদ খাঁ, সম্রাটের অনুরোধে হোসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলেন। তৎপরে হোসেন সম্রাটের আদেশানুসারে মহারাষ্ট্রদেশ বিজয়ার্থ প্রেরিত হইলেন। সেখানেও রাজা শাহুর সহিত সন্ধি হইল। সেই সন্ধিদ্বারা শিবজীর সময় হইতে তাহাদের অধিকৃত সমস্ত দেশ তাহাদের থাকিল, দক্ষিণাপথের জন্য মোগলগণ চৌথ (চতুর্থাংশ) ও সার্দ্দেশমুখী (অবশিষ্ট তিন অংশের দশমাংশ) দিতে স্বীকার করিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়গণও দিল্লীশ্বরকে কর দিতে ও আবশ্যকমত সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু হোসেন-কৃত এই সন্ধিতে ফেরোকুসের সম্মত হইলেন না। এই সময়ে শিখদিগের অধিনায়ক বন্দু বৈরাগী পুনর্ব্বার উপদ্রব করিয়া এক জন মোগল সেনাপতিকর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া দিল্লীতে আনীত ও সঙ্গিগণসহ নিষ্ঠুররূপে নিহত হইলেন। সম্রাট্ ফেরোকুসেরের পীড়া শান্তি করিয়া ডাক্তার হামিল্টন,

ইংরেজ কোম্পানির অনুকূলে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের ও কলিকাতার নিকট ৩৮টী গ্রাম ক্রয়ের অনুমতি প্রাপ্ত হন।

সম্রাট্ আবদুল্লাকে বধ করিবার ষড়যন্ত্র করায় হোসেন মহারাষ্ট্রদেশ হইতে দিল্লী প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। ফেরোক্সেরের রাজত্বকালে, বাঙ্গালায় মুরশিদ কুলি খাঁ নবাব ছিলেন।

রফী উদ্দর্জাৎ ১৭১৯ } (জেহান্দরের চতুর্থ
রফী উদ্দৌলা ১৭১৯ } ভ্রাতার পুত্র)।

ফেরোক্সেরকে নিহত করিয়া সৈয়দেরা উপর্যুক্ত দুই জনকে সম্রাট্ করেন। কিন্তু তাঁহারা কয়েক মাসের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইলে মহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহম্মদ শাহ ১৭১৯-১৭৪৮ খৃঃ (জেহান্দরের তৃতীয় ভ্রাতার পুত্র)।

১৭১৯ খৃঃ মহম্মদ শাহ সম্রাট্ হন। সৈয়দ হোসেন দক্ষিণাপথের শাসনকর্তা আসফ্জাকে বশীভূত করিবার জন্য নূতন সম্রাট্কে সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে সম্রাট গুপ্তচর-দ্বারা হোসেনের নিধন সাধন করতঃ দিল্লী আসিয়া হোসেনের ভ্রাতা আবদুল্লাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া সৈয়দদিগের ক্ষমতার লোপ করিলেন। এক্ষণে সম্রাট্ উজীরীপদ দিবার জন্য আসফ্জাকে আহ্বান করাতে আসফ্জা দিল্লী আসিয়া সম্রাটের বিলাসপ্রিয়তা দর্শনে বিরক্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাগমন করতঃ হায়দরাবাদে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে রাজ্য করিতে লাগিলেন (১৭২৪)। (আসফ্জার উপাধি নিজাম উল্-

মুলুক; ইহাঁর বংশীয়েরা নিজাম উপাধি ধারণ করিয়া অদ্যাবধি হায়দরাবাদের নবাব।) তৎপরে ১৭২৪ খৃঃ অযোধ্যার সুবাদার সাদৎ আলি, ১৭৪৫ খৃঃ রোহিলখণ্ডের রোহিল্লাসর্দার আলি মহম্মদ এবং বাঙ্গালা ও বিহারে আলিবর্দ্দী খাঁ স্বাধীন হইয়া রাজত্ব আরম্ভ করেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় পেশবাদিগের অভ্যুদয় হয়। শাহু ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বন্দিত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বালাজী বিশ্বনাথকে আপনার মন্ত্রী করেন। এই মন্ত্রীর উপাধি "পেশবা"। বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বাজীরাও পেশবা হন এবং অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়া মোগলশাসন উচ্ছেদের সংকল্প করেন। বাজীরাও গুজরাট ও মালব দেশ জয় করিয়া ক্রমে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হইলে হায়দরাবাদের আসফ্‌জা সম্রাটের সাহায্যার্থে আসিয়া ভূপালের নিকট বাজীরাও কর্তৃক পরাজিত হইয়া নর্ম্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ১৭৪০ খৃঃ বাজীরাওর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বালাজী বাজীরাওর শাসনকালে পিলাজী গুইকবাড়, রঘুজী ভোঁসলা * মহলাররাও হলকার ও রণজী সেন্ধিয়া নামে চারিজন সেনানীকর্ত্তৃক চারিটী পৃথক্ মারাহাট্টা-রাজ্য স্থাপিত হয়। পুনায় পেশবার আধিপত্য ছিল। শিবজীর বংশধরগণ কেবল সেতারা ও কোলাপুরে রাজত্ব করিতেন।

* রঘুজীর সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের অত্যাচার বঙ্গদেশে বর্গীর হাঙ্গাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। রঘুজী আলিবর্দ্দীকে যুদ্ধে কাতর করিয়া উড়িষ্যার আধিপত্য ও বাঙ্গালার রাজস্বের চৌথ (চতুর্থাংশ) স্বরূপ বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা কর প্রাপ্ত হন।

নাদীর শাহের ভারতবর্ষাক্রমণ :—১৭৩৮ খৃঃ পারস্ত হইতে নাদীর শাহ কাবুলে উপস্থিত হইয়া উহা জয় করতঃ ভারতবর্ষে উপনীত হন এবং কর্ণালে মহম্মদকে পরাজয় ও বন্ধনপূর্ব্বক দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া শাহজেহান-কৃত ময়ূর-সিংহাসন, কোহিনুর হীরক, অন্যূন দশ কোটি টাকা ও বহু কোটি টাকার স্বর্ণাদি লইয়া এবং অস্ত্র ও অগ্নিদ্বারা দিল্লী নগর শ্রীহীন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সিন্ধুর পশ্চিম যাবতীয় প্রদেশ পারস্য রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়।

নাদীর কুলী প্রথমে সামান্য লোক ছিলেন। পরে স্বীয় ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে পারস্যের রাজা হইয়া সমস্ত কাবুল জয় করেন। তৎপরে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া বহু অর্থ গ্রহণ ও নানা স্থান জয় করিয়া যান। ১৭৪৭ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

আহম্মদ শাহ আবদালী (দুরাণী) :—১৭৪৭ খৃঃ আহম্মদ শাহ আবদালী (দুরাণী) প্রথম বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া সিরহিন্দে যুবরাজ আহম্মদ (মহম্মদের পুত্র) কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। ইনি ক্রমান্বয়ে চারি বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ইনি নাদীর শাহের সেনাপতি থাকিয়া পরে কাবুলের রাজা হন।

আমেদ বা আহম্মদ শাহ ১৭৪৮-৫৪ খৃঃ
(মহম্মদের পুত্র)।

১৭৪৮ খৃঃ আহম্মদ শাহ সম্রাট্ হন। তাঁহার অধিকারে জাঠ জাতির প্রাদুর্ভাব হয় এবং রোহিল্লারা লক্ষ্ণৌ আক্রমণ

করে। সাদৎ আলির পুত্র সফ্‌দরজঙ্গ নিজে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে না পারিয়া বহু অর্থ দিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনানী সেন্ধিয়া ও হুলকারকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের যোগে রোহিল্লাদিগকে পরাজিত করেন। এই সময়ে আহম্মদ শাহ আবদালী দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া পঞ্জাব অধিকার করেন (১৭৫৩খৃঃ)। হায়দরাবাদের আসফ্‌জার পুত্র গাজীউদ্দীন, সম্রাট্ আহম্মদকে অন্ধ ও বন্দী করিয়া রাজবংশীয় আর একজনকে সিংহাসনে বসান (১৭৫৪)।

দ্বিতীয় আলমগীর ১৭৫৪-৫৯ খৃঃ।

১৭৫৪ খৃঃ দ্বিতীয় আলমগীর দিল্লীর সম্রাট্ হন। গাজী উদ্দীন তাঁহার উজীর হন। গাজীউদ্দীন শঠতাপূর্ব্বক পঞ্জাব অধিকার করিলে আহম্মদ শাহ আবদালী তৃতীয় বার ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লী, মথুরা প্রভৃতি বহু নগর লুণ্ঠন ও বহু নরহত্যা করিয়া ১৭৫৭ খৃঃ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ইহার মধ্যে মথুরায় একটী বড় পর্ব্বদিনে অনেক নিরপরাধী হিন্দু নিষ্ঠুররূপে নিহত হয়। আবদালী স্বদেশে যাইবার পূর্ব্বে গাজীউদ্দীনকে পদচ্যুত করিয়া নজীবউদ্দৌলাকে সম্রাটের উজীর করিয়া যান। তাহাতে গাজীউদ্দীন, মহারাষ্ট্রীয় পেশবা বালাজীর ভ্রাতা রাঘবদ্বারা দিল্লী ও পঞ্জাব জয় করান। ইহা শুনিয়া আহম্মদ শাহ আবদালী চতুর্থ বার ভারতবর্ষে আইসেন। তাঁহার আগমন-সম্বাদ পাইয়া গাজীউদ্দীন সম্রাটকে হত্যা করেন।

১৭৫৯ খৃঃ দ্বিতীয় আলমগীর হত হইলে মোগল সাম্রাজ্য

একরূপ বিলুপ্ত হয়। তাঁহার পুত্র শাহ আলম এই সময়ে বঙ্গ-দেশে ইংরেজদিগের সহ যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন।

শাহ আলম।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ :—আহম্মদ শাহ আবদালী এই বার (চতুর্থ বার) ভারতবর্ষে আসিয়া ১৭৬১ খৃঃ ৬ই জানুয়ারি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের অধিনায়ক পেশবার ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব ও তাঁহার অধীন সেনানী পেশবার পুত্র বিশ্বাস রাওকে পরাভূত করেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রথমে আপনা-দিগের গড়খাইয়ের মধ্যে থাকিয়া, ও পরে খাদ্যের অভাবে বাহির হইয়া যুদ্ধ করে। বিশ্বাস রাও হত হন ও সদাশিব পলায়ন করেন। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় জাতির দর্প চূর্ণ হয়। এই জাতি এক্ষণে ভারতবর্ষের রাজা হইয়াছিলেন। দক্ষিণে সমুদ্রতীর হইতে উত্তরে হিমালয় ও সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার বিস্তার হয়। তাঁহাদের অত্যাচারে ভারতবাসিগণ উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অন্যান্য জাতির ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। গ্রাম লুণ্ঠন, পল্লীগ্রাম দাহ ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করা তাঁহাদের রীতি ছিল। অন্যান্য জাতির যুদ্ধে নির্দোষী গ্রামবাসী প্রজাগণ তত উপদ্রুত হইত না। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় জাতি যে দেশে যাইত, তথাকার সমস্ত লোকের সর্ব্ব-স্বান্ত করিত। আহম্মদ শাহ আবদালীর এই শেষ ভারত আক্র-মণ। ইনি মনে করিলে দিল্লীর বাদশাহ হইতে পারিতেন। এই সময়ে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের অভ্যুদয় হয়। পানিপথের এই যুদ্ধের পর হইতে ভারতবর্ষে কিছু কালের জন্য মহারাষ্ট্রীয়-দিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়।

শাহ আলমের পর হইতে যাঁহারা দিল্লীর বাদশাহ হন, তাঁহারা সকলেই ইংরেজদিগের বৃত্তিভোগী। তাঁহাদের শেষ সম্রাট-উপাধিধারী বাদশাহ মহম্মদ বাহাদুর শাহ ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজদিগের বিপক্ষতা করিয়া দ্বীপান্তরিত হন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিম্নলিখিত নরপতি ও জাতিগণ প্রধান বলিয়া গণ্য ছিলেন।

১। দিল্লীর সম্রাট।	৮। পুনার মার্হাট্টা পেশবা।
২। অযোধ্যার নবাব।	৯। গোয়ালিয়রের সেন্ধিয়া।
৩। রোহিলখণ্ডের রোহিল্লা-জাতি।	১০। ইন্দোরের হুলকার।
	১১। নাগপুরের ভুঁস্‌লা।
৪। বাঙ্গালা বিহারের নবাব।	১২। গুজরাটের গুইকবাড়।
৫। হায়দরাবাদের নিজাম।	১৩। পঞ্জাবের শিখজাতি।
৬। কর্ণাটের নবাব।	১৪। রাজপুতনার রাজপুত অধিরাজবর্গ।
৭। মহীশূরের অধিপতি।	

মোগলশাসনে ভারতবাসিগণের অবস্থা।

পাঠান সাম্রাজ্য অপেক্ষা মোগল সাম্রাজ্যের আয়তন অধিক এবং মোগল শাসনপ্রণালীও পাঠান শাসনপ্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। আরঙ্গজেবের পূর্ব্বের দিল্লীশ্বরগণ, রাজপুতগণকে সমধিক ভালবাসিতেন এবং তাঁহারাও জাতীয় যোদ্ধৃগণ লইয়া সুচারুরূপে সম্রাটের কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তোডরমল্লের সাহায্য পাইয়া আকবর রাজস্ব আদায়ের সুন্দর নিয়ম করিয়াছিলেন, কিন্তু শাসনকর্ত্তাদিগের স্বেচ্ছাচারিতা-দোষে

অনেক সুবায ইহার সুফল উৎপন্ন হয় নাই। শাহজেহা-নের রাজত্বকালে দিল্লীর সৌন্দর্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু গ্রাম ও নগরের সমৃদ্ধি সমানই ছিল। প্রজাদিগের অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল না, রাজপুরুষেরা অত্যাচার করিলেও কৃষি ও বাণিজ্যের পরিচালন নিতান্ত মন্দ হইত না। গালিচা, জরি, স্বর্ণ রৌপ্য-খচিত বস্ত্রাদি ও অলঙ্কার প্রভৃতি শিল্পদ্রব্য বিদেশে নীত এবং তথা হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য আনীত হইত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, তাতার, চীন, পারস্য, আরব, সিংহল প্রভৃতির সহিত বাণিজ্য চলিত। কিন্তু অর্থলোলুপ শাসনকর্তা ও জায়গীরদারদিগের অত্যাচারে বণিকগণ প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিতে পারিত না এবং সামান্য গৃহে বাস করিয়া জীবন ক্ষেপণ করিত। সুতরাং বাণিজ্যের তত উন্নতি হয় নাই। কোন কোন সময়ে অর্থলোলুপ সম্রাটেরাও অধিক অর্থ লইয়া কোন কোন লোককে কোন কোন দেশের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত করিতেন। শাসন-কর্ত্তারাও প্রজাদিগের নিকট হইতে সেই টাকার দশ গুণ আদায় করিতেন। কাজি ও বিচারপতিগণ উৎকোচের বশীভূত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে মাহ্‌রাট্টারা প্রবলপ্রতাপ হইয়া উঠিয়াছিল, রাজপুতেরা পরাধীনতায় ক্রমে তেজহীন হইয়া পড়িয়াছিল। সাম্রাজ্যের শেষাবস্থায় মোগল-ক্ষমতার হ্রাস হওয়ায় নানা স্থানে নানা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পর্টুগিজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতি আসিয়া এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ইংরেজেরা প্রবল হইয়া অনেক স্থানে আধিপত্য বিস্তারের সূত্রপাত করেন।

মোগল-রাজত্ব-ধ্বংসের কারণ।

পাঠান জাতি অপেক্ষা মোগল জাতি সাম্রাজ্যের অনেক উন্নতি করে। সম্রাট্ আকবরের নানা সদ্গুণ, সৌজন্য ও পরাক্রমই এই উন্নতির মূল কারণ। তিনি স্বীয় সদ্ব্যবহার ও উদারভাবে হিন্দুজাতিকে বশীভূত, বিশেষতঃ রাজপুত জাতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া রাজ্য দৃঢ় করেন। কিন্তু আরঞ্জিবের শাসনে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটে। আরঞ্জিব হিন্দুদিগের প্রতি অবিশ্বাস, তাহাদের উপর বিবিধ অত্যাচার ও অবৈধ কর স্থাপন করিয়া তাহাদের অপ্রিয় হইয়া উঠেন। তাঁহার অত্যাচারে রাজপুত জাতি তাঁহার প্রবল শত্রু হয়, মহারাষ্ট্রীয় জাতির সহিত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তাঁহার যুদ্ধ চলে, এবং শিখ জাতিও উৎপীড়িত হয়। আরঞ্জিবের পর যে সকল মোগল সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য। সুতরাং অবসর পাইয়া ক্রমে চতুর্দ্দিকে অনেক স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় এবং পারস্য ও আফগানিস্থান হইতে মুসলমান আক্রমণকারিরাও আসিয়া বারম্বার উৎপাত করায় মোগল সাম্রাজ্য একবারে বলহীন হয়। এই সময়ে বাঙ্গালার নবাব্ সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বাঙ্গালার প্রধান প্রধান লোক তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার মানসে ইংরেজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ~~করেন~~। ইংরেজেরা সুবিধা বুঝিয়া সাহায্য দান করতঃ সিরাজকে পরাজয় ও আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার আরম্ভ করেন এবং ক্রমে এই জাতিই প্রবল

হইয়া মোগল রাজত্ব বিলুপ্ত করিয়া আপনারাই প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের অধিপতি হন। অতএব হিন্দুজাতির প্রতি মোগলদিগের নানাবিধ অত্যাচারই যে, মোগল-রাজত্ব-ধ্বংসের প্রধান কারণ, ইহা এককপ উপলব্ধি হইতে পারে।

প্রথম অধ্যায়।

ইংরেজ-রাজত্ব।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ইটালীর অন্তর্গত বিনিস ও জেনোয়াবাসী বণিকগণ প্রথমে আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় ও পরে কনষ্টাণ্টিনোপলে আরবদেশীয় বণিকদিগের নিকট হইতে ভারতবর্ষ-জাত কাশ্মীরিশাল, ঢাকাই ও বারাণসী কাপড়, স্বর্ণরৌপ্যাদির অলঙ্কার, মলক্কসের সৌগন্ধি, সিংহলের মুক্তা ও গোলকুণ্ডার হীরকাদি ক্রয় করিয়া লইত এবং ইউরোপের নানা স্থানে গিয়া তৎসমুদয় বিক্রয় করিত। আরবীয় বণিকগণ আবার ভারতবর্ষ হইতে ঐ সমুদয় দ্রব্য লইয়া যাইত। আরবীয় বণিকদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষবাসীরা আপনাদিগের নির্ম্মিত অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া নানাস্থানে বাণিজ্যার্থে যাইত। তৎকালে রোমবাসীরা এদেশীয় দ্রব্য সমাদরে গ্রহণ করিত। যবদ্বীপের বালী নামক স্থানবাসী এবং মলবর, গুজরাট, কচ্ছ ও বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রদেশবাসীদিগের বাণিজ্যজন্য খ্যাতি

ছিল। এই সমস্ত পণ্যই ইউরোপে ভারতবর্ষের চিরপ্রসিদ্ধির কারণ। প্রাচীন গ্রীক্জাতিদ্বারা ইউরোপে ভারতবর্ষের কথা প্রথম প্রচারিত হয়। গ্রীক্ ইতিহাসবেত্তা হেরোডটাসের গ্রন্থে কেবল ভারতবর্ষের নামোল্লেখ মাত্র থাকে। পরে আলেক্জাণ্ডার ভারতবর্ষের কিয়দংশ জয় করিলে এ দেশের অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে ইউরোপে প্রকাশিত হয়। আলেক্জাণ্ডারের মৃত্যুর পর তদীয় সেনাপতি সিলিউকস পূর্ব্বাঞ্চল প্রাপ্ত হইয়া মিগাস্থিনিস নামক এক জন দূতকে চন্দ্রগুপ্তের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের সভায় অনেক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সুতরাং মিগাস্থিনিসের দ্বারাও এ দেশের অবস্থা ইউরোপে অনেকাংশে প্রচারিত হয়।

পর্টুগীজদিগের আগমন।

পর্টুগীজেরা ১৪৯৭ খৃঃ প্রথমে ভাস্কোডিগামার অধীনে মলবর উপকূলে কল্লিকট নগরে উত্তীর্ণ হন। ভাস্কোডিগামাই আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার করেন। তখন সেকন্দর লোদী দিল্লীর সম্রাট্। কিছু দিন পরে আলবুকার্ক পর্টুগীজদিগের বাণিজ্যভার লইয়া এ দেশে আইসেন এবং কল্লিকটের জামোরিণ উপাধিধারী হিন্দু রাজার সহিত ঘোরতর যুদ্ধের পর ১৫১০ খৃঃ গোয়া অধিকার করিয়া লন। তৎপরে দিউ ও দমন্মুও ইহাঁদের অধিকারভুক্ত হয়। ক্রমে ইহাঁরা আফ্রিকার উপকূল, আরব, পারস্য উপকূল, মলক্কস-পুঞ্জ, সিংহল, চীন ও জাপানে বাণিজ্য করেন। পরে ওলন্দাজ-দিনেমার ও ইংরেজদিগের আগমনে ইহাঁদের অবনতি ঘটে।

পর্টুগীজদিগের আগমনের পূর্ব্বে অন্য কোন ইউরোপীয়জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন নাই।

ওলন্দাজদিগের আগমন।

সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে ১৫৯৬ খ্রষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা কর্ণিলিযস হটম্যানের নেতৃত্বাধীনে উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া বাণিজ্যার্থ এদেশে আগমন করেন। ইহাঁরা প্রথমে যব ও সুমাত্রা দ্বীপে কিছু কাল আধিপত্য করিয়া পরে ভারতবর্ষের অন্তর্গত নিগাপট্টন ও চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং পর্টুগীজদিগের সহ বিবাদে জয়ী হইয়া আপনাদিগের প্রাধান্য স্থাপন করেন, কিন্তু ইংরেজদিগের আগমনে ইহাঁদের বাণিজ্যের অবনতি ঘটে।

ইংরেজদিগের আগমন।

সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের কতিপয় বণিক্ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজিবেথের নিকট ১৫৯৯ খৃঃ ৩১এ ডিসেম্বর ১৫ বৎসরের সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া পর্টুগীজদিগের প্রদর্শিত পথে, এদেশে বাণিজ্যপোত প্রেরণ করেন। এই বণিক্ সম্প্রদায়কে "কোম্পানি" কহিত। এই কোম্পানির কার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য ২৪ জন মেম্বরে "ডিরেক্টর সভা" নামে একটী সভা স্থাপিত হয়। সেই ২৪ জনের মধ্যে একজন সভাপতি হন। ইংরেজেরা প্রথমে ভারতসাগরীয় যব ও সুমাত্রা দ্বীপে পরে প্রথম জেমসের সময় সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের অনুমতি লইয়া ভারতবর্ষের অন্তর্গত

মছলীপটন, সুরট ও পিপলীতে বাণিজ্যের কুঠি স্থাপন করেন (১৬১১-২৪)। যবদ্বীপের রাজধানী বাণ্টাম্ ও ভারতবর্ষের সুরট বহু দিন ইহাঁদের বাণিজ্যের স্থান থাকে। পরে ওলন্দাজদিগের সহ বিবাদ ঘটিয়া ইহাঁদের বিস্তর ক্ষতি হওয়ায় দ্বীপ-বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া ইহাঁরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট সমুদ্রতীরে মান্দ্রাজ নামক একটী স্থান ক্রয় করতঃ তথায় ১৬৩৯ খৃঃ কুঠি ও ফোর্ট সেণ্ট জর্জ নামক দুর্গ স্থাপন করেন। ইহার পর মান্দ্রাজের কিছু দূরে ফোর্ট সেণ্ট ডেবিড নামে আর একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ক্রমে, ডাক্তার বৌটন, সম্রাট্ শাহজেহানের কন্যার পীড়া শান্তি করিয়া কোম্পানির অনুকূলে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করেন। তদনুসারে পাটনা, কাশিম-বাজার, হুগলী, বালেশ্বর ও ঢাকা নগরে ইহাঁদের কুঠি নির্ম্মিত হয়। ১৬৬২ খৃঃ দ্বিতীয় চার্লস, পর্টুগালের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া যৌতুক স্বরূপ বোম্বাই নগর প্রাপ্ত হইয়া ১৬৬৮ খৃঃ কোম্পানিকে উহা প্রদান করেন। পরে বাঙ্গালার নবাব (বাদশাহ আরঞ্জিবের পুত্র) আজিম ওসানের নিকট হইতে সুতানটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিন গ্রাম ক্রয় করিয়া কলিকাতায় ১৬৯৮ খৃঃ ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গ স্থাপন করেন এবং কলিকাতাই বাঙ্গালার মধ্যে প্রধান স্থান হয়। (যব্ চার্ণক নামক এক জন ইংরেজ অধিনায়কের নামানুসারে বারাকপুরকে চাণক বলে)। এই স্থানও কালক্রমে ইহাঁদের একটী প্রধান স্থান হয়। এই চার্ণক সাহেব সতীদাহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া একটী স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। বোম্বাই,

মান্দ্রাজ ও কলিকাতা এই তিনটী স্থান প্রথমে এক এক জন প্রেসিডেন্টের অধীন থাকিয়া "প্রেসিডেন্সি" বলিয়া অভিহিত হয, এবং এই তিন স্থানই এক্ষণে ভারতবর্ষে ইংবেজ রাজ্যের রাজধানী হইযাছে।

১৬৯৮ খৃঃ আর এক কোম্পানি এই দেশে বাণিজ্যার্থে আইসেন। কিছু দিন উভয কোম্পানির মধ্যে বিবাদ চলে। পরে ১৭০৮ খৃঃ উভয় দল একত্র হইয়া ব্যবসায আরম্ভ করেন। ১৭১৬ খৃঃ হামিল্‌টন নামক এক জন ইংরেজ চিকিৎসক, সমাট্‌ ফেরোক্‌সেরের পীড়া আরোগ্য করিয়া কোম্পানির অনুকূলে কতকগুলি ক্ষমতা গ্রহণ করেন, যথা—কোম্পানির প্রেসিডেন্টের ছাড় লইযা তাঁহাদিগের দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী হইতে পারিবে, কলিকাতার নিকট ইংরেজ কোম্পানি ৩৮টী গ্রাম ক্রয করিতে পারিবেন এবং মুরশিদাবাদের মুদ্রাযন্ত্রে তাঁহাদের মুদ্রা প্রস্তুত হইবে।

দিনেমারদিগের আগমন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দিনেমারেরা ভারতবর্ষে আগমন করিযা দক্ষিণাপথে ত্রাঙ্কুইবারে ও বঙ্গদেশে শ্রীরামপুরে এক একটি কুঠি স্থাপন করেন।

ফরাসীদিগের আগমন।

১৬০৪ খৃঃ ফরাসীরা, রাজমন্ত্রী কোলবার্টের অনুগ্রহে একটী কোম্পানি বাঁধিযা এ দেশে বাণিজ্যার্থে আসিযা প্রথমে মরিশশ ও বুর্‌বন্‌ দ্বীপে অধিকার লাভ করেন। পরে ১৬৬৪ খৃঃ সুরটে,

১৬৭৪ খৃঃ পণ্ডিচেরীতে ও ১৬৮৮ খৃঃ চন্দননগরে তাঁহাদের কুঠি স্থাপিত হয়। তদ্ভিন্ন মাহী, কারিকল প্রভৃতি কয়েক স্থান তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। এ সমুদয়ই পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তার অধীনে থাকে। প্রথমে ডুমা ও পরে ডুপ্লে পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা হইয়া আইসেন। ডুপ্লের সময় তাঁহাদের উন্নতি হয়। কিন্তু বাণিজ্যে তাঁহারা কখনই ইংরেজদিগের ন্যায় উন্নতিলাভে সমর্থ হন নাই।

কর্ণাট প্রদেশের যুদ্ধ।

প্রথম যুদ্ধ (১৭৪৫-৪৮ খৃঃ)।

১৭৪৪ খৃঃ ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীজাতির যুদ্ধ হয়। সেই সূত্রে এ দেশেও বিবাদারম্ভ হওয়ায় লাবর্ডনে নামক একজন ফরাসী সেনাপতি ১৭৪৬ খৃঃ মান্দ্রাজ অধিকার করেন। লাবর্ডনের সন্ধির ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পণ্ডিচেরীর গবর্ণর ডুপ্লে তাহাতে অসম্মত হইয়া ইংরেজদিগের ধনাগার লুণ্ঠন ও ফোর্ট সেণ্ট ডেবিড দুর্গ আক্রমণ করেন। পরে ইংলণ্ড হইতে কয়েকখান যুদ্ধজাহাজ আসিয়া মিলিত হওয়াতে ইংরেজেরা পণ্ডিচেরী আক্রমণ করেন, কিন্তু নিষ্ফল হন। তৎপরে ১৭৪৮ খৃঃ ইউরোপে উভয় জাতির সন্ধি হওয়ায় এখানেও সন্ধি হয় এবং ইংরেজেরা মান্দ্রাজ ফিরিয়া পান।

দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৭৪৯-৫৫ খৃঃ)।

যুদ্ধের কারণ ঃ—১৭৪৮ খৃঃ নিজামবংশের আদিপুরুষ নিজাম উল্‌মুলুকের (আসফজার) মৃত্যু হয়। গাজিউদ্দীন, নাজিরজঙ্গ, সলাবৎজঙ্গ ও নিজামআলী নামে তাঁহার চারি

পুত্র এবং মজঃফরজঙ্গ নামে এক দৌহিত্র ছিল। নাজির পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন। মজঃফরের ইচ্ছা ছিল মাতামহের সিংহাসন গ্রহণ করেন। এই সময় কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলীর মৃত্যু হওয়ায় নিজামের প্রিয় পাত্র আনোয়ার-উদ্দীন তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। দোস্ত আলীর জামাতা চাঁদ সাহেবের উক্ত পদের অভিলাষ থাকে। সুতরাং মজঃফর ও চাঁদ সাহেব পরস্পর বন্ধুত্ব করিয়া ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লের সহাযতা প্রার্থনা করায় বুসী নামক একজন ফরাসী সেনাপতি কতকগুলি সৈন্য লইয়া কর্ণাটপ্রদেশে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রাজধানী আর্কডুর অনতিদূরে আম্বুর গ্রামে আনোয়ার বিপক্ষ-কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইলেন। তৎপুত্র মহম্মদ আলী ত্রিচিনপল্লীতে প্রস্থান করিলেন। সুতরাং মজঃফর আপনাকে সুবেদার জ্ঞান করিয়া চাঁদ সাহেবকে কর্ণাটের নবাবী প্রদান করিলেন (১৭৪৯ খৃঃ)। পরে নাজিরের সহ যুদ্ধে মজঃফর ধরা পড়িয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত ও চাঁদ দূরীকৃত হইলেন। কিন্তু ডুপ্লের ষড়যন্ত্রে কড়পার নবাবের হস্তে নাজির নিহত হওয়ায় মজঃফর কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং ডুপ্লেকে প্রতিশয় সম্মানসহ কৃষ্ণা নদী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশের শাসনভার ও চাঁদ সাহেবকে কর্ণাটের নবাবী প্রদান করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে মজঃফর শত্রুহস্তে নিধন পাওয়ায়, বুসী, মৃদ্দীর মাতুল সলাবৎজঙ্গকে নিজাম রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ইংরেজেরা এত দিন নিশ্চেষ্ট ছিলেন, কিন্তু ফরাসীদিগের প্রভাব দেখিয়া তাঁহাদের চৈতন্য হইল। তাঁহারা পূর্ব্বে মহম্মদ আলীর

প্রার্থনায় সাহায্য করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সাহায্যার্থে যত্নবান্ হইলেন।

যুদ্ধ ঃ – চাঁদ সাহেব, ফরাসী সৈন্যসহ মহম্মদের আশ্রয়-স্থান ত্রিচিনপল্লীর দুর্গ অবরোধ করায়, মহম্মদের সাহায্যার্থে ইংরেজেরা রবার্ট ক্লাইবের উপদেশানুসারে চাঁদের রাজধানী আর্কাড্ আক্রমণ করিতে সমুৎসুক হইয়া দুইশত গোরা ও তিন শত সিপাহীসহ ক্লাইবকে পাঠাইলেন। ক্লাইব অত্যল্প যত্নেই আর্কাড্ নগর জয় করিলেন। পরে চাঁদের পুত্র রাজা সাহেব রাজধানী রক্ষার্থ আগমন করিলে ক্লাইব নগরীর দুর্গে আশ্রয় লইলেন এবং দুই মাস পর্য্যন্ত বিক্রমসহকারে আত্মরক্ষা করিলেন। শত্রুরা আর্কাড্ নগরে কিছুই করিতে না পারিয়া সমুদয় সৈন্য ত্রিচিনপল্লীতে প্রেরণ করিল। কিন্তু ইংরেজ-সেনানী লরেন্স ও ক্লাইব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যুদ্ধফল ঃ—এই যুদ্ধে চাঁদ সাহেব ও ফরাসী সৈনাপতি লা উভয়েই পরাস্ত হইলেন। মহম্মদ আলী কর্ণাটের নবাবী প্রাপ্ত হইলেন ও ইংরেজ-ফরাসীদিগের দ্বিতীয় যুদ্ধ শেষ হইল (১৭৫২ খৃঃ)। ফরাসী কোম্পানি এই গোলযোগ শুনিয়া ডুপ্লেকে পদচ্যুত করিলেন এবং ১৭৫৫ খৃঃ উভয় জাতির সন্ধি হইল। এই সন্ধির পূর্ব্বেই ক্লাইব ইংলণ্ডে যাত্রা করেন।

তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৫৮-৬১খৃঃ)।

যুদ্ধের কারণ ঃ—১৭৫৬ খৃঃ ইউরোপে ইংরেজ ফরাসী উভয় জাতির যুদ্ধ ঘটে। সেই সূত্রে এ দেশেও তাঁহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

যুদ্ধ ঃ—এই যুদ্ধের উপক্রম দেখিয়াই ক্লাইবকে এ দেশে

পাঠান হয়। ফ্রান্স হইতে লালী ফরাসীদিগের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া আসিয়া পটুকেরীতে উত্তীর্ণ হইয়াই বুসীকে সলাবৎ-জঙ্গের সভা হইতে পটুকেরীতে আসিতে আদেশ করিলেন এবং বুসী আসিবার পূর্ব্বেই লালী ইংরেজদিগের ফোর্ট সেণ্ট ডেবিড দুর্গ ভূমিসাৎ করিলেন। পরে মান্দ্রাজ নগর আক্রমণ করতঃ ইংরেজ-সেনানী লরেন্সকে সসৈন্যে দুই মাস অবরুদ্ধ রাখিলেন। তৎকালে ইংরেজদিগের এমত দুর্দ্দশা হইয়াছিল যে, আর কিছু দিন সে অবস্থায় থাকিলে তাঁহারা লালীর নিকট পরাভূত হইতেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে ইংলণ্ড হইতে কয়েকখান যুদ্ধজাহাজ আসায় লালী রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিলেন। ইংরেজেরা মুক্ত হইয়া কর্ণেল কুট নামক সেনানীকে ফরাসীদিগের অধিকারে প্রেরণ করিলেন। "বন্দীবাস" নামক স্থানের যুদ্ধে লালী, কুটের নিকট পরাজিত হইয়া পটুকেরীতে পলায়ন করিতে বাধ্য ও বুসী বন্দীকৃত হইলেন (১৭৫৯ খৃঃ)। পরে কুট ক্রমে ক্রমে ফরাসীদিগের অধিকৃত তাবৎ দুর্গ অধিকার করিয়া পটুকেরীতে উত্তীর্ণ হইয়া লালীকে অবরোধ করিলেন।

যুদ্ধ-ফল ঃ—লালী নিরুপায় হইয়া ইংরেজদিগের নিকট পরাভব স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাদিগের পটুকেরী ও অন্যান্য তাবৎ দুর্গ ইংরেজদিগের হস্তগত হইল (১৭৬১ খৃঃ)।

ইহার পর ১৭৬৩ খৃঃ সন্ধি হওয়ায় ফরাসীরা পটুকেরী প্রভৃতি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াও আর এ দেশে প্রাধান্য সংস্থাপনে সমর্থ হন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গালা অধিকার।

সিরাজ উদ্দৌলা ঃ—১৭৪০ খৃঃ আলিবর্দ্দী খাঁ, বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, এই তিন প্রদেশের নবাবী পদে অধ্যাসীন হইয়া সুনিয়মে প্রজাদিগের শাসন করিতেছিলেন। ১৭৫৬ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলা তৎপদে অধিষ্ঠিত হইয়া নানা কুক্রিয়ার রত হওয়ায় প্রজাসাধারণের বিরাগভাজন হইলেন। তাঁহার চরিত্র নানা প্রকারে কলুষিত ছিল। ভদ্রলোকের মানহানি ও জাতিচ্যুতি করা, গর্ভবতীর গর্ভবিদারণ, সংকুলজাতা সতীর সতীত্বহরণ, জলে জনপূর্ণ পোত নিমগ্নকরণ প্রভৃতি অতি উৎকট ও নিষ্ঠুর ব্যাপার সকল তাঁহা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইত। ব্যক্তিবিশেষের যথেচ্ছাচার ও অশান্তির উদাহরণ অদ্যাপি লোকে "যেন নবাব সিরাজ উদ্দৌলা" এই কথা প্রয়োগ করে।

সিরাজ উদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ ও অন্ধকূপ হত। ঃ—ঢাকার গবর্ণর রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে সমস্ত সম্পত্তিসহ আশ্রয় দেওয়া ও সিরাজের নিষেধ সত্ত্বেও কলিকাতার দুর্গ সংস্কার করায় ইংরেজদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া সিরাজ তাঁহাদের কাশিমবাজারস্থ কুঠি লুণ্ঠন করতঃ কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ করিলেন। সর্ব্বাধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব প্রভৃতি ভয়ে পলায়ন করিলে হলওয়েল সাহেব অধ্যক্ষ হইয়া দুই দিন দুই রাত্রি যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে পরাভূত এবং দুর্গস্থিত

সমস্ত ইংরেজসহ বন্দীকৃত ও সেনাপতি মানিকচাঁদকর্তৃক এক ক্ষুদ্র গৃহে অবরুদ্ধ হইলেন (১৭৫৬ খৃঃ, ২০এ জুন)। পরদিন প্রভাতে দৃষ্ট হইল, ১৪৬ জনের মধ্যে ২৩ জন মাত্র জীবিত রহিয়াছে। ইহাকে "অন্ধকূপহত্যা" বলে।

কলিকাতা পুনরুদ্ধারঃ—মান্দ্রাজে অন্ধকূপহত্যাঘটিত ভয়ঙ্কর সম্বাদ পঁহুছিলে ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন সাহেব বাঙ্গালায় আসিয়া সেনাপতি মানিকচাঁদকে পরাস্ত করিয়া কলিকাতা পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন। সিরাজ শুনিয়া সসৈন্যে আসিয়া ক্লাইবকে পরাজয় করা কঠিন বিবেচনায় সন্ধিস্থাপন করতঃ রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন। এই সন্ধি দ্বারা ইংরেজেরা পূর্ব্বের অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, অধিকন্তু কলিকাতায় টাকশাল স্থাপনের অনুমতি পাইলেন এবং নবাব তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ করিবেন স্বীকার করিলেন। এই সময়ে সিরাজ ফরাসীদিগের সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছেন বলিয়া ক্লাইব ফরাসীদিগের অধিকৃত চন্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন।

সিরাজ উদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করণের ষড়্‌যন্ত্র।—এই সময়ে সিরাজের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার প্রধান সচিব রায়দুর্লভ, সেনাধ্যক্ষ মীরজাফর, ধনাধ্যক্ষ জগৎ শেঠ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাণী ভবানী বণিক উমিচাঁদ ও খোজাবাজিদ প্রভৃতি এ দেশের প্রধান প্রধান লোক তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করার ষড়্‌যন্ত্র করিয়া সাহায্যার্থ ইংরেজদিগের নিকট প্রার্থনা করিলে, ইংরেজেরা ২১ কোটি টাকা ও কলিকাতার পার্শ্বস্থ কিয়দংশ ভূমি লাভের প্রত্যাশায়

সাহায্য প্রদানে সম্মত হইলেন এবং মীরজাফর নবাব হইবেন স্থিরীকৃত হইল।

পলাশীর যুদ্ধ ঃ—এইরূপ স্থির করিয়া ক্লাইব সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করতঃ মুরশিদাবাদের সন্নিহিত "পলাশীর" মাঠে উত্তীর্ণ হইলেন। সিরাজও তাঁহার আগমনবার্ত্তা পাইয়া সসৈন্যে তথায় উপনীত হইলেন। ১৭৫৭ খৃঃ ২৩এ জুন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। জাফর ইংরেজদিগের সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু করিতে পারিলেন না। তথাপি ক্লাইব অতুল সাহসসহকারে তিন সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া বিংশতি গুণ সৈন্যের সহ যুদ্ধ করিতেলাগিলেন। নবাবের সেনাপতি মীরমদন ও রাজা মোহনলাল রণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বেলা দুই প্রহরের সময় কামানের গোলাদ্বারা আহত হইয়া মীরমদন প্রাণত্যাগ করিলে, মোহনলাল সমুদয় সৈন্যের পরিচালক হইয়া যুদ্ধে ইংরেজদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিলেন। এই সময়ে নবাব, মীরজাফরকে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করাতে, তিনি সে দিবস যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দিলেন। নবাব তাঁহার চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া, যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে আদেশ দেওয়ায় সেনাপতিদিগের উৎসাহভঙ্গ হইল ও সৈন্যগণ ভয়ে চারি দিকে পলায়ন করিল; সুতরাং ক্লাইবের জয়লাভ হইল।

যৎকালে সিরাজের সিংহাসনচ্যুতির ষড়যন্ত্র হয়, তখন উমিচাঁদ ধূর্ত্ততা করিয়া অধিক অর্থ লাভের আশয়ে ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিতে চাহিলে, ক্লাইব তাঁহাকে অর্থ প্রদান করিবার একখানি জাল অঙ্গীকার পত্র প্রস্তুত ও তাহাতে ওয়াটসন

সাহেবের নাম জাল করিয়া দেখান। কিন্তু যুদ্ধাবসানে তাঁহাকে প্রকৃত প্রতিজ্ঞাপত্র দেখাইয়া বঞ্চিত করা হয়।

সিরাজ প্রাণভয়ে পলাইয়াও রক্ষা পাইলেন না। ভগবান্‌গোলার নিকট ধরা পড়িয়া রাজধানীতে আনীত ও জাফরের পুত্র মীরণকর্ত্তৃক নিহত হইলেন। মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে ক্লাইবের জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

মীরজাফর ঃ—মীরজাফর ইংরেজদিগের কৃপায় নবাবী পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ইংরেজদিগকে অঙ্গীকৃত টাকার কিয়দংশ ও কলিকাতার দক্ষিণ তাবৎ ভূভাগ প্রদান করিলেন। এই অবধি বাঙ্গালায় যখন যিনি নবাব হইয়াছিলেন, ইংরেজদিগের প্রসাদাৎ। এবং এই অবধি এদেশে ইংরেজদিগের আধিপত্যেরও সূত্রপাত হইল।

এই সময় সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র আলিগোহর (শাহ্ আলম) অযোধ্যার সুবাদারের সহিত মিলিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রাধান্য স্থাপনার্থ অনেক সৈন্য লইয়া পাটনা আক্রমণ করিলে মীরজাফর তাঁহাকে অর্থ প্রদান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে উৎসুক হন। কিন্তু ক্লাইব ৪৫০ গোরা ২৫০০ সিপাহী লইয়া স্বয়ং পাটনায় উপস্থিত হইলে আলিগোহর পলায়ন করেন (১৭৫৯)। এই সময় ইংরেজেরা, হায়দরাবাদের নিজাম সলাবৎজঙ্গের সহ বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং মছলীপটন অধিকারপূর্ব্বক উত্তর সরকার প্রদেশে আধিপত্য লাভ ও চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগকে পরাভূত করেন। অতঃপর ক্লাইব ভান্সিটার্টের হস্তে কার্য্যভার দিয়া কিছুকালের জন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

মীরকাশিম ঃ—মীরজাফর এ পর্য্যন্ত ইংরেজদিগকে অঙ্গীকৃত সমুদয় টাকা পরিশোধ করিতে না পাবায় অর্থলোভী ইংরেজেরা জাফরের জামাতা মীরকাশিমকে নবাব করিলেন। কাশিম, ইংরেজ কোম্পানিকে "বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম" এই তিন জেলার অধিকার এবং সাহায্যকারী ইংরেজদিগকেও কয়েক লক্ষ টাকা প্রদান করিলেন (১৭৬০ খৃঃ)।

কাশিম মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করিয়া সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত ও তথায় বন্দুকের কারখানা করিলেন।

কাশিমের সহ বিবাদ ঃ—তৎকালে কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের বেতন অল্প থাকায় তাঁহারা আপন আপন অর্থদ্বারা বাণিজ্য করিতেন। কোম্পানির সনন্দানুসারে তাঁহারাও বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। মাশুলঘাটায় কোম্পানির নিশান দেখাইয়া শুল্ক ফাঁকি দিতেন। মীরকাশিম এই অন্যায় আচরণের প্রতিকার করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া অবশেষে কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকলেরই শুল্ক রহিত করেন। এই সূত্রে কাশিমের সহ ইংরেজদিগের বিবাদ হয়। (১৭৬৩)

কাশিমের সহিত যুদ্ধ ঃ—এই বিবাদে পাটনার কুঠির প্রধান কর্ম্মচারী এলিস্‌সাহেব সর্ব্বাগ্রে নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ঘড়িয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে কাশিম ইংরেজসেনানী মেজর এডাম্‌সের নিকট পরাজিত হইলেন। তৎপরে তিনি পাটনার অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ও বাঙ্গালীর প্রাণদণ্ড করতঃ অবশেষে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হইলেন। পরে, বাদশাহ শাহ আলম ও সুজা

উভয়ে কাশিমের সাহায্যার্থে পাটনায় আসিলেন। কিন্তু ইংরেজ-সেনানী কর্ণাক তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। এই সময় ইংরেজ কোম্পানির সিপাহী সৈন্য বিদ্রোহী হওযায় সেনাপতি মেজর মনরো (পরে সার্ হেক্টর্‌মনরো) ২৪ জন প্রধান বিদ্রোহীকে কামানে উড়াইয়া দিয়া বিদ্রোহ শান্তি করিলেন। পরে "বক্সর" নামক স্থানে মেজর মনরোর সহিত সুজাব সংগ্রাম হইল, তাহাতে ইংরেজ পক্ষ জয়ী হইলেন (১৭৬৪ খৃঃ)। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংরেজেরা বাঙ্গালার একাধিপত্য লাভ করিলেন।

কাশিমের সহ বিবাদে মীরজাফর পুনর্ব্বার নবাব এবং নন্দকুমার তাঁহার দেওয়ান হইলেন (১৭৬৩ খৃঃ)। পরে মীরজাফরের মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নজমউদ্দৌলা নবাব এবং মহম্মদ রেজা খাঁ তাঁহার দেওয়ান হইলেন (১৭৬৬ খৃঃ)।

লর্ড ক্লাইব (তৃতীয় বার)

(১৭৬৫-৬৭ খৃঃ)।

কাশিমের সহিত যে সকল ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে, তাহা ডিরেক্টরেরা জ্ঞাত হইয়া ক্লাইবকে পুনর্ব্বার কলিকাতার গবর্ণর করিয়া পাঠাইলেন (১৭৬৫ খৃঃ, মে)। ক্লাইব আসিয়া মুরশিদাবাদে যাইয়া নবাবের সহিত এই বন্দোবস্ত করিলেন যে, ইংরেজেরা রাজ্যরক্ষা এবং নবাবের কর্ম্মচারীরা করসংগ্রহ, বিচার ও দণ্ডবিধান প্রভৃতি কার্য্য সমাধা করিবেন। কিন্তু ইংরেজেরা সর্ব্ববিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। নবাব ইংরেজ কোম্পানির নিকট হইতে বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন। পশ্চিমে

গিয়া অযোধ্যাপতি সুজা উদ্দৌলার নিকট হইতে কড়া ও এলাহ-বাদ লইয়া, উহা সম্রাট শাহ আলমকে দিয়া, সম্রাটের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার "দেওয়ানী" গ্রহণ করিলেন (১৭৬৫ খৃঃ, ১২ই আগষ্ট)। সম্রাটকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে হইবে স্থির হইল। দেওয়ানী পাওয়ায় ইংরেজ কোম্পানি সার্দ্ধ দ্বিকোটি লোকের প্রভু হইলেন এবং চারি কোটি টাকা রাজস্ব লাভ করিলেন। ইহার পর কোম্পানির কর্ম্মচারী-দিগের নিজ নামে বাণিজ্য করা ও এদেশীয়দিগের নিকট হইতে নানা বাবে উপহার গ্রহণ করা প্রভৃতি কতকগুলি কুরীতি সংশোধন ও সৈন্যদিগের "ডবল্ ভাতা" প্রাপ্তি রহিত করিলেন। কিন্তু লবণের একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপস্বত্বের কিয়দংশ ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের পদমর্য্যাদানুসারে বিভাগ করিয়া দিবার নিয়ম হইল।

১৭৬৭ খৃঃ ক্লাইব, ভেরেলষ্ট সাহেবের হস্তে গবর্ণরী-ভার দিয়া স্বদেশে যাত্রা করেন।

ভেরেলষ্ট সাহেবের পর ১৭৬৯ খৃঃ কার্টিয়র সাহেব বাঙ্গালার গবর্ণর হইয়া কিছুকাল কার্য্য করেন।

এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে শিখ, রোহিল্লা, জাঠ, মোগল, রাজ-পুত ও ইংরেজ এবং দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ, মোগল, পাঠান ও মহারাষ্ট্রীয়েরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়।

১৭৬৬ খৃঃ "উত্তর সরকার" প্রদেশ পাইয়া ইংরেজেরা নিজা-মের সহিত সন্ধি করেন যে, আবশ্যক হইলে সৈন্য দিয়া ইংরেজ কোম্পানি তাঁহার সাহায্য করিবেন এবং ঐ প্রদেশের জন্য তাঁহাকে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা কর দিবেন।

হায়দর আলি ঃ—এই সময়ে হায়দর আলি নামক এক ব্যক্তি দাক্ষিণাত্যে পরাক্রমশালী হইয়া বলপূর্ব্বক মহীশূর রাজ্য অধিকার করেন। মহীশূর, হায়দরের পূর্ব্বে, হিন্দু রাজার অধিকারে ছিল। হায়দর, একজন সাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধার পুত্র। তিনি লেখাপড়া কিছুই জানিতেন না; কিন্তু অতিশয় চতুর, পরাক্রমশালী ও পরিশ্রমী ছিলেন। প্রথমে মহীশূর রাজ্যের সৈন্যের মধ্যে সামান্য কর্ম্ম করিতেন। ক্রমে উচ্চতর কার্য্য পাইয়া, ইচ্ছামত সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হন। এই অনুমতিতে চারিদিকের দস্যু-সৈন্য সংগ্রহ ও তাহাদের সাহায্যে অনেক অর্থ সঞ্চয় করেন। ক্রমে তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হওয়াতে মহীশূরের তদানীন্তন অকর্ম্মণ্য হিন্দু রাজাকে ভয় দেখাইয়া রাজ্যভার হইতে অপসৃত করিয়া ১৭৬১ খৃঃ মে মাসে স্বয়ং রাজাসনে অধিষ্ঠিত হন। পরে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন।

মহীশূরের প্রথম যুদ্ধ (১৭৬৭-৬৯ খৃঃ)।

কারণ ঃ—হায়দরাবাদের নিজাম, নিজাম আলি এবং মাহ্রাট্টারা, হায়দরের পরাক্রম দেখিয়া তাঁহাকে সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। নিজামের সহিত সন্ধির পণানুসারে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকেও তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইল।

যুদ্ধ ঃ—মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট, কর্ণেল স্মিথ্‌কে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া এক দল সৈন্যসহ হায়দরের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন কিন্তু মাহ্রাট্টারা ও নিজাম গোপনে অর্থ পাইয়া হায়দরের বিপক্ষতা করিতে ক্ষান্ত হইলেন; অধিকন্তু নিজাম স্বীয় সৈন্য দিয়া হায়-

দরের সাহায্য করিতে লাগিলেন। সুতরাং কেবল ইংরেজেরাই ১৭৬৭ খৃঃ চেঙ্গামা নামক স্থানে হায়দরের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিলেন এবং নিজামের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার রাজ্যে এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। তাহাতে নিজাম ভীত হইয়া ইংরেজ পক্ষে পুনর্ম্মিলিত হইলেন। কিন্তু হায়দর সাহস-হীন হইলেন না। তিনি (১৭৬৮ খৃঃ) অনেক স্থানে জয়লাভ করতঃ ইংরেজাধিকারে নানা দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। পরে ১৭৬৯ খৃঃ মার্চ্চ মাসে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্যসহ মান্দ্রা-জের কিছু দূরে উপস্থিত হইয়া ইংরেজ সেনাপতি স্মিথের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করতঃ কৌশলক্রমে তাঁহাকে অধিক দূরে লইয়া গেলেন, এবং কতকগুলি সৈন্য তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া স্বয়ং হঠাৎ মান্দ্রাজে উপনীত হইলেন।

যুদ্ধফল ঃ—সৈন্য সকল দূরে থাকায় ইংরেজ অধ্যক্ষেরা গত্যন্তররহিত হইয়া হায়দরের প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। সন্ধিদ্বারা এই নির্ণীত হইল, উভয় পক্ষ যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা পরস্পরকে ফেরত দিবেন এবং বিপদের সময় পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্য করিতে হইবেক (১৭৬৯ খৃঃ)।

তৃতীয় অধ্যায়।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ১৭৭২-৮৫ খৃঃ।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৫০ খৃঃ ১৭ বৎসর বয়সে ক্লাইবের ন্যায় কোম্পানির কেরাণী হইয়া এ দেশে আইসেন। ক্রমে কার্য্য নিপুণতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইলে পলাশীর যুদ্ধের পর মুর-শিদাবাদে ইংরেজ কোম্পানির এজেণ্ট ও তৎপরে কলিকাতার কৌন্সিলের একজন মেম্বর হন। তাহার পর কার্টিয়র সাহেব ১৭৭২ খৃঃ বাঙ্গালার গবর্ণরী পরিত্যাগ করিলে ঐ পদে নিযুক্ত হন।

হেষ্টিংস গবর্ণর হইবার পূর্ব্বে এ দেশে এক প্রকার অরাজ-কতা উপস্থিত হওয়ায় অনেক ভূমি নিষ্কর হইয়া পড়ে। আবার ১৭৬৯-৭০ খৃঃ (বাঙ্গালা ১১৭৬ অব্দ) ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই সকল কারণে কোম্পানির রাজস্বের বিস্তর ক্ষতি হয়। তজ্জন্য বাঙ্গালার নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ ও বেহারের নায়েব দেওয়ান রাজা শেতাব রায় কলিকাতায় আনীত হইয়া এক প্রকার কারারুদ্ধ থাকিয়া বহুকষ্টে নিষ্কৃতি পান। এক্ষণে নায়েব দেওয়ানী পদ উঠাইয়া দিয়া মণিবেগমকে নাবালক নবাবের রক্ষয়িত্রী ও নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাসকে নবাবের দেওয়ানী-পদে নিযুক্ত করা হইল।

১৭৭২ খৃঃ কোম্পানি প্রকাশ্যভাবে দেওয়ানী ভার গ্রহণ

করিয়া বাঙ্গালা প্রদেশকে ২৪ পরগণা, মুরশিদাবাদ, নদিয়া, যশোহর, রাজসাহী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি চতুর্দ্দশ এবং বিহার প্রদেশকে চারি জেলায় বিভক্ত করিলেন। প্রত্যেক জেলার রাজস্ব আদায়ের জন্য "কলেক্টর" নিযুক্ত হইলেন এবং বিচার কার্য্যের সুবিধার জন্য "দেওয়ানী" ও "ফৌজদারী বিচারালয় স্থাপিত হইল। কলেক্টরেরা দেওয়ানী বিচার ও কাজী ও মুফ্‌তিগণ ফৌজদারী বিচার করিবেন। আপীল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতায় "সদর দেওয়ানী" ও "সদর নিজামৎ" নামে দুইটী প্রধান বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। সকৌন্সিল গবর্ণর সদর দেওয়ানীর অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন। জমিদারেরা ন্যায্য কর না দিলে জমিদারী নিলাম হইবে এবং যাহারা অধিক কর দিবে, তাহাদিগকে আপাততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য পাট্টা দেওয়া যাইবে, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইল। রাজকোষ ও সরকারী কার্য্যালয় কলিকাতায় আনীত ও কলিকাতাই রাজধানী হইল।

ইংলণ্ড হইতে প্রথম ব্যবস্থাপত্র।

ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট ভারতবর্ষের উপর কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষমতা রাখিবার জন্য ১৭৭৩ খৃঃ এ দেশের শাসনসম্বন্ধে এই নিয়মপত্র প্রচার করিলেন যে, (১) বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এই তিন প্রেসিডেন্সির মধ্যে বাঙ্গালাই সর্ব্বপ্রধান হইবে এবং বাঙ্গালার গবর্ণর "গবর্ণর জেনেরল" নামে অভিহিত হইবেন ও তাঁহার সাহায্যার্থে একটী "কৌন্সিল" অর্থাৎ মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হইবে। গবর্ণর জেনেরল বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা এবং কৌন্সিলের মেম্বরেরা প্রত্যেকে এক লক্ষ টাকা করিয়া বেতন পাইবেন। এই সমস্ত নির্দ্ধারিত হইলে, হেষ্টিংস

১৭৭৪ খৃঃ প্রথম গবর্ণর জেনেরল, এবং ক্লেবারিং, ফ্রান্সিস্, মনসন ও বারওয়েল্ কৌন্সিলের মেম্বর হইলেন।

(২) ১৭৭৩ খৃঃ কলিকাতায় "সুপ্রিমকোর্ট" নামক বিচারালয় স্থাপিত হয়। সর্ ইলাইজা ইম্পে চীফ্ জষ্টিস এবং চেম্বর্স, লেমেস্থার ও হাইড্ পিউনি জজ নিযুক্ত হন। এই জজেরা ইংলণ্ডের রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং ইংলণ্ডের ব্যবস্থানুসারে বিচার করিবেন, এইরূপ নির্দ্ধারিত হয়। (৩) সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরল সমুদয় ইংরেজাধিকারে কর্ত্তৃত্ব ও আইন প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

(৪) কোম্পানির রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীকে জানাইতে হইবে। (৫) কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ উৎকোচ গ্রহণ বা ব্যবসায় করিতে পারিবেন না। ইংলণ্ডের ডিরেক্টর সভার ২৪ জন মেম্বরের মধ্যে ৬ জন এক বৎসরের, ৬ জন দুই, ৬ জন তিন ও ৬ জন চারি বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন নির্দ্ধারিত হয়।

রোহিলাদিগের সহ যুদ্ধ ঃ—অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, রোহিলখণ্ড প্রদেশ আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে হেষ্টিংসের সাহায্য প্রার্থনা করায় হেষ্টিংস ৪০ লক্ষ টাকা পাইবার প্রত্যাশায় ১৭৭৪ খৃঃ এক দল সৈন্য পাঠাইয়া রোহিলাদিগের প্রধান সর্দ্দার হাফেজ রহমৎকে সমরশায়ী করিলেন। সুজা, কেবল ফয়জুল্লা নামক এক জন সর্দ্দারকে একটী জায়গীর দিয়া সমস্ত রোহিলা প্রদেশ অধিকার করিলেন। এইটী হেষ্টিংসের অতি গর্হিত কার্য্য হয়। হেষ্টিংস বাঙ্গালার নবাবের বৃত্তি কমাইয়া অর্দ্ধেক করিলেন। সম্রাট শাহ আলম

মার্হাট্টাদিগের কর্তৃত্বাধীনে থাকায় তাঁহার নিকট হইতে কড়া ও এলাহবাদ লইয়া অযোধ্যায় নবাবের নিকট বিক্রয় করিলেন। ইহাতে কোম্পানির ৫০ লক্ষ টাকা লাভ লইল, এবং সম্রাটকে বার্ষিক যে ২৬ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইত, হেষ্টিংস তাহাও বন্ধ করিলেন।

নূতন কৌন্সিলের সহিত বিবাদ ঃ—নূতন কৌন্সিলের মেম্বরেরা (বারওয়েল্ ব্যতীত) হেষ্টিংসকে অতিশয় অত্যাচারী শাসনকর্তা স্থির করিয়া যে কোনরূপে তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টায় রত হইলেন। তাঁহারা হেষ্টিংসের কৃত অনেক বন্দোবস্ত পরিবর্তন করিতে লাগিলেন। ক্রমে এ দেশীয় লোক হেষ্টিংসকে ক্ষমতাহীন জানিয়া তাঁহার নামে নানা অভিযোগ করিতে লাগিল।

নন্দকুমারের ফাঁসী ঃ—মহারাজা নন্দকুমারও, তাঁহার পুত্র গুরুদাস ও মণিবেগমকে নবাব সরকারে নিযুক্ত করিবার সময় হেষ্টিংস অনেক টাকা উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযোগ করিলেন। হেষ্টিংস, নন্দকুমারের নিধন সাধন ভিন্ন নিস্তার নাই ভাবিয়া প্রথমতঃ চক্রান্তকারী বলিয়া স্বয়ং তাঁহার নামে অভিযোগ করিলেন। কিন্তু ইহা বিফল হইল দেখিয়া মোহন প্রসাদ নামক এক জন সওদাগর দ্বারা জালকারী বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে অভিযোগ করাইলেন। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি, হেষ্টিংসের পরম বন্ধু ইম্পে, হেষ্টিংসের তুষ্টিসাধনার্থ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। তদনুসারে ১৭৭৫ খৃঃ নন্দকুমারের ফাঁসী হয়।

নন্দকুমার প্রকৃত দোষী হইলেও তাঁহার প্রাণদণ্ড ন্যায়সঙ্গত

হয় নাই। যেহেতু জাল অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধি এ দেশে কখন প্রচলিত ছিল না।

ইতিমধ্যে হেষ্টিংস একবার বিরক্ত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করায় ক্লেবারিং তৎপদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু মন্সনের মৃত্যু হওয়ায় বিপক্ষদল কমিয়া যাওয়াতে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করায় স্বপদে রহিলেন।

সুপ্রিমকোর্টের হাঙ্গামা :—সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পের দুর্ব্যবহারে কেবল নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হয় এমন নহে। তিনি সকলেরই উপর কর্ত্তৃত্ব ও নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। সুতরাং হেষ্টিংস তাঁহাকে সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতির পদ দিয়া তাঁহার অত্যাচারের পথ বন্ধ করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় প্রথম যুদ্ধ (১৭৭৫-১৭৮২ খৃঃ)।

যুদ্ধের কারণ :—মহারাষ্ট্রদেশ, পেশবা, গুইকবাড়, ভুঁস্লা, হুলকার ও সেন্ধিয়া এই পঞ্চজন পরাক্রান্ত সামন্তের ক্ষমতাধীন ছিল; এবং ইঁহাদের মধ্যে পেশবাই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ১৭৭৩ খৃঃ পেশবা বংশীয় রঘুবজী নিজ ভাতুষ্পুত্রকে নিধন করিয়া স্বয়ং পেশবা-পদে আরূঢ় হন। কিন্তু নানা ফর্ণাভিস্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোক তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভাতুষ্পুত্রের পুত্রকে পেশবা পদে অভিষিক্ত করায়, তিনি(রাঘব) বোম্বাইয়ের নিকটস্থ সালসিত ও বেসিন নামক ~~দুইটী~~ স্থান এবং কয়েক লক্ষ টাকা উপস্বত্বের জমিদারী প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া বোম্বাই গবর্ণমেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

যুদ্ধ ও যুদ্ধফলঃ—বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট, রাঘবের সাহাষ্যার্থ সৈন্য পাঠাইয়া মহী নদীর নিকট "আরস গ্রামে" মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। কিন্তু কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বরদিগের অমতে এই যুদ্ধ হওয়াতে তাঁহারা রাঘবকে পরিত্যাগ করিয়া নানা ফর্ণাভিসের নিকট সালসিত প্রাপ্ত হইয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন (১৭৭৫ খৃঃ)। ইহাকে "পুরন্দর সন্ধি" বলে। এই সন্ধির অনতিপরেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া ইংরেজেরা পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ইংরেজ সৈন্য একটী পার্ব্বতীয় প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হওয়ায় নিরুপায় হইয়া বিজিত স্থান সকল প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন। ইহাকে "ওয়ার্গামের সন্ধি" বলে। এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াই পূর্ব্বসন্ধি ভঙ্গ করিয়া ইংরেজেরা রাঘবের সাহায্যার্থে ১৭৭৮ খৃঃ পুনর্ব্বার এক দল সৈন্যসহ গডার্ড নামক সেনাপতিকে পাঠাইলেন। গডার্ড সেন্ধিয়া ও হুলকারকে পরাজয় করিলেন এবং পপ্‌হাম সেন্ধিয়ার গোয়ালিয়রের দুর্গ অধিকার করিলেন। কিন্তু গডার্ড ১৭৮১ খৃঃ পেশবার রাজধানী পুনা আক্রমণ করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। বিশেষতঃ তৎকালে হায়দর আলির সহিত দ্বিতীয় বার যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হওয়াতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহ শীঘ্র সন্ধিস্থাপন করা হইল (১৭৮২ খৃঃ)। রাঘব, মাহারাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ২৫০০০৲ টাকা বেতন পাইবেন এবং পুরন্দর সন্ধির পর ইংরেজেরা তাঁহাদের যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যর্পিত হইবেক। ইহাকে "সালবাইয়ের সন্ধি" বলে; অর্থাৎ পুরন্দরসন্ধি স্থায়ী ও নানা ফর্ণাভিসের জয় হইল।

মহীশূরের দ্বিতীয়-যুদ্ধ (১৭৮০-৮৪ খৃঃ)।

যুদ্ধের কারণ ঃ—মার্হাট্টারা হায়দরের অধিকার আক্রমণ ও পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে হায়দরকে ব্যতিব্যস্ত করাতে হায়দর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির পণানুসারে ইংরেজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায় ইংরেজেরা কর্ণাটের নবাবের মন্ত্রণায় তাঁহাকে সাহায্য করিলেন না। তিনি অনেক অর্থ ও নিজ রাজ্যের কিয়দংশ দিয়া মার্হাট্টাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু ইংরেজদিগের প্রতি তাঁহার কোপানল প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় তিনি ইহার প্রতিফল প্রদানের সঙ্কল্প করিলেন।

যুদ্ধ ঃ—১৭৮০খৃঃ হায়দর ৯০ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যসহ কর্ণাটে উপস্থিত হইয়া তথাকার রাজধানী আর্কাডু আক্রমণ করতঃ নানামত অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ইংরেজ সেনাপতি বেলি আসিয়া পলিলোর নামক স্থানে হায়দরের সহ যুদ্ধে প্রায় সমুদয় সৈন্য হারাইলেন ও স্বয়ং বন্দী হইলেন, মনুরো ভয়ে মান্দ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হেষ্টিংস এই সম্বাদ পাইয়া বাঙ্গালা হইতে সর্ আয়র্ কুট সাহেবকে পাঠাইলেন। কুট, পোর্টনভা, ও সেলিমগড় প্রভৃতি স্থানে হায়দরকে যুদ্ধে পরাজয় করিলেন (১৭৮১ খৃঃ)। পরে (১৭৮২ খৃঃ) হায়দরের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র টিপু একলক্ষ সৈন্যসহ ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া তিন সহস্র ইংরেজ সৈন্যকে ৯ মাস মঙ্গলোড়ের দুর্গে অবরুদ্ধ রাখিলেন। দুর্গ-অবরোধকালে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট চতুরতাপূর্ব্বক কর্ণেল্ ফুলার্টনকে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপটন আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন।

যুদ্ধফল ঃ—টিপু, রাজধানী রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া

অগত্যা মঙ্গলোড় নগরে ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি দ্বারা উভয় পক্ষই বিজিত ও অধিকৃত স্থান সকল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৮৪)।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর উপলক্ষে জমিদারদিগের নিকট রাজস্ব বাকী পড়ায় ১৭৭৭ খৃঃ হইতে প্রতি বৎসরের জন্য রাজস্ব বন্দোবস্ত হয়। রাজস্ব সম্বন্ধীয় তাবদ্বিষয়ে কর্তৃত্ব করণার্থ ১৭৮১ খৃঃ কলিকাতায় "বোর্ড অব্ রেভিনিউ" নামক সভা স্থাপিত হয়। উহাতে চারিজন মেম্বর নিযুক্ত হন। ১৭৮০খৃঃ কলিকাতায় "হিকিস্ গেজেট" নামক সংবাদপত্র প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৭৮২ খৃঃ মুসলমানদিগের শিক্ষার্থ কলিকাতায় "মাদ্রাসা কলেজ" স্থাপিত হয়। এই সময় ডিরেক্টরদিগেব আদেশানুসারে হিন্দু-ব্যবস্থা শাস্ত্রানুসারে হিন্দুদিগের, এবং মুসলমান-ব্যবস্থা শাস্ত্রানুসারে মুসলমানদিগের বিচার করিবার জন্য উভয় ব্যবস্থাশাস্ত্র ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়। হাল্-হেড সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ উইলকিন্স সাহেবের ক্ষোদিত বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত হয় এবং ১৭৮৪ খৃঃ সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি সার উইলিয়ম জোন্সের প্রযত্নে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল নামক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

চেতসিংহের রাজ্যচ্যুতি ও অযোধ্যার বেগমদিগের ধনাপহরণ :—মারহাট্টা ও মহীশূরের যুদ্ধে এবং অন্যান্য কারণে অর্থের অপ্রতুলতা ঘটায় হেষ্টিংস, বারাণসীর রাজা চেতসিংহকে অন্যায় করিয়া রাজ্যচ্যুত করতঃ অনেক অর্থ সংগ্রহ করিলেন। বারাণসী প্রদেশ অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া ইংরেজ কোম্পানি ২২॥ লক্ষ টাকা কর

ধার্য্য করিয়া ১৭৭৫ খৃঃ চেতসিংহকে প্রদান করেন। চেতসিংহ, হেষ্টিংসের আদেশে কিছুকাল দেয় কর অপেক্ষা অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা করিয়া দিয়া পরিশেষে তাহা দিতে অসম্মত হওয়ায় অপমানিত ও রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ৪০ লক্ষ টাকা কর প্রদানে স্বীকৃত হওয়ায় তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু ইহাতেও অর্থের সঙ্কুলন না হওয়ায় অবশেষে হেষ্টিংস অযোধ্যার বেগমদিগের পুরী অবরোধ করতঃ এক কোটি বিংশতি লক্ষ টাকা বাহির করিয়া কোম্পানির ধনাগার পূর্ণ করিলেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তদীয় অসার পুত্র আসফউদ্দৌলা কোম্পানির ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া হেষ্টিংসের নিকট আপনার মাতা ও পিতামহীর নিকট হইতে ধন গ্রহণের প্রার্থনা করিয়া পাঠান। হেষ্টিংসেরও টাকার প্রয়োজন, সুতরাং বেগমেরা, চেতসিংহের সাহায্য করিয়াছেন এই ছল করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিলেন।

হেষ্টিংসের কর্ম্মত্যাগ ও ইংলণ্ডে বিচার ঃ— হেষ্টিংসের উপর ডিরেক্টরেরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন জানিয়া তিনি ১৭৮৫ খৃঃ পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করিলেন। এ দেশে থাকিয়া তিনি যে সমস্ত অত্যাচার ও অবিচার করিয়াছিলেন, পার্লিয়ামেণ্টের প্রধান প্রধান বক্তা বর্ক, ফক্স, সেরিডান, পিট প্রভৃতি অনেকে তদ্বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্টে অভিযোগ করিলেন। ৭ বৎসর বিচারের পর অনেক কষ্টে হেষ্টিংস নিষ্কৃতি পাইলেন।

হেষ্টিংসের চরিত্র ঃ—হেষ্টিংস এক জন অতিশয় ক্ষমতা-

শালী, বুদ্ধিমান্ ও উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি এ দেশে আসিয়া রাজ্যের অনেক সুশৃঙ্খলতা ও সুবন্দোবস্ত করেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে বিদ্বেষ ও বিপত্তিরাশিতে তাঁহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছিল, তথাপি তিনি স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে সমস্ত বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করিয়াছিলেন। ক্লাইব এ দেশে ইংরেজদিগের যে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া যান, হেষ্টিংস তাহা বর্দ্ধিত ও স্থায়ী করিয়া শাসনের সুনিয়ম স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি নন্দকুমারের ফাঁসী, রোহিলাদিগের সহ অকারণ যুদ্ধ, চেতসিংহের রাজ্যচ্যুতি এবং অযোধ্যার বেগমদিগের ধনহরণ প্রভৃতি কতকগুলি গর্হিত কার্য্য করতঃ স্বীয় নামে চিরকলঙ্ক আরোপণ করিয়া গিয়াছেন। তবে এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, তিনি অর্থের অপ্রতুল অবস্থায় এ দেশে আইসেন, সুতরাং অর্থের সঙ্কুলন ও নিয়োগকর্ত্তাদিগের উপকার সাধনার্থ যে স্বীয় চরিত্রকে দূষিত করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। যাহাহউক তিনি যে এক জন উপযুক্ত, ক্ষমতাবান্ ও সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা ছিলেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবেক।

ইণ্ডিয়া বিল।

১৭৮৩ খৃঃ রাজমন্ত্রী ফক্স প্রকাশ্যরূপে কোম্পানির রাজ্যসম্বন্ধীয় সমস্ত ক্ষমতা হরণার্থ পার্লিয়ামেণ্টে কতকগুলি নিয়মের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাহা কাহারও অনুমোদিত হইল না; অধিকন্তু তিনি পদচ্যুত হইলেন। * *

১৭৮৪ খৃঃ প্রধান রাজমন্ত্রী পিট সাহেব কৌশলে কোম্পানির ক্ষমতা হরণার্থ পার্লিয়ামেণ্টে নিম্নলিখিত কয়েকটী নিয়মের

প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব সর্ব্ববাদিসম্মত হয়। ইহারই নাম "ইণ্ডিয়া বিল।"

বোর্ড অব্ কন্ট্রোল ঃ—(১) "বোর্ড অব্ কন্ট্রোল" নামে একটী সভা সংস্থাপিত হইবে; ইংলণ্ডীয় রাজসভার (প্রিবিকৌন্সিলের) ছয় জন উহার মেম্বর হইবেন। ভারতবর্ষের যাবতীয় কার্য্য তাঁহাদের ক্ষমতাধীন থাকিবে। ডিরেক্টরদিগের যে সকল পত্র এদেশে আসিবে, বোর্ড তাহা দেখিয়া কোন পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের ইচ্ছা করিলে করিতে পারিবেন। (২) তিন জন ডিরেক্টরে "গুপ্ত কমিটি" নামে সভা স্থাপিত হইয়া প্রয়োজন মতে কোন কোন বিষয় গোপন করিবেন। ইহাতে অবশিষ্ট ২১ জন মেম্বর ক্ষমতাহীন হইলেন। (৩) বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কৌন্সিলে তিন জন করিয়া মেম্বর থাকিবেন।

পিট সাহেব কৌশলে ডিরেক্টরদিগকে সম্পূর্ণরূপ বোর্ড অব্ কন্ট্রোল সভার অধীন করিয়া তাঁহাদের সমুদয় ক্ষমতা হরণ করিলেন।

মেক্ফার্সন (১৭৮৫-৮৬ খৃঃ)।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পর ২২ মাস কার্ল মেক্ফার্সন সাহেব গবর্ণর জেনেরল্ হইয়া শাসন করেন।

লর্ড করণ্ওয়ালিস্ (১৭৮৬-৯৩ খৃঃ)।

১৭৮৬ খৃঃ লর্ড করণ্ওয়ালিস্ গবর্ণর জেনেরল ও সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া এ দেশে আইসেন। তিনি এ দেশে

আসিয়াই কোম্পানির ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি করেন।

মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৯০-৯২ খৃঃ)।

যুদ্ধের কারণ ঃ—ত্রিবাঙ্কোড়ের হিন্দু রাজা ইংরেজদিগের বন্ধু ছিলেন। মহীশূরাধিপতি টিপু ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্য (১৭৮৯ খৃঃ) আক্রমণ করাতে মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধ ঘটে।

যুদ্ধ ঃ—নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়গণ, ইংরেজদিগের সহকারী থাকিয়াও প্রথম বৎসর সাহায্য করিলেন না, এবং সেনাধ্যক্ষ মেডোসও টিপুর কোন বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতে পারিলেন না। পর বৎসর (১৭৯১ খৃঃ) গবর্ণর জেনেরল স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বাঙ্গালোর অধিকার পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গপটনের অনতিদূরে "আরিকারা" গ্রামে টিপুকে সর্ব্বতোভাবে পরাজয় করতঃ রাজধানী শ্রীরঙ্গপটন অবরোধ করিলেন।

যুদ্ধফল ঃ—টিপু গত্যন্তররহিত হইয়া তিন কোটি টাকা ও অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া এবং নিজের সদাচরণের প্রতিভূস্বরূপ দুই পুত্রকে ইংরেজদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া সন্ধি করিলেন (১৭৯২ খৃঃ)। এই যুদ্ধে বড়মহল, দিন্দিগুল, সলেম, মলবর প্রভৃতি ইংরেজেরা লাভ করিলেন। নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়গণও বিজিত প্রদেশের কিছু কিছু অংশ প্রাপ্ত হইলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আদি ঃ—১৭৯১ খৃঃ জমিদারদিগের সহিত দশ বৎসরের জন্য যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহাই ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষীয়দিগের অনুমতি অনুসারে ১৭৯৩ খৃঃ "চিরস্থায়ী" হইল। এক এক জেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী

বিচারের জন্য জজ, মুন্সেফ ও রেজিষ্টার নিযুক্ত হইলেন। কলেক্টরেরা কেবল রাজস্ব আদায় করিবেন। ফৌজদারী মকদ্দমার বিচারের জন্য জেলার জজের উপর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হইল। আপীল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতা, মুরশিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনা, এই চারি নগরে চারিটী "প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট" স্থাপিত হইল। চোর, ডাকাইত ও হত্যাকারী লোক ধরিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় দশ ক্রোশ অন্তর এক এক থানায় এক এক জন করিয়া দারগা নিযুক্ত হইলেন। জমিদারদিগের মৃত্যুর পর তাহাদিগের নাবালক পুত্র বা অকর্ম্মণ্য উত্তরাধিকারীদিগের জন্য "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্" স্থাপিত হইল, এবং এই সময়ে "আইন সঙ্কলন" করা হইল। বার্লো সাহেব কর্ত্তৃক ১৭৯৩ খৃঃ সঙ্কলিত সমুদয় আইন, পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ভবিষ্যৎ কালের বিধি সমূহের মূল স্বরূপ হইল।

করণ্ওয়ালিসের চরিত্র ও কার্য্যবিবরণঃ—১৭৯৩ খৃঃ করণ্ওয়ালিস্ স্বদেশে যাত্রা করেন। তিনি একজন রাজকার্য্যদক্ষ, যুদ্ধবিশারদ ও উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি নিজে যেমন সদাশয় ও উপযুক্ত লোক ছিলেন, সেইরূপ সুদক্ষ সঙ্গিসকল পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুপ্রিমকোর্টের জজ সর্ উইলিয়ম্ জোন্স, শোর ও বার্লো প্রধান। করণ্ওয়ালিসের দ্বারা রাজকীয় যে যে প্রধান কার্য্য সম্পন্ন হয়, তন্মধ্যে "চিরস্থায়ী" বন্দোবস্তই সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর। কিন্তু এই বন্দোবস্তে প্রজাদিগের বিশেষ হিত হয় নাই। তিনি ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধির জন্য যেরূপ সচেষ্ট হইয়াছিলেন, এ দেশীয়দিগের

প্রতি সেরূপ কোন সুবন্দোবস্ত করেন নাই। এ দেশীয়েরা কেবল দারগাগিরি ও মুন্সেফী পাইতেন।

কোম্পানির ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁহারা ১৭৯৩ খৃঃ আবার ২০ বৎসরের জন্য সনন্দ পাইলেন।

সর্ জন্ শোর্ ১৭৯৩-৯৮ খৃঃ।

১৭৯৩ খৃঃ শোর্ সাহেব গবর্ণর জেনেরল হন। ইনি ১৭৯৪ খৃঃ টিপুর দুই পুত্রকে শ্রীরঙ্গপট্টনে ফিরিয়া পাঠাইয়া একটী বিষম অনর্থ ঘটান। ১৭৯৫ খৃঃ "বাবামহী" প্রদেশ খাসদখল করতঃ এ দেশীয় প্রথানুসারে শাসনের বন্দোবস্ত করেন। এই সময়ে (১৭৯৫) কাঁর্ডালার যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক নিজামের পরাভব হয়। ১৭৯৭ খৃঃ অযোধ্যার নবাব আসফ উদ্দৌলার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্র উজির আলি নবাব হন। কিন্তু শোর্ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া আসফের ভ্রাতা সাদত আলিকে ঐ পদ প্রদান করেন (১৭৯৮ খৃঃ)। শোর্ সাহেব "লর্ড টেন্‌মাউথ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ১৭৯৮ খৃঃ স্বদেশে যাত্রা করেন।

লর্ড মর্ণিংটন পরে মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি.
১৭৯৮-১৮০৫ খৃঃ।

১৭৯৮ খৃঃ লর্ড মর্ণিংটন বা মার্কুইস অব্ ওয়েলেস্‌লি গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। তাঁহার সহ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আর্থর্ ওয়েলেস্‌লি প্রধান সেনাপতি হইয়া আইসেন। এই আর্থর্ ওয়েলেস্‌লি ওয়াটালুর যুদ্ধে ফরাসীরাজ মহাবীর নেপো-

লিষনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ইউরোপে "ওয়েলিংটন" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

মহীশূরের চতুর্থ যুদ্ধ বা শেষ যুদ্ধ (১৭৯৯ খৃঃ)।

যুদ্ধের কারণ ঃ—শোর্ সাহেব, টিপুর পুত্রদ্বয়কে ফিরিয়া পাঠান। সুতরাং টিপু এক্ষণে নিঃশঙ্ক হইয়া ইংরেজদিগের কৃত অপমান ও অনিষ্টের প্রতিশোধ লইবার অবকাশ পাইয়া, তাঁহাদিগকে একবারে এদেশ হইতে দূরীকৃত করিবার ইচ্ছায়, কাবুলের অধিপতি, এ দেশীয় অধিরাজবর্গ ও অবশেষে মহাবীর নেপোলিয়র্নকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু অন্য কাহার নিকট কোন আশ্বাস পাইলেন না, কেবল মিশর হইতে নেপোলিয়ন তাঁহাকে আশা দিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। ইংরেজেরা টিপুর আন্তরিক ভাব ও যুদ্ধের আয়োজন জানিতে পারিয়া কৌশলে নিজামকে হস্তগত ও তাঁহার সহিত "সবসিডরি ট্রিটি" স্থাপন করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিলেন।

যুদ্ধ ঃ—বোম্বাই হইতে ষ্টুয়ার্টের অধীনে এক দল সৈন্য ও মান্দ্রাজ হইতে হারিশের অধীনে এক দল সৈন্য এবং নিজাম-প্রদত্ত সৈন্যের উপর সেনাপতি আর্থর্ ওয়েলেস্‌লিকে কর্ত্তৃত্বভার দিয়া পাঠান হইল। টিপু প্রথমে ষ্টুয়ার্টের নিকট "সেদাশির-নগরে" পরে হারিশের নিকট "মালবলী" নামক স্থানে পরাজিত হইয়া রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টনে উপস্থিত হইলেন। ইংরেজেরা সমস্ত সৈন্য একত্র করতঃ রাজধানীতে উপনীত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও রাজধানী অবরোধ করিলেন।

যুদ্ধফল ঃ—এই যুদ্ধে টিপু প্রাণ হারাইলেন। সমগ্র মহীশূর রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইল। ইংরেজেরা এক ভাগ অর্থাৎকানাড়া, কোইম্বাতুর, দায়পুর, রাইনিযদ ও রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টন লইলেন। এক ভাগ নিজাম ও অপর এক ভাগ মহীশূরের পূর্ব্বতন হিন্দু রাজবংশীয় একটী শিশু পাইলেন। টিপুর পরিবার ইংবেজদিগেব বৃত্তিভোগী হইযা বেলোড়ের দুর্গে অবরুদ্ধ রহিলেন।

এই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া গবর্ণর জেনেবল "মার্কুইস অব্ ওযেলেস্‌লি" উপাধি প্রাপ্ত হন (১৭৯৯ খঃ)।

দ্বিতীয় মহাবাষ্ট্রীয় যুদ্ধ (১৮০৩ খৃঃ)।

মহারাষ্ট্রচক্রেব মধ্যে দৌলতবাও সেন্ধিযা, যশোবন্তরাও হুলকাব ও নাগপুবরাজ বঘুজী ভুঁস্‌লা সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ইহাঁদের প্রত্যেকের অনেকগুলি কবিযা সৈন্যও ছিল। পেশবা, দ্বিতীয় বাজীরাও কেবল নামমাত্র মার্হাট্টাব অধিপতি ছিলেন।

যুদ্ধেব কারণ ঃ—অন্যান্য অধিরাজবর্গের ন্যায় পেশবাব নিকট ইংবেজেরা তাঁহাদেব সৈন্য বাখিবার প্রস্তাব করায়, পেশবা প্রথমে তাহা অস্বীকাব কবেন। পরে যখন সেন্ধিযাব সহিত হুলকারের বিবোধ হয়, সেই সময়ে পেশবা, সেন্ধিযার পক্ষ হইযা হুলকারের সহ যুদ্ধে পবাজিত হইয়া বেসিনে আশ্রয় লন। এই স্থানে ইংবেজদিগের পূর্ব্ব প্রস্তাবে সম্মত হওযাতে এবং আপন রাজ্যে ফরাসী কিম্বা অন্য কোন ইউরোপীয জাতি রাখিতে পারিবেন না স্বীকার করাতে ইংরেজেবা সাহায্য করিয়া পেশবাকে পুনর্ব্বার পুনার সিংহাসনে স্থাপিত কবেন। পেশবার উপব ইংরেজদিগের কর্ত্তৃত্ব দেখিয়া গোয়ালিয়ররাজ সেন্ধিয়া

ও নাগপুররাজ রঘুজী ভুঁস্‌লা বিরক্ত হইয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করিলেন।

যুদ্ধঃ— মহারাষ্ট্রীয় সামন্তদ্বয়ের সমরসজ্জা দেখিয়া ইংরেজেরা দুইজন সেনাপতিকে দুই দিকে পাঠাইলেন। হিন্দুস্থানে লর্ড লেক, সেন্ধিয়ার সৈন্যকে প্রথমে পেরণ নামক এক জন ফরাসী অধ্যক্ষসহ "আলিগড়ে", পরে বোরকুইন্ নামক আর এক জন ফরাসী সেনানীসহ "দিল্লীতে" পরাজয় করিলেন, এবং দিল্লী ও আগরা অধিকারপূর্ব্বক সম্রাট শাহ আলমকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন। তৎপরে সেন্ধিয়া উহাদের সাহায্যার্থে আর এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু লর্ড লেক ভরতপুরের কিছু পশ্চিমে "লাশোয়ারী" নামক পল্লীতে পুনর্ব্বার জয়ী হইলেন। দক্ষিণে সেনাপতি আর্থর্ ওয়েলেস্‌লি ও তাঁহার সহকারী ষ্টিভন্সন্ আহমদনগরের দুর্গ জয় করিয়া সেন্ধিয়া ও নাগপুররাজের মিলিত সৈন্যকে প্রথমে "আসাই" ও পরে ইলিচপুরের নিকট "বর্গাম" নামক স্থানে পরাভূত করিলেন।

যুদ্ধ ফলঃ—যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নাগপুররাজ ভুঁস্‌লা "কটক", বালেশ্বর" প্রভৃতি উড়িষ্যার উত্তরাংশ এবং সেন্ধিয়া দক্ষিণে বরোচ ও আহমদনগর এবং উত্তরে "উত্তর দোয়াব" "দিল্লী" "আগরা" প্রভৃতি দিয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন (১৮০৩ খৃঃ)।

তৃতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ (১৮০৪-৫ খৃঃ)।

যুদ্ধের কারণঃ—হলকারের মনে মনে ইচ্ছা ছিল, সেন্ধিয়ার সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। কিন্তু সত্বর সমর শেষ হওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

সুতরাং ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি স্পষ্টরূপে ইংরেজদিগের সহ বিবাদ আরম্ভ করিলেন। এই হেতু ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সেনাপতি লর্ড লেক ও তাঁহার সহকারী মরে ও মন্সন্‌কে এই যুদ্ধে নিযুক্ত করিলেন।

যুদ্ধ :—হলকার জয়পুর রাজ্য লুণ্ঠন ও তথায় নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সেনানী মন্সন্ আসিতেছেন শুনিয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়া দক্ষিণ রাজ্যে গমন করিলেন। মন্সন্ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়া চম্বল নদের নিকট এক স্থানে হঠাৎ তাঁহাকে যুদ্ধ দানে উদ্যত দেখিয়া ও মরে আসিতে আসিতে ফিরিয়া গিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে পলায়ন করতঃ বহুকষ্টে আগরায় উপস্থিত হইয়া আশ্রয় লইলেন। অনেক দুর্বৃত্ত সৈন্যসামন্ত ও ভরতপুররাজ রণজিৎ সিংহ হলকারের সহকারী হইলেন। হলকার, মন্সনের পশ্চাদ্ধাবনে আসিয়া দিল্লী আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে "দীঘ" ও "ফরক্কাবাদে" লেকের নিকট পরাজিত হইয়া ভরতপুরের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। লর্ড লেক চারি মাস উক্ত দুর্গ অবরোধ করিয়াও জয় করিতে পারিলেন না। পরে ভরতপুর-রাজের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় হলকার অগত্যা ভরতপুর দুর্গ ত্যাগ করতঃ পূর্ব্বশত্রু সেন্ধিয়ার সহ বন্ধুত্ব করিয়া উভয়ে একত্রে ইংরেজদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। লেক সহসা তাঁহাদিগকে আক্রমণের কোন সুযোগ দেখিলেন না।

সন্ধিদ্বারা কোম্পানির রাজ্যবৃদ্ধি :—ওয়েলেস্‌লির শাসন সময়ে তঞ্জোর প্রদেশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হওয়ায়

তঞ্জোবের রাজা কোম্পানির বৃত্তিভোগী হন (১৭৯৯ খৃঃ)। নিজাম, মহীশূরের দুই বারের যুদ্ধে ঐ রাজ্যের যে অংশ পাইয়াছিলেন, তাহা, স্বীয় রাজ্যে রক্ষিত ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ইংরেজ কোম্পানিকে প্রদান করেন (১৮০৩ খৃঃ)। সুরাটের নবাব ১৮০০ খৃঃ এবং কর্ণাটের নবাব মহম্মদ আলির পুত্র ১৮০১ খৃঃ আপন আপন রাজ্য ইংরেজ কোম্পানিকে দিয়া কোম্পানির বৃত্তিভোগী হন। অযোধ্যার নবাব নিজ রাজ্যে রক্ষিত সমুদয় ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় সঙ্কুলনার্থে কোম্পানিকে ১৮০১ খৃঃ দক্ষিণ দোয়াব, রোহিলখণ্ড, বরেলি, গোরক্ষপুর, এলাহবাদ প্রভৃতি স্থান প্রদান করেন।

ইঁহার শাসন সময়ে ১৮০১ খৃঃ গঙ্গাসাগরে শিশু-নিক্ষেপ রহিত হয়, কলিকাতার সদর আদালতের স্বতন্ত্র তিন জন বিচারক নিযুক্ত (কোলব্রুক সাহেব প্রথম বিচারপতি) হন, সিবিল সর্বেণ্টদিগকে এ দেশীয় ভাষা শিখাইবার জন্য কলিকাতায় "ফোর্ট উইলিয়ম" নামক কলেজ স্থাপিত হয় (১৮০০ খৃঃ)। অযোধ্যার নবাব ও সেন্ধিয়া প্রদত্ত রাজ্যে লইয়া "উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট" সংস্থাপিত হয়; কোম্পানির রাজ্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়া বার্ষিক ছয় কোটি টাকা উপস্বত্ব লাভ হয়, কলিকাতার ন্যায় মান্দ্রাজে ১৮০০ খৃঃ সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত এবং রবিবারে আফিস বন্ধ হয়।

ওয়েলেস্‌লির চরিত্রঃ—১৮০৫ খৃঃ লর্ড ওয়েলেস্‌লি স্বদেশে যাত্রা করেন। ইনি একজন অসামান্য বুদ্ধিমান ও নীতিবিশারদ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। যদি যুদ্ধকার্য্যে ইঁহার সময় পর্য্যবসিত না হইত, তাহা হইলে ইঁহাদ্বারা এ দেশের

অনেক হিতানুষ্ঠান হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কর্ত্তৃপক্ষীযেরা ইঁহার বিচক্ষণতা ও কার্য্যদক্ষতা দেখিযাও ব্যযাধিক্য প্রযুক্ত ইঁহাব উপর বিরক্ত হন।

লর্ড করণ্‌ওয়ালিস্‌ দ্বিতীয বার ১৮০৫ খৃঃ।

১৮০৫ খৃঃ লর্ড করণ্‌ওবালিস্‌ পুনর্ব্বার ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। তিনি এ দেশে আসিয়াই সন্ধিস্থাপনার্থ পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন। কিন্তু কঠিন রোগাভিভূত হইযা অক্টোবর মাসে গাজীপুরে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

সর্‌ জর্জ বার্লো, ১৮০৫-১৮০৭ খৃঃ।

করণ্‌ওয়ালিসের মৃত্যুর পর কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর সর্‌ জর্জ বার্লো তাঁহার পদ গ্রহণ করিলেন। ইনি হুলকারের সহিত ১৮০৬ খৃঃ সন্ধিস্থাপন করিলেন। কিন্তু এই সন্ধির সময় ইংরেজবন্ধু জযপুররাজকে নিরাশ্রয় করা হয, তৎপ্রযুক্ত মহারাষ্ট্রীযেরা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করে।

বিলোড়ের সিপাহী-বিদ্রোহ ঃ—এই সমযে মান্দ্রাজের গবর্ণর বেণ্টিঙ্কের অসতর্কতাপ্রযুক্ত দেশীয় সৈন্যের আচার ব্যবহারের প্রতি অত্যাচার হওয়ায় (সিপাহীদিগের কর্ণে মাকড়ী-পরা, ফোঁটাকাটা ইত্যাদি নিবারণ) ১৮০৬ খৃঃ ১০ই জুলাই রাত্রে বিলোড়ের দুর্গে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইযা ইংরেজ সৈন্যের অনেককে আক্রমণ করতঃ হত্যা করে। পরে আর্কাড্‌ হইতে সেনাপতি জিলেস্পী আসিয়া উহা নিবারণ করিলেন।

এই বিদ্রোহে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সন্দেহক্রমে টিপুর পরিবারকে বিলোডের দুর্গ হইতে কলিকাতায় আনিলেন, এবং কর্তৃপক্ষী-যেরা মান্দ্রাজের গবর্ণর বেণ্টিঙ্ককে এই অনর্থোৎপত্তির মূলী-ভূত কারণ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করতঃ বার্লো সাহেবকে তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। বেণ্টিঙ্ক স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

পূর্ব্বকার সরকার প্রদেশ, মহীশূরের দুই যুদ্ধে প্রাপ্ত স্থান, নিজামপ্রদত্ত মহীশূর রাজ্যের অংশ, তঞ্জোর ও কর্ণাট প্রভৃতি লইয়া ক্রমে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, উহা কতিপয় জেলায় বিভক্ত হয়, জেলায় জেলায় কলেক্টর, জজ, মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন চারিটী "প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট" স্থাপিত ও সদর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতও প্রতিষ্ঠিত হয়।

লর্ড মিণ্টো, ১৮০৭-১৩ খৃঃ।

১৮০৭ খৃঃ জুলাই মাসে লর্ড মিণ্টো গবর্ণর জেনেরল হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন।

রণজিৎসিংহঃ—এই সময়ে শিখসর্দ্দার মহারাজ রণজিৎসিংহ একজন পরাক্রমশালী হইয়া স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি ও চতুরতাবলে সমস্ত পঞ্জাবে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। রণজিতের পিতা মহাসিংহ স্কাল্‌ মিশিলের সর্দ্দার ছিলেন। বাল্যকালে বসন্ত রোগে রণজিতের একটী চক্ষু নষ্ট হয়। ইনি, আহম্মদ শাহ আবদালীর পৌত্র জেমান শাহের (১৭৯৯ খৃঃ) ভারতবর্ষ আক্রমণে সাহায্য করিয়া লাহোরের

আধিপত্য লাভ করেন। অনন্তর সিঁবহিন্দের অধিকার প্রাপ্ত হয়েন।

বর্ণজিতের সহিত সন্ধি ঃ—রণজিৎ শতদ্রুর পূর্ব্ব-দক্ষিণ পারে পাটিয়ালা ও ঝিন্দ এই দুই ইংরেজানুগত শিখরাজ্য আক্রমণ করায়, মিন্টো, চার্লস্ মেট্‌কাফ্ নামক এক জন কর্ম্মচারীকে সসৈন্য কর্ণেল অক্‌টর্লোনির সহিত পাঠাইলেন, এবং রণজিৎকে নিরস্ত হইতে কহিয়া দিলেন। ইহাতে রণজিৎ ইংরেজদিগের প্রার্থিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই স্থিরীকৃত হইল ইংরেজেরা রণজিতের অধিকারের উপর লোভ করিবেন না এবং রণজিৎও ইংরেজরাজ্যে বা ইংরেজানুগত রাজার রাজ্যে কোন অত্যাচার করিতে পারিবেন না ১৮০৯ খৃঃ।

পিণ্ডারীদিগের অধিনায়ক আমির খাঁ নাগপুর আক্রমণ করিলে, মিন্টো, নাগপুর-রাজের সাহায্যার্থে সৈন্য পাঠাইলেন। উভয় সৈন্য একত্র হইয়া আমির খাঁকে তাড়াইয়া দিল। আমির ভিন্ন চেতু ও করিম খাঁ নামক আর দুই জন পিণ্ডারীদিগের অধিনায়ক ছিল।

১৮১০ খৃঃ বার্লো সাহেবের অত্যাচারে মান্দ্রাজে ইউরোপীয় সৈন্য বিদ্রোহী হয়। তাহাতে সিপাহীগণ অনেক সাহায্য করে। ১৮১১ খৃঃ বার্লো সাহেব পদচ্যুত হন।

এই সময়ে ইউরোপে ইংরেজ-ফরাসীর যুদ্ধ চলিতেছিল। ফরাসীরা স্থলপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য রণজিতের সহিত সন্ধির সময়ে পারস্যরাজ ও কাবুলের আমিরের সহও এই সন্ধি হয় যে, তাঁহারা ইংরেজ ভিন্ন অন্য কোন ইউরোপীয় জাতিকে রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দিবেন না।

১৮১১ খৃঃ লর্ড মিন্টো ঘোরতর যুদ্ধের পর ফরাসীদিগের অধিকৃত যাবার রাজধানী বটেবিয়া অধিকার করেন।

গুরখাদের সহ বিবাদের সূত্রপাত ঃ—নৈপালের গুরখাজাতি বলপূর্ব্বক ইংরেজাধিকৃত কয়েকখান গ্রাম অধিকার করায় তাহাদের সহিত যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, কিন্তু এই যুদ্ধের পূর্ব্বেই মিন্টো স্বদেশে যাত্রা করেন।

নূতন চার্টর ঃ—১৮১৩ খৃঃ কোম্পানি আবার ২০ বৎসরের জন্য রাজত্ব ভোগের চার্টর প্রাপ্ত হন। চীন দেশ ভিন্ন ভারতবর্ষে তাঁহাদের একচেটিয়া বাণিজ্য লোপ হয়।

খৃষ্টান মিসনরিরা ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচারের অনুমতি প্রাপ্ত হন, কলিকাতায় এক জন বিশপ এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এক একজন আর্কডিকন নিযোজিত হন, এবং এদেশীয়দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কোম্পানির রাজস্ব হইতে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের আদেশ দেওয়া হয়। ১৮১৩ খৃঃ লর্ড মিন্টো স্বদেশে গমন করেন।

লর্ড ময়রা পরে মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস, ১৮১৩-২৩ খৃঃ।

১৮১৩ খৃঃ অক্টোবর মাসে লর্ড ময়রা গবর্ণর জেনেরল্ হইয়া আইসেন। তিনি এ দেশে আসিয়াই নেপালে গুরখাদিগের নিকট হ'তে প্রেরণ করিয়া দেখিলেন, তাহাদের সহ যুদ্ধ অপরিহরণীয়, সুতরাং যুদ্ধের আয়োজন করিলেন।

নেপালের যুদ্ধ (১৮১৪-১৬ খৃঃ)।

১৮১৪ খৃঃ নবেম্বর মাসে নেপালীয়দিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ

হইল। ইংরেজ সেনাপতি অকৃটর্লোনী ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া শতদ্রু নদীর নিকটস্থিত গুরখা সৈন্যাধ্যক্ষ অমরসিংহের বিরুদ্ধে, সেনাপতি জিলেস্পী সাড়ে তিন সহস্র সৈন্য লইয়া গড়োয়াল ও দেরাহূনের নিকটস্থ গুরখা সৈন্যের বিরুদ্ধে, উড্ সাড়ে চারি সহস্র সৈন্য সহ গোরক্ষপুর দিয়া নেপালে প্রবেশার্থ, এবং মার্লে আট সহস্র সৈন্য সহ রাজধানী কাটমণ্ডপ অধিকারার্থ যাত্রা করিলেন। জিলেস্পী দেরাহূন অধিকার করিয়া কলিঙ্গের পর্ব্বতস্থ দুর্গাশ্রিত গুরখা সৈন্যাধ্যক্ষ বলভদ্রসিংহের অনুসরণে গিয়া নিহত হইলেন। তদনন্তর আক্রমণদ্বারা দুর্গ অধিকার করা কঠিন বুঝিয়া ইংরেজেরা দূর হইতে দুর্গমধ্যে গোলা বর্ষণ করিলে বলভদ্রসিংহ গোপনে পলায়ন করিলেন। জিলেস্পীর অধীনস্থ এক দল সৈন্য লইয়া মার্টিনডেল জৈতক দুর্গ অধিকার করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। উড, জিতপুর দুর্গ এবং মার্লে, তারাই জঙ্গল অধিকার করিতে যাইয়া অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। জয়পুরের সেনাপতি গার্ডিনার সাহেব রোহিলা সৈন্য লইয়া অনায়াসে আলমোরা অধিকার করিলেন (১৮১৫ খৃঃ)। অকৃটর্লোনী, গুরখাদিগের প্রধান সামন্ত অমরসিংহকে পরাজয় করিয়া অমরসিংহের অধীনস্থ প্রায় সমস্ত দুর্গই একে একে অধিকার করিলেন। অমরসিংহ পরিশেষে মালোনের দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু সেখানেও নিষ্কৃতি না পাইয়া অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ানুরূপ সন্ধিতে সম্মত না হওয়ায় তাঁহারা হরিহরপুরের দুর্গ অধিকার করতঃ রাজধানী কাটমণ্ডপের নিকটবর্ত্তী হইলেন।

যুদ্ধ-ফল ঃ—ইহাতে গুর্খারা ভীত হইয়া ১৮১৬ খৃঃ মার্চ মাসে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অভিমত সন্ধিপত্রেই স্বাক্ষর করিল। এই সন্ধিতে ইংরেজদিগের "কমায়ুন", "দেরাদুন" ও "তারাই জঙ্গল" লাভ হইল; (সিমলা, মুশৌরী, লাণ্ডোর, নৈনিতাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগর ইঁহাদিগের মধ্যে স্থিত।) এবং এক জন ইংরেজ রেসিডেণ্ট কাটমণ্ডপে থাকিবেন, স্থির হইল।

এই যুদ্ধের পর অকুটর্লোনী "সর", এবং গবর্ণর জেনেরল "মাকুইস অব্ হেষ্টিংস্" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ "মনুমেণ্ট" এই অকুটর্লোনীর স্মৃতি-স্তম্ভ।

পিণ্ডারীদিগের পরাভব ঃ—পিণ্ডারীরা মহারাষ্ট্রীয়-দিগের সাহায্যে অনেক স্থানে দস্যুবৃত্তি করিত। ক্রমে ইহারা প্রবল হইয়া নানা স্থানে অত্যাচার আরম্ভ করায়, গবর্ণর জেনেরল্ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সীমায় সৈন্য রাখিয়া পিণ্ডারীদিগের অধিনায়ক চেতু, করিম খাঁ ও ওয়াসল্ মহম্মদকে পরাভব করিলেন এবং পিণ্ডারীদিগের প্রধান একজন আমির খাঁকে টঙ্ক প্রদেশের রাজত্ব দিয়া কৌশলে বশীভূত করিলেন। আমিরের বংশীয়েরা অদ্যাপি টঙ্কের নবাব।

মহারাষ্ট্রীয় চতুর্থ বা শেষ যুদ্ধ এবং ঐ জাতির অধঃপতন।

১৮১৭ খৃঃ পেশবা রাঘবজীর পুত্র বাজীরাও, মন্ত্রী ত্র্যম্বকজীর কুমন্ত্রণায় ইংরেজদিগের প্রতিকূলে চক্রান্ত করায়, এক দল ইংরেজ সৈন্য আসিয়া পুনা নগরী অবরোধ করাতে পেশবা

তয়ে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ইংরেজেরা পিণ্ডারীদিগের সহ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায়, তিনি পুনর্ব্বার অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক ইংরেজ রেসিডেন্সি বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত করিয়া প্রথমে "কিকি" ও পরে "কারিগম" নগরে পরাজিত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। হেষ্টিংস তাঁহাকে কাণপুরের নিকট "বিঠুর গ্রামে" (এই বিঠুর গ্রামে বাল্মীকির তপোবন ছিল) নজরবন্দীতে রাখিলেন। নাগপুররাজ ভুঁস্লাবংশীয় আপা সাহেবও ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিয়া সীতাবলদী পাহাড়ের নিকট যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পলায়ন করিলেন (১৮১৮ খৃঃ)। এই সময়ে হলকারের সৈন্যগণও ইংরেজ-বিপক্ষে অস্ত্রধারী হইয়া "মাহিদপুরের" যুদ্ধে পরাজিত হইল। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপতন ও পেশবার রাজ্যলোপ হওয়ায় ইংরেজ কোম্পানির রাজ্য বৃদ্ধি হইল। পেশবার রাজ্য হইতে "সাগর", "অহমদাবাদ", "পুনা", "কঙ্কন" ও "দক্ষিণ মহারাষ্ট্র", নাগপুররাজের রাজ্য হইতে "সম্বলপুর" ও "নর্ম্মদা-প্রদেশ" এবং হলকারের রাজ্য হইতে "খান্দেশ" ইংরেজ কোম্পানির লাভ হইল। পেশবা বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া বন্দী থাকিলেন। শিবজীর বংশীয় একজন ছিতারার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। হলকার, সেন্ধিয়া এবং রঘুজীর পৌত্র নাগপুরের রাজা হইয়া, অনুগত ও আশ্রিত-রাজশ্রেণীভুক্ত হইলেন।

হেষ্টিংসের শাসন সময়ে এদেশীয়দিগকে বিদ্যা-শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কলিকাতায় "হিন্দু কলেজ" ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক বারাকপুরে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁহারই যত্নেও উৎ-

সাহে উৎসাহিত হইয়া কেরি, মার্সম্যান প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মিসনরিরা কলিকাতার নিকট কতকগুলি বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন ও "সমাচাবদর্পণ" নামক প্রথম বাঙ্গালা সম্বাদপত্র প্রচার করেন এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে সম্বাদপত্রের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের সূত্রপাত হয়। বোম্বাই পূর্ব্বে ক্ষুদ্রায়ত থাকিয়া এই সময়ে প্রেসিডেন্সি বলিয়া গণ্য ও কতিপয় জেলায় বিভক্ত হয় এবং আপীল বিচারের জন্য তথায় "সদর দেওয়ানী ও ফৌজদারী' আদালত স্থাপিত হয়। ১৮১৯ খৃঃ এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব ইহার প্রথম গবর্ণর হন। (এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেবের স্মরণার্থ পুনা নগরে "এলফিন্‌ষ্টোন্ কলেজ" স্থাপিত হয়। ইনি অতি উৎকৃষ্ট স্বভাবের লোক ছিলেন। ডিরেক্টরদিগের আদেশানুসারে গবর্ণমেণ্ট হাউসের ব্যয় লাঘব করেন এবং পূর্ব্বকার অধিক ব্যয়ের ক্ষতিপূরণার্থ নিজ তহবিল হইতে পঁয়তাল্লিশ সহস্র টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করিয়া দেন।) ১৮২৩ খৃঃ বোম্বাই নগরে "সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হয়। এই সময়ে সর্ব্বত্রই মুন্সেফ্ ও সদর আমীনদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।

১৮২৩ খৃঃ হষ্টিংস স্বদেশে যাত্রা করেন। তিনি অতিশয় পরিশ্রমী, রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধবিশারদ ছিলেন। প্রায় ষাটি বৎসর বয়সে এ দেশে আসিয়া প্রতিদিন ৭।৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতেন। এত অধিক বয়সে এত অধিক পরিশ্রম করা সামান্য ক্ষমতার কার্য্য নহে। তাঁহার শাসনকালে কোম্পানির ছয় কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি এবং ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হয়।

লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৩-২৮ খৃঃ।

১৮২৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর জেনেরল হইয়া এ দেশে আইসেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে আড়ম সাহেব গবর্ণর জেনেরলের প্রতিনিধি হইয়া কিছু কাল কার্য্য করেন। আডম সাহেব মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ ও "কলিকাতা জর্ণেল" নামক সম্বাদপত্রের সম্পাদককে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করেন। উক্ত কাগজে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী-দিগের দোষ উল্লিখিত হইত এই অপরাধ।

ব্রহ্মদেশীয় প্রথম যুদ্ধ (১৮২৪-১৮২৬ খৃঃ)।

যুদ্ধের কারণ ঃ—ব্রহ্মরাজ, আসাম, আরাকান, মণিপুর প্রভৃতি জয় করিয়া পরে চাটিগাঁর সন্নিহিত সাহাপুরী দ্বীপ আক্রমণ করতঃ তত্রত্য ইংরেজ সৈন্যের অনেককে হত্যা করেন।

যুদ্ধ ঃ—এই হেতু ইংরেজ সেনাপতি ক্যাম্বেল সমুদ্রপথে রেঙ্গুনে আসিয়া উহা অধিকার করিলেন। বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় ইংরেজদিগের মহাকষ্ট হইলেও তাঁহারা ১৮২৪ খৃঃ ষাটি হাজার সৈন্যসহ ব্রহ্মরাজের সেনাপতি বন্দুলাকে পরাজিত ও পরে ১৮২৫ খৃঃ তাঁহাকে ধনাভু নগরে নিহত করিয়া প্রোম অধিকার করিলেন। ক্রমে তাঁহারা জান্দাবু পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন।

যুদ্ধ-ফল ঃ—ইংরেজদিগকে ক্রমে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ব্রহ্মরাজ ভীত হইয়া ইংরেজ কোম্পানিকে "আসাম", "আরাকান", "তেনাসরিম", "জয়ন্তী" ও "কাছার" প্রদেশ এবং যুদ্ধের

ব্যয় স্বরূপ এক কোটি টাকা দিয়া জান্দাবু নগরে সন্ধি করিলেন (১৮২৬ খৃঃ)।

ভরতপুরের দুর্গ জয় :—ভরতপুরের জাটরাজ বলদেব সিংহের মৃত্যু হইলে দুর্জ্জনশাল নামক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার (মৃত রাজার) নাবালক পুত্র বলবন্ত সিংহকে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে উপবেশন করায়, ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কম্বরমিয়র গিয়া তথাকার দুরাক্রম্য দুর্গ আক্রমণ করতঃ জয় ও সমভূমি করিলেন এবং উক্ত শিশুকে সিংহাসনে বসাইলেন (১৮২৭ খৃঃ)।

১৮২৩ খৃঃ জুলাই মাসে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে বিদ্যা শিক্ষা কার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য কলিকাতায় একটী কমিটি স্থাপিত হয়। ইহার অনতিপরে "দিল্লী ও আগরা কলেজ" ও কলিকাতায় "সংস্কৃত কলেজ" খোলা হয় (১৮২৪)। সংস্কৃত ভাষাবিৎ ডাক্তার উইল্‌সন্ সাহেব সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ১৮২৮ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট স্বদেশে যাত্রা করেন। তাঁহারই সময় হইতে গ্রীষ্মকালে সিমলা গবর্ণর জেনেরলের আবাস স্থান হইয়া উঠে।

তাঁহার পরে কৌন্সিলের বেলি সাহেব কিছু দিন গবর্ণর জেনেরলের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করেন।

লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক ১৮২৮-৩৫ খৃঃ।

১৮২৮ খৃঃ মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন।

বেণ্টিঙ্কের চরিত্র ঃ—তিনি অতি মহানুভব, উদার-চেতা, সদ্গুণশালী ও প্রজাবৎসল শাসনকর্তা ছিলেন। রাজ্যের মঙ্গল ও প্রজার হিতসাধনই তাঁহার একমাত্র সঙ্কল্প ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি শান্তির সময়ে আসিয়া আপনার সাধু-সঙ্কল্প সকল কার্য্যে পরিণত করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে আট জন গবর্ণর জেনেরল আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও দ্বারা এদেশীয়দিগের বিশেষ হিতসাধন হয় নাই। তিনি অতি অল্প কাল থাকিয়া আপনার মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ফলতঃ লর্ড ক্যানিঙ্ ভিন্ন তাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণান্বিত শাসনকর্তা এদেশে আর কখন আইসেন নাই।

বেণ্টিঙ্কের শাসনকালের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী।

তাঁহার শাসনসময়ে ১৮২৯ খৃঃ সতীদাহ নিবারণ, রাজপুত জাতির কন্যাবধ ও খন্দজাতির ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধন জন্য নরহত্যা-রীতি নিবারণ হয়। "ঠগ" নামক দস্যুদলের অত্যাচার নিবারণ জন্য "ঠগী ডিপার্টমেণ্ট" নামক স্বতন্ত্র একটী কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। (মেজর শ্রিমান্ ঠগী ডিপার্টমেণ্টের অধ্যক্ষ ছিলেন।)

তিতুমীরের লড়াই ঃ—তাঁহারই সময়ে বারাসতে তিতু-মীর নামক জনৈক বুজরুক, মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রবল করণার্থ ৩।৪ শত সহধর্ম্মী একত্র করিয়া হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করায় ১৮৩১ খৃঃ তাঁহার সহিত একটী লড়াই হয়।

এই সময়ে ছোটনাগপুরের পাহাড়বাসী কোল জাতির উপদ্রব হয় এবং ১৮৩৪ খৃঃ কুর্গপ্রদেশের রাজার সহিত সামান্য

যুদ্ধের পর ঐ প্রদেশ ও কাচারে গোলযোগ হওয়ায় ১৮৩২ খৃঃ কাচার ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত হয়। মহীশূরের শাসনের বিশৃঙ্খলায় উক্ত রাজ্যের শাসনকার্য্য ইংরেজ কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পিত হয়।

মেকলে, টি্বির্লীন প্রভৃতি মহাত্মাদিগের পরামর্শে কোম্পানির প্রদত্ত টাকায় এদেশীয়দিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার আদেশ এবং এ দেশে ইউরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র শিখাইবার উদ্দেশে ১৮৩৫ খৃঃ কলিকাতায় "মেডিকেল কলেজ" স্থাপিত হয়। (বেণ্টিঙ্কের পূর্ব্বে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা কলেজ, বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ এবং দিল্লী ও আগরা কলেজ এই ছয়টী কলেজ ছিল।) তাঁহারই সময়ে ১৮৩৩ খৃঃ "ডেপুটী কলেক্‌টর" ও "সদর আলা" এই দুই পদের সৃষ্টি এবং এই দুই কার্য্যে এ দেশীয়দিগকে নিযুক্ত করা হয়। প্রোবিন্সিয়াল্ কোর্টগুলি উঠিয়া গিয়া কয়েকটী করিয়া জেলা লইয়া এক একটী বিভাগের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন "রেবিনিউ কমিশনর" নিযুক্ত হন। কোম্পানির ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায়, তাঁহারা ১৮৩৩ খৃঃ আর ২০ বৎসরের জন্য সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই অবধি সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরলকে সমস্ত ইংরেজাধিকারের জন্য ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার দেওয়া হয়। এই সময় গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রীসভায় ব্যবস্থা-সচিব নামক অতিরিক্ত একজন সভ্য নিযুক্ত হন এবং "লা কমিশন" অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড মেকলে প্রথম ব্যবস্থা-সচিব ও উক্ত ব্যবস্থাপক সভার প্রথম সভাপতি হন। (মেকলের প্রণীত দণ্ডবিধি আইন এক্ষণে সর্ব্বত্র চলিতেছে।) এই নূতন

সভা পুলিশ ও বিচারালয়ের তদন্ত এবং এ দেশে প্রচলিত আইন সমূহের দোষগুণ বিচার ও সংশোধনের প্রস্তাব করিবেন। ধর্ম্ম, জাতি ও বংশ নির্ব্বিশেষে এদেশীয়গণ উপযুক্ত হইলেই কোম্পানির রাজকার্য্যের সকল প্রকার পদ প্রাপ্ত হইবেন এবং এই অবধি কোম্পানিকে সকল প্রকার বাণিজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে এরূপ নির্দ্ধারিত হয়। ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার জজদিগের হস্ত হইতে উঠিয়া গিয়া কলেক্টরদিগের হস্তে যায়। জজদিগের উপর দায়রার মকদ্দমার ভার দেওয়া হয়। কলিকাতার ন্যায় এলাহবাদে একটী "রেবিনিউ বোর্ড" ও একটী সদর আদালত স্থাপিত হয় এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশে স্বতন্ত্র একজন "লেপ্টেনেন্ট গবর্নর" নিযুক্ত হন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাটের পক্ষ সমর্থনার্থ রাজা রামমোহন রায় বিলাত-যাত্রা করেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "প্রভাকর" নামক সম্বাদ-পত্রের প্রচার আরম্ভ হয়। তাঁহারই শাসনসময়ে এদেশীয় নদীতে "বাষ্পীয় পোত চালান" এবং "লোহিত ও ভূমধ্যসাগর" দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ অবলম্বিত হয়। ১৮৩৫ খৃঃ লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক স্বদেশে যাত্রা করেন।

মেট্কাফ্ ১৮৩৫-৩৬ খৃঃ।

লর্ড অকলণ্ড আসিবার পূর্ব্বে সর্ চার্লস মেট্কাফ্ গবর্নর জেনেরল্ হইয়া প্রায় এক বৎসর কার্য্য করেন। তাঁহার শাসনসময়ে "মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা" হয়। এই ঘটনার স্মরণার্থ এদেশীয় লোকে সাধারণের উপকার ও পাঠার্থে কলিকাতায় "মেট্কাফ্ হল" নাম দিয়া একটী বড় পুস্তকা-

লয় স্থাপন করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করায় ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মেট্‌কাফ্‌ সাহেবের উপর বিরক্ত হইলেও লর্ড অক্‌লণ্ড আসিয়া তাঁহার গুণগ্রাম ও বহুদর্শিতা দেখিয়া তাঁহাকে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরী পদে অভিষিক্ত করেন। তিনিই উক্ত প্রদেশের প্রথম লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর।

লর্ড অক্‌লণ্ড ১৮৩৬-৪২ খৃঃ।

১৮৩৬ খৃঃ মার্চ্চ মাসে লর্ড অক্‌লণ্ড ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল্‌ হইয়া আইসেন। তাঁহার শাসনসময়ে কাবুলের যুদ্ধ হয়।

কাবুল-যুদ্ধ।

যুদ্ধের কারণ ঃ—রুসীয় দূত পারস্যরাজকে হিরাট অধিকারে পরামর্শ দিতেছিল। ইংরেজেরা সন্ধান পাইয়া কাবুলরাজের সহ বন্ধুত্ব করিবার মানসে বর্ণিস সাহেবকে যৎকিঞ্চিৎ উপহারসহ কাবুলে পাঠাইলেন। কাবুলরাজ দোস্ত মহম্মদ, তাঁহার রাজ্যান্তর্গত পেশবা প্রদেশ রণজিৎ বলপূর্ব্বক অধিকার করায়, উহা পুনঃপ্রাপ্তির আশয়ে ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, অক্‌লণ্ড তাঁহার প্রার্থনানুযায়ী কার্য্য না করিয়া কেবল কথায় তাঁহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে না ভুলিয়া পারস্যরাজের শরণাগত হইলেন। সুতরাং ইংরেজেরা, রাজ্যভ্রষ্ট কাবুলের পূর্ব্ব অধিপতি শাহ সুজা ও রণজিৎ সিংহের সহ মিত্রতা করিয়া কাবুলরাজের বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করিলেন।

যুদ্ধ ঃ—একুশ হাজার সৈন্যসহ সর্ জন্ কীন্, এলফিন্‌ষ্টোন্, নট, পটিঞ্জর, বুরণস্, শেল প্রভৃতি সেনানীগণ কাবুলে উপনীত হইয়া কান্দাহার, গজনী ও পরে রাজধানী কাবুল অধিকার করতঃ শাহ সুজাকে সিংহাসনে বসাইলেন। দোস্ত মহম্মদ, প্রথমে পলাইলেন। পরে ১৮৪০ খৃঃ একটী যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক ইংরেজদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করতঃ বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মেক্‌নাটন সাহেব কাবুলে রেসিডেণ্ট রহিলেন। কিন্তু কাবুলবাসীরা তাহাদের উপর ইংরেজদিগের প্রভুত্ব দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া, দোস্ত মহম্মদের বীর পুত্র আকবরের সহায়তা অবলম্বনপূর্ব্বক চারিদিক হইতে বিদ্রোহ উত্থাপন করিতে লাগিল। বর্ণিস সাহেব হত হইলেন। ১৮৪১ খৃঃ মে মাসে মেজর পটিঞ্জর এই বিদ্রোহের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে সংবাদ দেন। কিন্তু তাঁহার কথায় কেহই কর্ণপাত করেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে চতুর্দ্দিকে বিপদ দেখিয়া ইংরেজেরা কাবুল পরিত্যাগ করিতে এবং শাহ সুজাকে ভারতবর্ষে লইয়া গিয়া দোস্ত মহম্মদকে পুনর্ব্বার রাজ্য দিতে স্বীকার করিলেন। ১৮৪২ খৃঃ ২৩এ ডিসেম্বর মেক্‌নাটন সাহেব আকবর কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। ৬ই জানুয়ারি ইংরেজদিগের সৈন্যাদি প্রায় ১৫০০০ লোক কাবুল হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে যাত্রা করিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক আফগানদিগের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্ষুদ্র কাবুলের গিরিসঙ্কটে অধিকাংশই হত হইল। এলফিন্‌ষ্টোন্ এবং কয়েকটী বিবি ও বালক আকবর কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া দুর্গ-

মধ্যে রুদ্ধ রহিলেন। ডাক্তার ব্রাইডন নামক এক জন ইংরেজ মাত্র ভয়দতস্বরূপ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জেলালাবাদে সংবাদ দিল। ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি ইংরেজদিগের কখন এরূপ দুর্গতি হয় নাই। কিন্তু তখনও কান্দাহারে নট, জেলালাবাদে শেল ও গজনীতে পামর কতকগুলি করিয়া সৈন্যসহ অবস্থিতি করিতেছিলেন। শেল ও নট বহু কষ্টে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পামর শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করেন। শাহ সুজা তখনও আকবরের নিকট পরাভব স্বীকার করেন নাই। অকলণ্ড এই অবস্থায় ইংরেজদিগকে কাবুলে রাখিয়া স্বদেশে যাত্রা করেন (১৮৪২ খৃঃ)। কাবুলের সমর শেষ না হইতে ১৮৩৯ খৃঃ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়।

চীন-যুদ্ধ :—তাঁহার শাসনসময়ে ইংরেজদিগের অন্যায় আচরণে চীনদিগের সহিত একটী যুদ্ধ ঘটে (১৮৪০-৪২ খৃঃ)। এই যুদ্ধে চীনেরা পরাজিত হইয়া ইংরেজদিগকে হংকং দিয়া সন্ধি করে।

লর্ড এলেনবরা ১৮৪২-৪৪ খৃঃ।

১৮৪২ খৃঃ লর্ড এলেনবরা গবর্ণর জেনেরল্ হইয়া আইসেন।

কাবুল-যুদ্ধের অবসান।

লর্ড এলেনবরা এ দেশে আসিয়াই খাইবারসঙ্কট দিয়া জেনেরল্ পলককে শেলের উদ্ধারার্থ এবং বোলানসঙ্কট দিয়া সেনাপতি ইংলণ্ডকে নটের সাহায্যার্থ পাঠাইলেন। পলক জেলালাবাদ অধিকার করতঃ শেলের সহ কাবুলযাত্রা করিলেন।

নট ও গজনী অধিকার ও তত্রত্য দুর্গধ্বংস করতঃ মামুদকর্ত্তৃক হৃত সোমনাথের চন্দনের কবাট খুলিযা লইযা কাবুলযাত্রা করিলেন। (এলেন্‌ববা এই দুই কবাট বিলাতে পাঠাইযাছিলেন। কিন্তু এক্ষণে জানা গিয়াছে উহা সোমনাথের কবাট নহে, এডিন্‌ববা রিভিউ।) সেনানীত্রব কাবুলে উত্তীর্ণ হইযা তথাকার বাজার ধ্বংস করতঃ ইস্তালিফ দুর্গ অধিকাব ও বন্দীদিগকে মুক্ত কবিযা ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন কবিলেন (১৮৪২ খৃঃ)। ইঁহারা কাবুলে উপস্থিত হওযাব পূর্ব্বে আকবব পলাযন করিয়াছিলেন এবং শাহ সুজা নিহত হইযাছিলেন। ইংবেজ সৈন্য ভাবতবর্ষে প্রত্যাগমন কবিলে এলেন্‌ববা দোস্ত মহম্মদকে ছাড়িয়া দিলেন। এই যুদ্ধে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বিস্তব ক্ষতিগ্রস্ত হন।

সিন্ধুদেশেব যুদ্ধ।

সিন্ধুপ্রদেশ কতিপয় স্বাধীন মুসলমান আমীবেব অধীন ছিল। ১৮৩৯ খৃঃ লর্ড অক্‌লণ্ড বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে, বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা করস্বরূপ দিতে ও তথায একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট বাখিতে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর কবান। তদনুসারে আউট্রাম সাহেব তথায রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন।

যুদ্ধেব কাবণ ঃ—কাবুলীয সমরসময়ে আমীবেবা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের যথাসাধ্য সাহায্য করিলেও উক্ত সমরেব শেষে, কাবুলীয সমরেব সময়ে সিন্ধুপ্রদেশের আমীরেরা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা করিয়াছিলেন বলিয়া লর্ড এলেন্‌বরা সৈন্যসহ সর্ চার্লস নেপিয়রকে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ

তথায় পাঠাইলেন। নেপিয়র, রইস্ মীর রুস্তমের ভ্রাতা আলি মোরদের কুচক্রে পড়িয়া প্রকৃত বিষয় বুঝিতে অসমর্থ হইয়া আমীরদিগকে দোষী স্থির করিলেন। ইহাতে আমীরদিগের বেলুচি সেনাগণ কুপিত হইয়া আউট্রামকে আক্রমণ করিল। আমীরেরা তাহাদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। আউট্রাম অতি কষ্টে পরিত্রাণ পাইলেন।

যুদ্ধ ও যুদ্ধ-ফল ঃ—উপর্য্যুক্ত কারণে নেপিয়র, আমীরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া দিলেন। "মিয়ানী" ও "হায়দরাবাদ" নগরের যুদ্ধে বেলুচি সেনাগণ বিপুল বিক্রম প্রকাশ করিয়াও অবশেষে পরাজিত হইল। সিন্ধুপ্রদেশ ইংরেজ-অধিকারভুক্ত হইল (১৮৪৩ খৃঃ)। এই বিদ্রোহে অনেক নির্দ্দোষী আমীর দ্বীপান্তরিত হন। নেপিয়র সিন্ধুপ্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

গোয়ালিয়রের গোলযোগ।

১৮৪৩ খৃঃ জঙ্কজী সেন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা মহিষী তারাবাই, জৈয়াজী নামক একটী বালককে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। ইংরেজ রেসিডেণ্ট, মৃত রাজার মাতুল মামা সাহেবকে তারাবাইর মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তারাবাই তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দাদা খাসজী নামক এক ব্যক্তিকে ঐ পদে স্থাপিত করেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের মনোনীত মন্ত্রী পদচ্যুত হওয়াতে, এলেনবরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সেনাপতি সর্ হিউ গফ্‌কে সসৈন্যে গোয়ালিয়রে

প্রেরণ করিলেন। "মহারাজপুর" ও "পনায়ার" নামক দুই স্থানের দুই যুদ্ধে চল্লিশ সহস্র মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য পরাজিত হইল। প্রথম যুদ্ধে এলেন্‌বরা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। গোয়ালিয়র রাজ্যের পূর্ব্বস্বাধীনতা লোপ হইয়া ইহা করদ রাজ্যের মধ্যে নিবিষ্ট হইল। একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট্ গোয়ালিয়রে থাকিবেন এবং তাঁহার পরামর্শানুসারে ছয় জন সর্দ্দার জৈয়াজীর বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিবেন, এক দল ইংরেজ সৈন্য রাজধানীতে থাকিবে ও গোয়ালিয়র রাজ্যে নয় সহস্রের অধিক দেশীয় সৈন্য থাকিতে পারিবে না, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় এবং ডিরেক্‌টর ও সিবিল সার্ভাণ্টদিগের প্রতি সর্ব্বদা অসৌজন্য প্রদর্শন করায়, এলেন্‌বরা পদচ্যুত হইলেন। তাঁহার শাসনসময়ে "ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের" পদ সৃষ্টি ও এদেশীয়দিগকে উক্ত পদ প্রদানের অনুমতি হয়, এবং পুলিশ দারোগাদিগের কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি করা হয়। এই সময়ে ভারতবর্ষে দাসত্ব-প্রথা আইন দ্বারা উঠিয়া যায়।

লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪-৪৮ খৃঃ।

১৮৪৪ খৃঃ জুলাই মাসে সর্ হেন্‌রি হার্ডিঞ্জ গবর্ণর জেনেরল্ হইয়া আইসেন। তিনি স্পেন পর্টুগালের যুদ্ধে মহাবীর ওয়েলিংটনের অধীন হইয়া কার্য্য করেন এবং লিগনির যুদ্ধে আহত হইয়া একখানি হস্তচ্ছেদন করিতে বাধ্য হন। তিনি অতি তরুণ বয়সেই সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে

সকলে "হাতকাটা গবর্ণর" বলিত। তাঁহার শাসনসময়ে শিখদিগের প্রথম যুদ্ধ হয়।

১৮৩৯ খৃঃ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার খড়্গ, শের ও দলীপ সিংহ নামে তিন পুত্র ছিল। প্রথমে জ্যেষ্ঠ খড়্গ সিংহ সিংহাসনে আরূঢ় ও ধ্যান সিংহ তাঁহার মন্ত্রী হন। অল্প দিন পরে খড়্গ সিংহের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র নৌনেহাল সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছু দিনের মধ্যে নৌনেহাল সিংহও পরলোক প্রাপ্ত হন। তখন রণজিতের মধ্যম পুত্র শের সিংহ সিংহাসনে উপবেশন করেন। কিন্তু তিনি ও ধ্যান সিংহ উভয়েই অল্পকাল মধ্যে লেনা সিংহের হস্তে নিহত হইলে, রণজিতের কনিষ্ঠ পুত্র পঞ্চম বৎসরের শিশু দলীপ সিংহ সিংহাসনে উপবিষ্ট ও ধ্যান সিংহের পুত্র হীরা সিংহ তাঁহার মন্ত্রী হন। হীরা সিংহ নিহত হইলে দলীপের মাতা চন্দ্রাবতীর (ঝিন্দুনার) প্রিয়পাত্র লাল সিংহ মন্ত্রিত্ব-কার্য্যে ও তেজ সিংহ সেনাপতি-পদে নিযুক্ত হন।

শিখদিগের প্রথম যুদ্ধ ১৮৪৫-৪৬ খৃঃ।

যুদ্ধের কারণ ঃ—রণজিতের ইউরোপীয় সেনানীকর্তৃক শিক্ষিত অত্যন্ত বিক্রমশালী লক্ষ সৈন্য ও তিন শত কামান ছিল। সেই সকল সৈন্য এক্ষণে উগ্রমূর্ত্তি ও অবাধ্য হইয়া উঠিল। মন্ত্রী লাল সিংহ ও সেনাপতি তেজ সিংহ তাহাদের ভয় করিতেন। সুতরাং তাহাদিগকে কার্য্যবিশেষে নিযুক্ত রাখা উচিত বিবেচনা করিয়া ইংরেজ রাজ্য আক্রমণের অনুমতি দিলেন। তদনুসারে তাহারা শতদ্রু পার হইয়া ইংরেজরাজ্যে অত্যাচার আরম্ভ করিল।

যুদ্ধ ঃ—গবর্ণর জেনেরল্ শিখ-সৈন্যদিগের কু-অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া চল্লিশ সহস্র সৈন্য লুধিয়ানা, ফিরোজপুর ও অম্বালায় সমাবেশিত করিয়া রাখিলেন এবং সর্ হিউ গফ্ ও স্বয়ং অম্বালায় উপস্থিত থাকিলেন। শিখ-সেনা ফিরোজপুরের নিকট প্রথমে ছাউনি করিল। তথায় ইংরেজ সেনানী লিট্লার দশ হাজার সৈন্যসহ ছিলেন। তেজ সিংহকে সেই স্থানে রাখিয়া লাল সিংহ স্বয়ং বিশ হাজার সৈন্য লইয়া "মুদকী" নামক পল্লীতে উপস্থিত হইয়া সেনাপতি গফের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করতঃ পরিশেষে পলায়ন করিলেন (১৮৪৫ খৃঃ, ১৫ই ডিশেম্বর)। পরে 'ফিরোজসহরে" সেনাপতি গফ্, লিট্লার ও স্বয়ং হার্ডিঞ্জ একত্রে ১৩ হাজার সৈন্য লইয়া, ৩৫ হাজার শিখ-সৈন্য-সহ লাল সিংহকে আক্রমণ করিলেন। লাল সিংহ পুনর্ব্বার শতদ্রুর দিকে পলায়ন করিলেন। ইহার অনতিপরে তেজ সিংহ ২৫ হাজার সৈন্যসহ রণস্থলে উপনীত হইয়া কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করতঃ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নপর হইলেন। সুতরাং ইংরেজ পক্ষ জয়লাভ করিলেন (২১এ ডিশেম্বর)। এই যুদ্ধে শিখদিগের সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া হার্ডিঞ্জ বলিয়াছিলেন, "এইরূপ আর একটী যুদ্ধ হইলে ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষে আর রাজত্বের আশা করিতে হইবে না।" ইহার পর, ১৮৪৬ খৃঃ ২৮এ জানুয়ারি "আলিওয়াল" নামক পল্লীতে সসৈন্য গোলাব সিংহ, হেরি স্মিথের নিকট পরাস্ত হইলেন। গোলাব সিংহ আপন সৈন্য ত্যাগ করিয়া ইংরেজদিগের সহিত সন্ধির মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তথাপি "সেব্রাঁও" নামক স্থানে আর একবার তেজ সিংহ ৩৫ হাজার শিখ-সৈন্যসহ উপস্থিত হইলে গফ্ ও

স্মিথ্ ১৫ হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন (১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৬ খৃঃ)। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ বিক্রমসহ যুদ্ধ করিয়া তেজ সিংহ হঠাৎ পলায়ন করিলেন এবং নদী পার হইয়া যাইবার সময় শিখ-সৈন্যদিগের একবারে ধ্বংসসাধন-মানসে নৌ-সেতু ভগ্ন করিয়া রাখিয়া গেলেন। শিখ সৈন্য অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেতু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। তথাপি শত্রু-হস্তে আত্মসমর্পণ না করিয়া কতক জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিল ও কতক সন্তরণ দিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হইল। সুতরাং ইংরেজ পক্ষ জয়লাভ করিলেন। মুদকী প্রভৃতির সংগ্রামের বিবরণ পাঠে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

যুদ্ধ-ফল ঃ—শিখ-সৈন্যদিগের পরাজয়ের পর গোলাব সিংহ প্রভৃতি, দলীপের প্রতিনিধি হইয়া ইংরেজদিগের সহ সন্ধিস্থাপন করিলেন (১৮৪৬ খৃঃ)। ইংরেজেরা যুদ্ধের ব্যয়-স্বরূপ অর্দ্ধ কোটি টাকা ও কাশ্মীর প্রদেশ লইলেন এবং শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু গোলাব সিংহ এক কোটি টাকা দিয়া কাশ্মীরপ্রদেশ ক্রয় করিয়া তথাকার স্বাধীন রাজা হইলেন। শিশু দলীপ পঞ্জাবের রাজা থাকিলেন। কিন্তু তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ইংরেজ রেসিডেন্ট হেন্‌রি লরেন্সের পরামর্শ লইয়া আটজন শিখ-সর্দ্দার রাজকার্য্য করিবেন ও শিখ-সৈন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় পরিণত হইবে নির্দ্ধারিত হইল। কেহ কেহ বলেন, গোলাব সিংহ যুদ্ধের সময় গুপ্তভাবে ইংরেজদিগের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন এবং ইংরেজেরা যুদ্ধে জয়লাভার্থে নাকি কয়েক জন শিখ-সেনা-

নীকে অর্থে বশীভূত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মন্ত্রী লাল সিংহ ও সেনাপতি তেজ সিংহ প্রভৃতির, দুর্দ্দান্ত শিখ-সৈন্য-দিগের বিনাশ সাধন করাই যে একান্ত বাসনা ছিল, তাহা সকলেরই উপলব্ধি হইতে পারে। এই যুদ্ধের পর গবর্ণর জেনেরল্ ও সেনাপতি উভয়েই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন ও "লর্ড" উপাধি পাইলেন।

হিতকর কার্য্য ঃ—হার্ডিঞ্জের সময় বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক শত একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; ইহাকে "হার্ডিঞ্জ স্কুল" বলিত। গঙ্গা ও যমুনার দুইটী বিস্তৃত খাল খনন আরম্ভ এবং লৌহবর্ত্ম ও তাড়িতবার্ত্তার সূত্রপাত হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ দেশীয় ছাত্রেরা সরকারি কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত হইবে বলিয়া তিনিই অনুজ্ঞা প্রচার করেন। ১৮৪৮ খৃঃ হার্ডিঞ্জ স্বদেশে যাত্রা করেন।

ডালহৌসী ১৮৪৮-১৮৫৬ খৃঃ।

১৮৪৮ খৃঃ জানুয়ারি মাসে লর্ড ডালহৌসী গবর্ণর জেনেরল্ হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন।

মুলতানের যুদ্ধ।

যুদ্ধের কারণ ঃ—তাঁহার শাসনসময়ে মুলতানের শাসন-কর্ত্তা মুলরাজ, লাহোরের দরবারে উৎপীড়িত হইয়া স্বীয় পদ-পরিত্যাগ করিলে ইংরেজ কর্ম্মচারী অগ্নিউ ও আণ্ডার্সন সাহেব কতকগুলি সৈন্যসহ, খাঁ সিংহকে সেই পদে অভিষিক্ত করিতে

মুলতানে উপস্থিত হন। তাহাতে মুলতানবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া উক্ত সাহেবদ্বয়কে বিনষ্ট করে।

যুদ্ধ ঃ—এই হেতু ইংরেজ-সেনানী লেপ্টেনেণ্ট এডওয়ার্ডস্ এবং কর্টলাণ্ড আসিয়া মুলরাজকে পরাস্ত করাতে তিনি মুলতানের দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। ইংরেজ-সেনানীদ্বয়, সঙ্গে অল্পসংখ্যক সৈন্য থাকায় দুর্গ অবরোধে সাহসী হইলেন না। পরে লাহোর হইতে জেনেরল্ হুইস আসিয়া তাঁহাদের সহযোগী হইলে দুর্গ আক্রমণ করা হইল। এই সময়ে শিখ-সর্দ্দার শের সিংহ কতকগুলি সৈন্যসহ ইংরেজদিগের সাহায্যার্থে আসিয়া পরে মুলরাজের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সুতরাং সেনানীত্রয় কৃতকার্য্য না হওয়ায় বোম্বাই হইতে আর একদল সৈন্য আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া দুর্গ আক্রমণ করিল।

যুদ্ধ-ফলঃ—বহুকষ্টে পাঁচ মাস পরে ইংরেজেরা মুলরাজকে পরাজিত ও বন্দীকৃত করিলেন (১৮৪৯ খৃঃ, জানুয়ারি)।

দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ ১৮৪৮-৪৯ খৃঃ।

যুদ্ধের কারণ ঃ—যে সময়ে মুলরাজ বিদ্রোহী হন, তখন দলীপের মাতা রাণী চন্দ্রাবতী (ঝিন্দুনা) ইংরেজ রেসিডেণ্টের কর্তৃত্বে বিরক্ত হইয়া অপহৃত প্রভুতা পুনঃস্থাপনার্থ শিখ-সর্দ্দারদিগের সহিত ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাবুলের রাজা, কাশ্মীরের রাজা ও রাজপুতদিগের নিকটেও সাহায্য চাহিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খৃঃ মে মাসে এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশিত হইলে পঞ্জাবের রেসিডেণ্ট কেরি সাহেব রাণীকে স্থানান্তরিত

করণার্থ বারাণসীতে পাঠাইয়া দেন। ইহাতে শিখেরা অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্তেজিত হইল। হাজরা প্রদেশের শাসনকর্তা শিখ-সামন্ত ছত্র সিংহও তাঁহার বীর পুত্র শের সিংহও ইংরেজ রেসিডেন্টের কর্তৃত্বে এবং রেসিডেন্ট ও তদীয় সহকারী কাপ্তেন আবটের দুর্ব্ব্যবহারে সাতিশয় বিরক্ত ও অবমানিত হইয়াছিলেন।* এক্ষণে তাঁহারা প্রায় ত্রিশ সহস্র শিখ-সৈন্য লইয়া স্থানে স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিলেন (১৮৪৮ খৃঃ)। সুতরাং শিখদিগের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধ অপরিহরণীয় হইয়া উঠিল।

যুদ্ধ :—এই হেতু ডালহৌসী, সেনাপতি গফ্‌কে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। ১৮৪৮ খৃঃ নবেম্বর মাসে রামনগরের যুদ্ধে ইংরেজসৈন্য পরাজিত-প্রায় হইল। তৎপরে "চিনিয়ান-ওয়ালা" নামক স্থানে শিখ-সেনাপতি শের সিংহের সহিত ইংরেজ-সেনাপতি গফের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল (১৮৪৯ খৃঃ, ১৩ই জানুয়ারি)। এই যুদ্ধে শিখেরা পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণ বিক্রম প্রকাশ করে। ইংরেজেরা ভারতবর্ষে এরূপ সাহসী সুশিক্ষিত শত্রু ও এরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধও আর কখন দেখেন নাই। সমস্ত দিবস যুদ্ধের পর কোনও পক্ষই জয়লাভ করিতে পারিল না। কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের ২৩৫৭ জন সৈন্য ও ৯০ জন অফিসর হত হয়, এবং কয়েকটী কামান ও তিন রেজিমেণ্টের পতাকা শত্রুদিগের হস্তগত হয়। এই সময় বিলাত হইতে সার্ চার্লস নেপিয়র প্রধান সেনাপতি হইয়া একদল সৈন্যসহ এদেশে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই ২২এ ফেব্রুয়ারি "গুজরাটে" হইস প্রভৃতি সেনানীরা গফের

সহকারী হইয়া ৫০ সহস্র শিখ-সৈন্যসহ ছত্র ও শের সিংহকে সম্পূর্ণরূপ পরাজয় করিলেন। কাবুলরাজ দোস্ত মহম্মদ শিখদিগের সাহায্যার্থ একদল অশ্বারোহী সৈন্যসহ আসিয়াছিলেন— কিন্তু ইংরেজদিগের কর্তৃক অবমানিত ও অনুধাবিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

যুদ্ধ-ফল ঃ—১৮৪৯ খৃঃ ১২ই মার্চ শিখ-সেনানীগণ ইংরেজদিগের হস্তে তরবারি সমর্পণপূর্ব্বক বশ্যতা স্বীকার করিল এবং লর্ড ডালহৌসীর ২৯এ মার্চ তারিখের ঘোষণাপত্র দ্বারা পঞ্জাব, ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত হইল। দলীপ সিংহ বাৎসরিক ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বিলাতে বাস করিতে লাগিলেন। কোহিনুর নামক প্রসিদ্ধ মণি তাঁহার নিকট হইতে ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার জন্য গৃহীত হইল। মুদকী, ফিরোজসহর, আলিওয়াল, সেব্রাঁও, চিলিয়ানওয়ালা ও গুজরাট, এই ছয় স্থানের যুদ্ধ ইংরেজদিগের বহুকাল স্মরণ থাকিবেক।

পঞ্জাব প্রদেশ প্রথমে একটী বোর্ডের শাসনাধীন থাকিয়া পরে, ১৮৫৩ খৃঃ বোর্ড উঠিয়া যাওয়াতে একজন প্রধান কমিশনরের (জন্ লরেন্সের) শাসনাধীন হয় এবং এই সময়েই এই প্রদেশের রাজস্ব বন্দোবস্ত হয়। ক্রমে পঞ্জাবে কন্যাবধ, দস্যুতা প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া সকল রহিত হইয়া যায়।

ব্রহ্মদেশীয় দ্বিতীয় যুদ্ধ।

কারণ ঃ— ১৮৫১ খৃঃ রেঙ্গুনের শাসনকর্ত্তা কয়েক জন ইংরেজ বণিকের প্রতি অত্যাচার করাতে ডালহৌসী, ব্রহ্মদেশের কর্তৃপক্ষের নিকট একজন রণতরীর অধ্যক্ষকে প্রেরণ

করেন। কিন্তু ইহাতে কোন প্রতিকার না হওয়ায়, অধিকন্তু ঐ পোতাধ্যক্ষকে অপমান করায় ব্রহ্মদেশীয় দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘটে।

যুদ্ধ ও যুদ্ধফল :—১৮৫২ খৃঃ গডুইন নামক সেনানী বর্ম্মায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে রেঙ্গুন, পরে প্রোম ও পেগু নগর অধিকার করিলেন। আর কিয়দ্দূর গমন করিলে ইংরেজ-সেনানী, রাজধানী আবার পঁহুছিতেন। কিন্তু লর্ড ডালহৌসী তাঁহাকে যুদ্ধে বিরত হইতে আদেশ দিলেন এবং "পেগুপ্রদেশ" গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মরাজের সহিত সন্ধি করিলেন। লর্ড ক্যানিংের সময় পেগু ও পূর্ব্বাধিকৃত প্রদেশ (আরাকানাদি) লইয়া "ব্রিটিশ-বর্ম্মার" সৃষ্টি হয়।

কোম্পানির রাজ্যবৃদ্ধি :—সেতারার উত্তরাধিকারী না থাকায়, ১৮৪৯ খৃঃ সেতারা, নাগপুররাজের মৃত্যুর পর তদীয় মহিষীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে না দিয়া ১৮৫৩ খৃঃ নাগপুর, অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলির বিলাসপ্রিয়তা-দোষে শাসনের বিশৃঙ্খলা হওয়ায় ১৮৫৬ খৃঃ অযোধ্যা, ঝাঁসির রাজার মৃত্যুর পর তদীয় মহিষী লক্ষ্মীবাইয়ের পোষ্যপুত্র গ্রহণ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া ঝাঁসি ইংরেজেরা হস্তগত করেন। কটক-প্রদেশের করদ মহলের অন্তর্গত অঙ্গুল রাজ্যের রাজা বিদ্রোহী হওয়ায় রাজ্যচ্যুত হন এবং তদীয় রাজ্য ইংরেজরাজ্য-ভুক্ত হয়। সিকিমের রাজা একজন ইংরেজ ডাক্তারের প্রতি অত্যাচার করাতে তদীয় রাজ্যান্তর্গত মোরং নামক স্থান গ্রহণ করা এবং দার্জ্জিলিঙ্গের দরুণ তাঁহাকে যে কর দেওয়া হইত, তাহা বন্ধ করা হয়। নিজাম ইংরেজ গবর্নমেন্টের নিকট অধিক ঋণী হইয়া উহার পরিশোধার্থ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে

বেবার প্রদেশ সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। পেশবা বাজীরাও বৃত্তিভোগী হইয়া বিঠোরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পোষ্যপুত্র নানা সাহেব ঐ বৃত্তির প্রার্থনা করায়, ডালহৌসী তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া বৃত্তি বন্ধ করেন। তজ্জন্য নানা সাহেব সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিষম অত্যাচার করেন। ডালহৌসীর সময়ে সাঁওতাল-বিদ্রোহ ঘটে।

হিতকর কার্য্য ঃ—তাঁহার শাসন সময়ে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের সৃষ্টি হয়। (তিনি এ দেশে থাকিতে থাকিতে হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল খুলে।) পঞ্জাবে ঠগী ও সতীদাহ এবং অন্যত্র নরবলি ও ডাকাইতি নিবারণের চেষ্টা করা হয়। ডাকের টিকিটের সৃষ্টি ও শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি হয়। কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে এক একটী বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ এবং কলিকাতার হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষার্থ হলকাবন্দী স্কুল ও মডেল স্কুল স্থাপিত হয়। বালিকা-দিগের শিক্ষাদানার্থ স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে সকল প্রকার বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করার আদেশ হয়। এই সকল বিদ্যালয় ও কলেজাদির পর্য্যবেক্ষণ জন্য বোম্বে, মান্দ্রাজ, বাঙ্গালা, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এক এক জন "ডিরেক্টর" ও তাঁহাদের প্রত্যেকের অধীন কতক-গুলি করিয়া "ইন্‌স্পেক্টর" ও "ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর" নিযুক্ত হন। হার্ডিঞ্জ প্রবর্ত্তিত গঙ্গার খাল (৮১০ মাইল) এই সময়ে সম্পূর্ণ এবং বারিদোয়াব (৪৫০ মাইল) ও অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎ সম্পন্ন হয়। চতুর্দ্দিকে গমনাগমনের সুবিধার জন্য

উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রাজপথ প্রস্তুত হয়; এবং এই সময় কোম্পানি পুনর্ব্বার সনন্দ প্রাপ্ত হন ও বাঙ্গালা প্রদেশের একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্তা অর্থাৎ "লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর" নিযুক্ত হন (১৮৫৩ খৃঃ)। উপযুক্ত হইলে ইংলণ্ডে পরীক্ষা দিয়া সিবিল সর্বিসে কর্ম্ম পাইবার আদেশ হয় এবং ডিরেক্টর সভার সদস্য সংখ্যা ১৮ ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা ১২ জন হয়।

ডালহৌসীর চরিত্র ঃ—তিনি একজন বিচক্ষণ, ক্ষমতাপন্ন, বুদ্ধিমান্ ও প্রতিভাশালী শাসনকর্তা ছিলেন। এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে এ দেশের সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই বুদ্ধি ও চতুরতা বলে রাজ্যের সমস্ত বিষয়েই অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা এ দেশের অনেক হিতানুষ্ঠান হয়, তজ্জন্য আমরা চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব। রাজ্যলিপ্সাই তাঁহার একমাত্র দোষ ছিল, কিন্তু তাহাতেও সাধারণের হিত ভিন্ন অহিত হয় নাই। তবে ইহা হইতে পরিশেষে একটী বিষম অনর্থোৎপত্তি হয়।

লর্ড ক্যানিঙ্ ১৮৫৬-৬২ খৃঃ।

১৮৫৬ খৃঃ ২৮এ ফেব্রুয়ারি লর্ড ক্যানিঙ্ এ দেশে আইসেন। তিনি কোম্পানির রাজত্বের শেষ গবর্ণর জেনেরল্। তাঁহার শাসনকালে সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটে।

সিপাহী-বিদ্রোহ ১৮৫৭-৫৯ খৃঃ।

বিদ্রোহের কারণ ঃ—কি কারণে যে সিপাহীগণ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তদ্বিষয়ে অনেকে অনেকরূপ

বর্ণনা করেন। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে সিপাহী-বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় করা কঠিন। (১) রাজ্যলিপ্সু লর্ড ডালহৌসীর পর-রাজ্যগ্রাহিণী নীতিই এই ভয়ঙ্কর ঘটনার মূলীভূত কারণ। তিনি অনেক প্রাচীন রাজপরিবারের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদের বিরাগ উৎপাদন ও তাঁহাদিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করেন। সিপাহীরা প্রাচীন রাজবংশের এইরূপ অবমাননায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়। (২) এই সময়ে আবার ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার, তৎসঙ্গে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ সৃষ্টি, দেশীয় সভ্যতার উচ্ছেদ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ইংরেজী সভ্যতা স্থাপন এই সকল দেখিয়া সিপাহীরা আপনাদের জাতি ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় ভীত হইতে থাকে। এদিকে রাজ্যভ্রষ্ট রাজা ও রাজপরিবারেরা তাহাদের মনের এই আতঙ্ক ও বিরাগের আভাস পাইয়া আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাহাদের মনের উত্তেজন বৃদ্ধি করিতে থাকেন। (৩) আবার এ দেশের লোক বিদ্বান্ ও উপযুক্ত হইলেও তাহাদের ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কোন উচ্চপদ পাইবার প্রত্যাশা ছিল না। অধিক কি সেনা-বিভাগেও এ দেশীয় লোকের যোগ্যতানুরূপ উন্নতি হইত না। ইহাও একটী সাধারণ উত্তেজনের কারণ। সিপাহীরা সুশিক্ষিত ও সুক্ষ্মদর্শী নহে, প্রত্যুত সন্দিগ্ধ ও কৌতূহল-পর। সুতরাং তাহারা ক্রমে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইতে থাকে। (৪) এইরূপে যখন তাহাদের মন অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল সেই সময় কোম্পানির সৈন্যদিগের মধ্যে রাইফাল বন্দুক ব্যবহারের আদেশ প্রচার হয়। ঐ বন্দুকের ব্যবহারোপযোগী টোটা, গরু ও শূকরের চর্ব্বি দ্বারা প্রস্তুত। ঐ

টোটা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া বন্দুকে পুরিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় সৈন্যদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করা ইংরেজ-গবর্ণমেন্টের একমাত্র উদ্দেশ্য। এইরূপ জনশ্রুতি প্রকাশ হওয়ায় সিপাহীরা টোটাসম্বন্ধে নানা আন্দোলন করিতে থাকে, এবং আপনাদের ধর্ম্মরক্ষার জন্য বিদ্রোহী হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। ডালহৌসী যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গঠিত করিয়া যান তাহার শাসনার্থ সেনাবিভাগের উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারিগণ স্থানান্তরিত হওয়ায় সুদক্ষ সৈনিক কর্ম্মচারীর বিশেষ অভাব হয়।

বিদ্রোহ ঃ—১৮৫৭ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে বহরমপুরে একদল সিপাহী প্যারেডের সময় টোটা স্পর্শ করিতে অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ইংরেজ-সৈন্য অল্প থাকায় তৎকালে তাহাদের প্রতিফল দেওয়া হয় নাই। মার্চ মাসে তাহাদিগকে বারাকপুরে আনিয়া নিরস্ত্র ও পদচ্যুত করা হয়। এই সময় সন্দেহক্রমে বারাকপুরের একদল সিপাহীকেও নিরস্ত্র ও কর্ম্মচ্যুত করা হয়। এই ঘটনার পর ইংরেজেরা ভাবিলেন বিদ্রোহ এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। কিন্তু ঐ সমস্ত পদচ্যুত সিপাহী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া ইংরেজ গবর্ণমেন্টের বিপক্ষে নানা কথা বলিতে লাগিল এবং ইংরেজ গবর্ণমেন্টের প্রত্যেক সেনা-নিবাসের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইল। ক্রমে উহাদের সাহায্যকারীও জুটিয়া গেল।

দিল্লীতে বাহাদুর শাহ ('দিল্লীর বৃত্তিভোগী শেষ মুসলমান সম্রাট) অযোধ্যায় অযোধ্যার বেগম ও ফয়জাবাদের মৌলবী কাণপুরে নানাসাহেব, মধ্য ভারতবর্ষে ঝাঁসির রাণী ও তাঁতিয়া

তোপী এবং সাহবাদে কুমার সিংহ উহাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

বিদ্রোহ বিস্তার :—১৮৫৭ খৃঃ ১০ই মে অপরাহ্নে মিরটের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া তত্রত্য ইংরেজদিগকে হত্যা করিল। মিরট হইতে সিপাহীরা দলে দলে দিল্লী নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহারা দিল্লীতে প্রবেশ করিবামাত্র দিল্লীর সিপাহীরা বিদ্রোহী হইল। মহম্মদ বাহাদুর শাহ পুনর্ব্বার সিংহাসন প্রাপ্তির আশয়ে নগরবাসী সমস্ত মুসলমান সহ ঐ বিদ্রোহের সহায়তা করিতে লাগিলেন। ইংরেজেরা তথাকার বারুদাগার অগ্নি সংযোগে উড়াইয়া দিলেন। বিদ্রোহীরা তথাকার ইংরেজদিগকে হত্যা করতঃ নগর হস্তগত করিল। এইরূপে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিল। কারাগার উন্মুক্ত, ধনাগার বিলুণ্ঠিত এবং স্ত্রী ও বালক সহ ইউরোপীয়গণ নিষ্ঠুররূপে নিহত হইতে লাগিল। কেবল সার্ জন্ লরেন্স্ ও তদীয় সহকারী লেপ্টেনেন্ট এড্ওয়ার্ড ও নিকল্সনের যত্নে পঞ্জাব প্রদেশের সিপাহীরা কিছুই করিতে পারিল না, শিখজাতি মুহূর্ত্তের জন্যও রাজভক্তি প্রদর্শনে ত্রুটি করে নাই; এবং সুদক্ষ মন্ত্রী সার্ সালার জঙ্গ বাহাদুরের দক্ষতায় মুসলমান রাজ্য হায়দরাবাদ পূর্ব্বাপর ইংরেজ গবর্ণমেন্টের সাহায্য করিয়াছিল।

কাণপুর :—সিপাহী-যুদ্ধ ঘটিত ভয়ঙ্কর ব্যাপার কাণপুর, অযোধ্যা ও দিল্লী এই তিন স্থানেই সমধিক প্রসিদ্ধ। কাণপুরের সেনা-নিবাসে বহুসংখ্যক সিপাহী থাকিত। কাণপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুর নামক স্থানে শেষ পেশ্বার পোষ্যপুত্র ধুন্দুপন্থ নানা

বাস করিতেন। পেশবার মৃত্যুর পর ইংরেজেরা তাঁহার পৈতৃক বৃত্তি বন্ধ করায় তিনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ৬ই জুন কাণপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইলে তিনি তাহাদিগের অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া আপনাকে মহারাষ্ট্রের পেশবা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কাণপুরবাসী ইংরেজেরা এক সামান্য পরিখাবেষ্টিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ অসীম বীরত্ব সহকারে ক্রমাগত উনবিংশতি দিবস বিপক্ষ পক্ষের অবরোধ সহ্য করিলেন এবং ২৭এ জুন তারিখে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত নিরাপদে যাইবার আশ্বাস পাইয়া নানা সাহেবের নিকট আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ৪৫০ জন ইংরেজ গঙ্গা-বক্ষে নৌকারোহণ করিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ উত্তেজিত সিপাহীগণের গোলার আঘাতে প্রাণ হারাইল এবং অবশিষ্ট ১২৫ জন স্ত্রীলোক ও বালক নানা সাহেবের নিকট বন্দী থাকিয়া পরে নিষ্ঠুররূপে নিহত হইল। ১৫ জুলাই ইংরেজ-সেনানী হাবেলক সসৈন্যে কাণপুরে আসিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর নগর অধিকার করিলেন। নানা সাহেব অযোধ্যা অঞ্চলে পলায়ন করিলেন।

লক্ষ্ণৌ ঃ—অযোধ্যার চিফ্ কমিশনর সার্ হেনরি লরেন্স পূর্ব্ব হইতে বিদ্রোহের আভাস পাইয়া লক্ষ্ণৌ নগরস্থ রেসিডেন্সির প্রাচীর পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। ২রা জুলাই যাবতীয় ইংরেজ-সৈন্য ও ইংরেজ অধিবাসী তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। ৪ঠা জুলাই গোলার আঘাতে হেনরি লরেন্স প্রাণত্যাগ করিলেন। অবরুদ্ধ ইউরোপীয়গণ ২৫এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রাণপণে শত্রুসেনার আক্রমণে বাধা দিতে লাগিল।

ইংরেজ সেনাপতি হাবেলক, আউট্রাম ও নীল প্রভৃতি সাহায্যার্থ আসিয়া সিপাহীদিগের ব্যূহ ভেদ করিতে না পারায় পরে ১৬ই নবেম্বর সার্ কলিন্ ক্যাম্বেল (ইনি পরে লর্ড ক্লাইড্ নামে প্রসিদ্ধ হন) আসিয়া যুদ্ধ করতঃ ইংরেজদিগকে মুক্ত করিলেন। তৎপরে বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থ ইংরেজ-সৈন্য স্থানান্তর গমন করায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদিগের পুনরধিকৃত হইল না।

দিল্লী :—দিল্লীতে প্রায় ৩০০০০ বিদ্রোহী সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। ৮ই জুন ইংরেজ-সৈন্য দিল্লী অবরোধ করিল। আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে পঞ্জাব হইতে ইংরেজ-সেনানী নিকল্সন অবরোধকারীদিগের সাহায্যার্থ আসিলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৬ দিন বিষম যুদ্ধের পর দিল্লী পুনরধিকৃত হইল। নিকল্সন যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। বৃদ্ধ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ বন্দীকৃত হইয়া রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত হইলেন। তাঁহার পুত্রেরা কাপ্তেন হড্সনের গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল।

অযোধ্যায় শান্তি-স্থাপন :—দিল্লী অধিকারের পরেও ১৮ মাস ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যুদ্ধ চলে। অযোধ্যার বেগম, ফয়জাবাদের মৌলবী ও নানা সাহেবের উত্তেজনায় অযোধ্যার অধিবাসিগণ বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সহ যোগ দিয়াছিল। লর্ড ক্লাইড যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহীগণকে পরাজয় করতঃ অযোধ্যায় শান্তি স্থাপন করিলেন। বেগম ও নানা সাহেব নেপালে পলায়ন করিলেন। এই সময় নেপালের রাজ-মন্ত্রী সার্ জঙ্গ

বাহাদুর সুসাহসী গুর্খা সৈন্য লইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

কুমার সিংহ ঃ—আরা জেলার অন্তঃপাতী জগদীশ-পুরের জমিদার বর্ষীয়ান্ কুমার সিংহ দানাপুরের সিপাহী-দিগের অধিনায়ক হইয়া ইংরেজদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা অমর সিংহ আরাস্থিত ইংরেজদিগকে কষ্ট দিতে ত্রুটি করেন নাই। ইংরেজেরা অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। শেষে আগষ্ট মাসে ইংরেজ-সৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করতঃ আরা উদ্ধার করিল।

লক্ষ্মীবাই ও তাঁতিয়া-তোপী ঃ—ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই স্বামীর মৃত্যুর পর ডালহৌসী কর্তৃক অন্যায়রূপে দত্তক পুত্র গ্রহণে নিবারিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের উপর সাতিশয় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সিপাহী-যুদ্ধের সময় মধ্য ভারতবর্ষে লক্ষ্মীবাই ও তাঁতিয়া-তোপী বিলক্ষণ ক্ষমতার সহিত যুদ্ধ চালাইতে ছিলেন। এই বীরাঙ্গনার অসাধারণ বীরত্বে ইংরেজ-সেনানী সর্ হিউরোজ্‌কে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি (লক্ষ্মীবাই) ১৮৫৮ খঃ জুন মাসে গোয়ালিয়রের নিকট অতিশয় পরাক্রম সহ যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন এমন সময় একজন সৈনিক পুরুষ তাঁহার গলদেশ-বিলম্বিত রত্নহারের লোভে অসির আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করিল। তাঁতিয়া-তোপী মধ্য-প্রদেশে ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়া পরিশেষে ১৮৫৯ খৃঃ এপ্রিল মাসে ধরা পড়িয়া নিহত হইলেন।

সিপাহী-যুদ্ধের অবসান ঃ—এইরূপে নায়কবিহীন

হইয়া সিপাহীগণ বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিল। ১৮৫৯ খৃঃ জুলাই মাসে সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া লর্ড ক্যানিঙ্ ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন।

লর্ড ক্যানিঙের শাসন সময়ে পারস্যের অধিপতি হিরাট অধিকার করায়, তাঁহার সহ যুদ্ধে ইংরেজদিগের জয়লাভ হয়। চীন সম্রাটের অত্যাচারে চীনদেশে সৈন্য পাঠাইয়া জয়লাভ করতঃ ইংরেজ কোম্পানি কয়েকটী বন্দর প্রাপ্ত হয়েন।

কোম্পানির রাজত্ব লোপ:—সিপাহী বিদ্রোহে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষীয়েরা অতিশয় বিরক্ত হইলেন। অতঃপর একটী বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভার এক দল বণিকের হস্তে ন্যস্ত রাখা অনুচিত বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য একটী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলেন। এতদ্দ্বারা ডিরেক্টরদিগের আপত্তি সত্ত্বেও ভারতের শাসনকার্য্য কোম্পানির হস্ত হইতে ইংলণ্ডের মহারাণীর হস্তে সমর্পিত হইল। গবর্ণর জেনেরল, গবর্ণর জেনেরল্ ও ভাইসরয় (রাজপ্রতিনিধি) হইলেন। ইনি ইংলণ্ডের "ইণ্ডিয়া কৌন্সিল অর্থাৎ ভারত সভার" প্রধান অধ্যক্ষ সেক্রেটরি অব্ ষ্টেটের অধীন হইয়া কার্য্য করিবেন। সেক্রেটরি অব্ ষ্টেটের সাহায্যার্থ পঞ্চদশ জন সভ্যে এই ভারতসভা গঠিত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

ইংলণ্ডের মহারাণীর শাসনাধীন ভারতবর্ষ।

মহারাণীর ঘোষণা-পত্র :—১লা নবেম্বর ১৮৫৮। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর এলাহবাদ নগরে মহারাণীর স্বহস্তে ভারত সাম্রাজ্য গ্রহণ করা সম্বন্ধে একটী সুবৃহৎ দরবার হইল। লর্ড ক্যানিঙ উক্ত দরবারে মহারাণীর ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই:—

"(১) আমি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সম্মতি ও পরামর্শ ক্রমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতের শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিলাম। (২) আমার বিশ্বস্ত ও প্রিয় সচিব লর্ড ক্যানিঙের প্রভুভক্তি ও কার্য্যকুশলতায় তাঁহাকেই আমার প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ সৈনিক ও শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণকে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিলাম। (৩) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেশীয় রাজগণের সহিত যে সকল সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, আমি তাহা অক্ষুণ্ন রাখিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিব এবং তাঁহাদের স্বত্ব, পদগৌরব ও বংশমর্য্যাদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিব। (৪) আমি ভারতের প্রজাগণের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিব না। (৫) আমার প্রজা সকল যে জাতিই হউক বা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক; তাহারা স্ব স্ব বিদ্যা, বুদ্ধি ও যোগ্যতানুসারে বিনা পক্ষ-

পাত্তে গবর্ণমেন্টের অধীনে সকল কার্য্য করিতে পারিবে। (৬) সাম্রাজ্যের স্বার্থে বাধা না জন্মিলে ভারতীয় প্রজাগণ ভারতীয় প্রাচীন রীতিনীতি ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় নিয়মানুসারে পৈতৃক ভূসম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইবে। (৭) ইংরেজ প্রজাহত্যায় যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যোগ দিয়াছিল তাহারা ব্যতীত সকল বিদ্রোহীই ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে। (৮) ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তি সংস্থাপনের পর আমি প্রজার হিতের জন্যই রাজ্য শাসন করিব ও যাহাতে ভারতের শিল্পের উন্নতি ও সাধারণের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইব।"

লর্ড ক্যানিং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া, নিজাম, সেন্ধিয়া, পাতিয়ালার রাজা, কাশ্মীররাজ ও জয়পুররাজ প্রভৃতি মিত্র-রাজগণকে "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ ভারত-নক্ষত্র উপাধি প্রদান করেন।

১৮৫৯ খৃঃ দেওয়ানী কার্য্যবিধি বা ৮ আইন ও রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় ১০ আইন পাস হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মেকলে যে দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেন এক্ষণে ১৮৬০ খৃঃ সেই ফৌজদারী দণ্ড-বিধি বা ৪৫ আইন এবং ১৮৬১ খৃঃ ফৌজদারী কার্য্যবিধি বা ২৫ আইন প্রচারিত হয়। ১৮৬১ খৃঃ হাইকোর্ট স্থাপনের সূত্রপাত হয়। এই সময় উইলসন্ সাহেব রাজস্বসচিব হইয়া আসিয়া ইন্-কম্ ট্যাক্স প্রচলিত করেন, এবং নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য কমিশনর নিযুক্ত হয়। ১৮৬১ খৃঃ গবর্ণর জেনেরল এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণরের মন্ত্রিসভায় রাজকীয় কর্ম্ম-চারী ব্যতীত এতদ্দেশীয় বা ইউরোপীয় ভদ্রলোকেরা কেবল ব্যবস্থা প্রণয়ন জন্য প্রবেশাধিকার লাভ করেন।

ক্যানিঙের চরিত্রঃ—তিনি একজন ক্ষমতাপন্ন, শান্ত-প্রকৃতি, প্রগাঢ় বুদ্ধি ও উপযুক্ত শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার শাসনসময়ে যেরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে যদি তিনি স্থির-প্রকৃতি হইয়া বিশেষ বিবেচনার সহিত কার্য্য না করিতেন, তাহা হইলে ভারতে ইংরেজ রাজ্য রক্ষা থাকা ভার হইত ও এ দেশীয় প্রজাগণও পরিত্রাণ পাইত না। এই দুর্ঘটনার (সিপাহী বিদ্রোহের) সময় তিনি এরূপ ধৈর্য্য, ক্ষমাশীলতা ও পক্ষপাতশূন্য ব্যবহার প্রদর্শন করেন যে, তাহাতে অনেকে তাঁহাকে "দয়ার সাগর ক্যানিঙ" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সেই বিদ্রূপ বাক্য তাঁহার অসাধারণ মহত্বের পরিচায়ক হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষে আগমন কালে ডিরেকটরদিগের সমক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় বলিয়াছিলেন ভারতের আকাশ এক্ষণে নির্ম্মল হইলেও একখণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ উৎপন্ন হইয়া ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করতঃ আমাদিগকে বিপন্ন করিতে পারে। সিপাহী বিদ্রোহই সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করে। এই মহাত্মার সময়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রসিদ্ধ "মেঘনাদবধ কাব্য" রচনা করেন। ১৮৬২ খৃঃ তিনি স্বদেশে যাত্রা করেন।

লর্ড এলগিন ১৮৬২-৬৩ খৃঃ।

১৮৬২ খৃঃ লর্ড এলগিন গবর্ণর জেনেরল ও ভাইসরয় হইয়া আইসেন। তাঁহার শাসনসময়ে ১৮৬২ খৃঃ কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এই তিন প্রধান নগরের সদর দেওয়ানী ও সুপ্রিম কোর্ট একত্র হইয়া "হাইকোর্ট" নাম ধারণ করে। সিন্ধুর পশ্চিম পারে সিতানার ওহবীরা বিদ্রোহী হওয়ায় তাঁহাদের সহ একটী সামান্য যুদ্ধ ঘটে। তাহাদের বিরুদ্ধে যে সৈন্য

পাঠান হয় থাইবিরীরা তাহাদিগকে হত্যা করে। ১৮৬৩ খৃঃ এল্‌গিন পীড়িত হইয়া হিমালয় প্রদেশস্থ ধর্ম্মশালা নামক স্থানে প্রাণত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর মান্দ্রাজের গবর্ণর ডেনিস্ সাহেব কয়েক মাস ভাইসরয়ের কার্য্য করেন। তিনি (ডেনিস্) বহু কষ্টে সিতানার বিদ্রোহ শান্তি করেন।

সর্ জন্ লরেন্স ১৮৬৪-১৮৬৯ খৃঃ।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় লরেন্স পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর থাকিয়া বিচক্ষণতা সহকারে তথায় শান্তিরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ শিখ-সৈন্য বিদ্রোহী হয় নাই। তাহারই পুরস্কারস্বরূপ সর্ জন্ লরেন্স ১৮৬৪ খৃঃ গবর্ণর জেনেরল্ ও ভাইসরয় হন।

তাঁহার শাসনসময়ে ১৮৬৪ খৃঃ ভুটানবাসীদিগের সহিত একটী যুদ্ধ ঘটে। তাহাতে ইংরেজেরা জয়লাভ করতঃ (দ্বার) দুয়ার প্রদেশ অধিকার করেন। ১৮৬৪ খৃঃ অক্টোবর মাসে বাঙ্গালায় প্রবল ঝড় হয়-ও ১৮৬৬ খৃঃ উড়িষ্যায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটে। মহীশূররাজ, মহাসভা পার্লিয়ামেন্ট হইতে পোষ্য পুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হন। দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু হওয়ায় সের আলি আফগানিস্তানের রাজা হন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে লরেন্স স্বদেশে যাত্রা করেন।

লর্ড মেয়ো ১৮৬৯-১৮৭২ খৃঃ।

১৮৬৯ খৃঃ লর্ড মেয়ো গবর্ণর জেনেরল্ ও ভাইসরয় হইয়া আইসেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে কাবুলের আমীর সের

আলির সহ তদীয় ভ্রাতৃগণের বিরোধ হয়। সের আলি, লরেন্সের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু লরেন্স তাঁহার প্রার্থনামত কার্য্য করেন নাই। লর্ড মেয়োও তাঁহাদের গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপ না করিয়া তাঁহাকে অম্বালায় আনয়নপূর্ব্বক কাবুলের প্রকৃত অধিপতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া রুসীয়দিগকে আসিতে দিবেন না বলিয়া তাঁহাকে বার্ষিক দ্বাদশ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিতেও অঙ্গীকার করেন। মেয়ো এ দেশীয়দিগের উচ্চশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার শাসনসময়ে রাজকীয় লৌহবর্ত্ম স্থাপনের সূত্রপাত এবং (১৮৬৯-৭০) ডিউক অব্ এডিন্‌বরার শুভাগমন হয়। তিনি (লর্ড মেয়ো) কৃষি বিভাগের সৃষ্টি ও প্রত্যেক প্রদেশের আয় ব্যয় স্বতন্ত্র রাখিবার প্রথা সংস্থাপিত করেন। ১৮৭২ খৃঃ পোর্ট ব্লেয়ার (আণ্ডামান দ্বীপের নগর) নামক নগরে সের আলি নামক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত এক জন মুসলমান কর্ত্তৃক সহসা আক্রান্ত হইয়া লর্ড মেয়ো নিহত হন। ইহার পূর্ব্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নর্ম্ম্যান্ সাহেবও একজন মুসলমানকর্ত্তৃক আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

ইহার পর ৯ই হইতে ২৪এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত সর্ জন্ ষ্ট্রেচি ও ২৪এ ফেব্রুয়ারি হইতে ২রা মে পর্য্যন্ত লর্ড নেপিয়র গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন।

লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭২-১৮৭৬খৃঃ।

১৮৭২ খৃঃ লর্ড নর্থব্রুক গবর্ণর জেনেরল হন। তিনি প্রথমেই ইন্‌কম ট্যাক্স রহিত করেন। তাঁহার শাসনসময়ে ত্রিহুতে দুর্ভিক্ষ ঘটে। তিনি ও বাঙ্গালার লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর উভয়ে

তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করাতে অধিক লোকের প্রাণনাশ হয় নাই। বরদার রাজা গুইকুমারের অত্যাচারে সকলে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। শেষে তিনি ইংরেজ রেসিডেণ্টকে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করেন বলিয়া অভিযুক্ত হইলে, গবর্ণর জেনেরল্ তিন জন ইংরেজ ও তিন জন এ দেশীয় লোকের প্রতি তাঁহার বিচারের ভার প্রদান করেন। ইংরেজেরা তাঁহাকে দোষী ও এ দেশীয়েরা তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া স্থির করেন। নর্থব্রুক তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া গুইকুমার-বংশীয় অন্য একজনকে তৎপদে স্থাপিত করেন, এবং সর্ মাধব রাও তথাকার মন্ত্রী হন।

এই সময়ে ইংলণ্ডের মহারাজ্ঞীর প্রথম পুত্র যুবরাজ এল্-বার্ট এড্ওয়ার্ড প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্ ভারতবর্ষে আইসেন (১৮৭৫-৭৬)। তাঁহার প্রতি এ দেশীয় প্রজাদিগের অতীব রাজভক্তিতে তিনি ও মহারাণী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন। তাঁহার শাসনকালে আসামপ্রদেশ বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের হস্ত হইতে পৃথক্ হইয়া একজন প্রধান কমিশনরের দ্বারা শাসিত হইতে আরম্ভ হয়।

যুবরাজের এদেশ হইতে যাত্রা করার পর নর্থব্রুক কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ স্বদেশে যাত্রা করেন।

লর্ড লিটন ১৮৭৬-১৮৮০ খৃঃ।

লর্ড নর্থব্রুকের পর লর্ড লিটন গবর্ণর জেনেরল্ হন। তাঁহার শাসন কালে ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারি ইংলণ্ডের মহারাণী "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ করেন। এই উপলক্ষে দিল্লীতে একটী বৃহৎ দরবার হয়। এই সময়ে (১৮৭৭ খৃঃ) মান্দ্রাজ ও

বোম্বাইতে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। বেলুচিস্থানের গৃহবিবাদে কুইটা নগরে সৈন্য সমাবেশ হয়। এই সময়ে কাবুলাধিপতি রুসীয়দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন বলিয়া কাবুলের দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘটে। খাইবার, কুরম ও বোলান এই তিন গিরিপথ দিয়া ইংরেজ-সৈন্য কাবুলে প্রবেশ করে। সের আলি পলায়ন করিয়া নিহত হন এবং তাঁহার পুত্র ইয়াকুব রাজা হইয়া গণ্ডামক নামক স্থানে ইংরেজদিগের সহ সন্ধি করেন। এই সন্ধি অনুসারে কাবুলে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট অবস্থিতি করেন (১৮৭৯)। কিন্তু অল্প দিন পরেই ইংরেজ রেসিডেণ্ট সার্ লুই ক্যাভানারী অনুচরবর্গ সহ কাবুলবাসিগণ কর্তৃক নিহত হওয়ায় পুনর্ব্বার যুদ্ধ হয়। ইয়াকুব রাজ্যচ্যুত হইয়া ইংরেজ-রাজ্যে বাস করেন, এবং কাবুল ও কান্দাহার ইংরেজদিগের অধিকৃত হয়। ইহাতে আফগান জাতি কাবুল নগরের ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করায়, ইংরেজ-সেনানী সার্ ফ্রেড্‌রিক রবার্টস্ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন ১৮৭৯-৮০। তাঁহার শাসনকালে ১৮৭৮ খৃঃ দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ ও বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ হয়। দুর্ভিক্ষ নিবারণের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িগণের উপর "লাইসেন্স ট্যাক্স" নামক কর স্থাপিত হয়। ১৮৮০ খৃঃ ইংলণ্ডে রক্ষণ-শীল মন্ত্রিদলের পতনে লর্ড লিটন কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

লর্ড রিপণ ১৮৮০–১৮৮৪ খৃঃ।

১৮৮০ খৃঃ লর্ড রিপণ গবর্ণর জেনেরল্ হন। এই সময় ইয়াকুবের ভ্রাতা আয়ুব খাঁ কান্দাহার নগর ও হেলমন্দ নদীর

মধ্যবর্ত্তী মাইওয়ান্দ নামক স্থানে ইংরেজদিগকে পরাভূত করেন। কিন্তু ১৮৮০ খৃঃ ১লা সেপ্টেম্বর সার্ ফ্রেড্‌রিক রবার্টস্ আয়ুব খাঁর সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিলে আয়ুব পারস্যে আশ্রয় লন। লর্ড রিপণ দোস্ত মহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র আফজুল খাঁর পুত্র আবদুর রহমনকে কাবুলের সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করেন (১৮৮১ খৃঃ)। তাঁহার সময়ে ১৮৮২ খৃঃ মুদ্রাযন্ত্রের পুনর্ব্বার স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত-শাসন আইন পাস এবং সাধারণ শিক্ষা বিস্তৃতির জন্য "শিক্ষা-সমিতি" স্থাপিত হয়। ফৌজদারী কার্য্যবিধি সংশোধন আইন বা ইলবার্ট বিলের অর্থাৎ দেশীয় সিবিলিয়ানেরা ইউ-রোপীয় অপরাধির বিচার করিতে পারিবেন এই বিধির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষবাসী ইংরেজেরা তাহাতে বিশেষ আপত্তি করায় উক্ত বিলের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। লবণের শুল্ক হ্রাস ও সূতার কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যের আমদা-নীর শুল্ক রহিত হয়। এই সময় জজ রমেশচন্দ্র মিত্র কিছুদিনের জন্য চীফ্ জষ্টিসের কার্য্য করেন। ১৮৮২ খৃঃ মিশরের যুদ্ধে সাহায্যার্থ এদেশীয় সৈন্যগণ গমন করিয়া অতিশয় সাহস, সহিষ্ণুতা ও রণনৈপুণ্য প্রকাশ করে। ১৮৮৩ খৃঃ শীতকালে কলিকাতায় "ইণ্টারন্যাশন্যাল এগ্‌জিবিশন" বা আন্তর্জাতিক মহামেলা হয়। তদুপলক্ষে নানাদেশ হইতে বহুবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ও নানাবিধ কল প্রদর্শিত হয়। তাঁহার ন্যায় ভারতের হিতা-কাঙ্ক্ষী গবর্ণর জেনেরল্ অতি বিরল।

লর্ড ডফ্রিণ ১৮৮৪-১৮৮৮ খৃঃ।

লর্ড রিপণের পর লর্ড ডফ্রিণ ১৮৮৪ খৃঃ গবর্ণর জেনেরল্

হন। তাঁহার সময়ে "রেণ্ট ল"বা প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রজাদিগের দখলী-স্বত্ব সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হইয়াছে। আফগানিস্তানের আমীর আবদুর রহমনের সহিত সখ্যতা-সূত্র দৃঢ়তর করিবার জন্য রাউলপিণ্ডীতে একটী দুরবার হয়। ব্রহ্মরাজ থিবার কুশাসন প্রবৃত্তি, ইংরেজ প্রজার প্রতি অত্যাচার ও শান্তিরক্ষার প্রস্তাব অগ্রাহ্য-করণ-নিবন্ধন তৃতীয় বার ব্রহ্মযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সেনাপতি পেণ্ডারগষ্ট কর্ত্তৃক ব্রহ্মরাজ থিবা বন্দী হন ও উত্তর-ব্রহ্ম ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত হয় (১৮৮৬ খৃঃ)। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে দুর্গাদি নির্ম্মাণ ও ব্রহ্মযুদ্ধের ব্যয় জন্য রাজকোষ শূন্য হওয়ায় ইন্‌-কম্ ট্যাক্স (আয় কর) পুনঃস্থাপিত এবং লবণ ও কেরোসিন তৈলের উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করা হয়। এই সময় স্বায়ত্তশাসন আইন কার্য্যে পরিণত হওয়ায় প্রতি জেলায় এক একটী "ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড" ও প্রধান প্রধান মহকুমায় এক একটী "লোকাল বোর্ড" স্থাপিত হয় ও হাবড়ার পুলের মাশুল রহিত হয়। মহারাজ সেন্ধিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গ পুনঃ প্রাপ্ত হন এবং পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে এক সৈনিক প্রদর্শনী খোলা হয় (১৮৮৬)। মহারাণীর রাজত্বের পঞ্চাশৎ বর্ষ অতীত হওয়ায় ১৮৮৭ খৃঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে "জুবিলী" মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে অনেক স্থানের অনেক বন্দী কারামুক্ত হইয়া মহারাণী ভারতে-শ্বরীকে আশীর্ব্বাদ করে। লর্ড ডফ্‌রিণের সময় মধ্য এসিয়ায় রুসরাজ্যের সীমা নির্দ্ধারণ অতিকষ্টে সম্পন্ন হয় ও হিরাট নগর আফগান-অধিকারে থাকে। তাঁহার শাসনকালে ব্যয়

লাঘব জন্য "রাজস্ব সমিতি" ও মহারাণীর ১৮৫৮ অব্দের ঘোষণা পত্রানুসারে ভারতবর্ষীয়দিগের রাজকার্য্যে নিয়োগের সম্বন্ধে "রাজকীয় কার্য্য সমিতি" এবং "ন্যাশন্যাল কনগ্রেশ বা জাতীয় মহাসমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত মহাসমিতিতে ভারতবর্ষের নানাস্থানের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া স্বদেশের উন্নতির জন্য রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ডিশেম্বর মাসে বোম্বাই নগরে এই মহাসমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। তৎপরে প্রতি বৎসর ক্রমান্বয়ে কলিকাতায়, মান্দ্রাজে, এলাহবাদে ও পুনর্ব্বার বোম্বাইতে ইহার অধিবেশন হইয়াছে। বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয় লইয়া তিব্বৎ দেশীয়দিগের সহিত একটী যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য জয়লাভ করে।

লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮৮৮-১৮৯৪ খৃঃ।

১৮৮৮ খঃ ডিশেম্বর মাসে লর্ড ডফ্রিণ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে লর্ড ল্যান্সডাউন গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। তাঁহার শাসন সময়ে চীনের মধ্যস্থতায় তিব্বতের সহিত বিবাদ নিষ্পত্তি হয়। কাশ্মীর রাজ্যের শাসন কার্য্যের গোলযোগ হওয়ায় কাশ্মীররাজকে কিছু কালের জন্য শাসন কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হইয়াছিল। একটী সমিতির সদস্যেরা তাঁহার স্থলে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। প্রথমে কাশ্মীরের ইংরেজ রেসিডেন্ট এই সমিতির অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, পরে কাশ্মীর-রাজকে উহার অধ্যক্ষতা দেওয়া হইয়াছে। হাইকোর্টের জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ভাইস্ চান্সেলরের পদ প্রাপ্ত হন (১৮৮৯ খৃঃ)। মহারাণীর পৌত্র শ্রীমান্ প্রিন্স্ এলবার্ট ভিক্টর ভারতবর্ষের অনেক স্থান পরিদর্শন করেন (১৮৮৯-৯০), এজ্ অব্ কন্সেণ্ট বিল পাস হয় (১৮৯১। মার্চ); এবং ১৮৯১ খৃঃ মণিপুরের যুদ্ধ হয়।

মণিপুরের যুদ্ধ ১৮৯১ খৃঃ।

যুদ্ধের কারণ ঃ—১৮৮৭ খৃঃ মণিপুরের রাজা চন্দ্রকীর্ত্তির মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ১৮৯০ খৃঃ সেপ্‌টেম্বর মাসে শূরচন্দ্রের বৈমাত্র ভ্রাতা সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করতঃ স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর কুলচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করায় শূরচন্দ্র সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া গবর্ণর জেনেরল্ ল্যান্সডাউনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ল্যান্সডাউন কুলচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত রাখিয়া যুবরাজ সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করিবার জন্য আসামের চীফ্ কমিশনর কুইণ্টনকে মণিপুরে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। কুইণ্টন ১৮৯১। ২২এ মার্চ সসৈন্যে সেনাপতি স্কীনের সহিত মণিপুরে উপস্থিত হইয়া পরদিবস পলিটিকেল এজেণ্টের প্রাসাদে একটী দরবার করতঃ রাজা কুলচন্দ্র ও সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাঁহারা দরবারে উপস্থিত না হওয়ায় কুইণ্টন, সেনাপতি স্কীনকে রাজপ্রাসাদ হইতে টীকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন।

যুদ্ধ ঃ—এই সূত্রে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উভয় পক্ষের সামান্যরূপ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনানী

ব্রেকেনবেরি আহত হইয়া রেসিডেন্সি ভবনে নীত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর ইংরেজ পক্ষ পরাস্ত হইয়া রেসিডেন্সি ভবনে আশ্রয় লইল। কিন্তু মণিপুরী সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করায় রেসিডেন্সি ভবনের প্রাঙ্গণে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধ চলিতেছে এমন সময়ে চীফ্-কমিশনর কুইণ্টন, সেনাপতি স্কীন, পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিম-উড্, সেনানী সিমসন্ প্রভৃতি শান্তিস্থাপন মানসে রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন কালে গ্রিমউড্ মণিপুরী সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হইলেন এবং কুইণ্টন প্রভৃতিকে নিরাপদে রাখিবার জন্য টীকেন্দ্রজিতের আদেশানুসারে একটী গৃহে বাধা হইল। তৎপরে মন্ত্রী টাঙ্গাল জেনেরলের আদেশে তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক হত্যা করা হইল। এদিকে মণিপুরী সৈন্য অনেকক্ষণ বিক্রম-সহ যুদ্ধ করিয়া রেসিডেন্সি ভবন অধিকার করতঃ লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। সেই অবকাশে প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারী, গ্রিম-উডের সহধর্ম্মিণী ও সৈন্যগণ পলায়ন করতঃ কতক কাছাড়ে, কতক কহিমা দুর্গ প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইল এবং কতক পথিমধ্যে শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইল। গবর্ণর জেনেরল্ ল্যান্স-ডাউন এই বিপত্তির সম্বাদে কহিমা হইতে জেনেরল্ কলেট, টামু হইতে জেনেরল্ গ্রেহাম এবং কাছাড় হইতে কর্ণেল রেনিক প্রভৃতি সেনানীদিগকে সৈন্যসহ মণিপুরে যাত্রা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পথিমধ্যে "পেলেল" নামক স্থানে গ্রেহামের সৈন্যসহ মণিপুরী সৈন্যের যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে মণিপুরী সৈন্য শৌর্য্য, সাহস ও রণকৌশল প্রকাশে ত্রুটি

করিল না। ক্রমে ইংরেজ সেনানীরা ১৮৯১। ২৭এ এপ্রেল রাজধানী উপস্থিত হইলেন।

যুদ্ধ ফল ঃ—ইংরেজ সৈন্য রাজধানী উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রাজা কুলচন্দ্র, যুবরাজ সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি পলায়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং ইংরেজ সেনানীগণ নির্ব্বি রোধে মণিপুর অধিকার করিলেন। কিন্তু বিছুদিন পরে কুলচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই ধৃত ও বন্দী হওয়ায় কুলচন্দ্রের দ্বীপান্তর, এবং টীকেন্দ্রজিৎ ও মন্ত্রী টাঙ্গাল জেনেরল প্রভৃতির প্রাণদণ্ড হইল এবং শূরচন্দ্র মাসিক ২০০৲ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত ও চূড়চন্দ্র নামক ঐ বংশীয় একজন মণিপুরের কবদ রাজা হইলেন।

১৮৯১ অব্দে জুলাই মাসে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পরম দয়ালু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইঁহারা উভয়েই জন্মভূমির অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ ছিলেন।

লর্ড এলগিন ১৮৯৪ খৃঃ।

লর্ড ল্যান্সডাউন ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য হইতে অবসর লইলে পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনেরল লর্ড এল্‌গিনের পুত্র লর্ড এলগিন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৭এ জানুয়ারি গবর্ণর জেনেরল ও ভাইসরয়ের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইনি ইঁহার পিতার ন্যায় বিবিধ সদ্গুণে অলঙ্কৃত। নানা কারণে ভারতবর্ষের ব্যয় সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছিল দেখিয়া ইনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে "ট্যারিফ" নামক ৮ আইন পাস করিয়াছেন, বিদেশীয় পাটবস্ত্রের উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত করিয়া অনেক পরিমাণে আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইঁহার শাসন সময়ে চিত্রলের যুদ্ধ হয়।

চিত্রলের যুদ্ধ ১৮৯৫ খৃঃ।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে চিত্রল নামক একটী পার্ব্বতীয় প্রদেশে আমন উল্মুলুক নামক একজন অধিপতি রাজত্ব করিতেন। তদীয় ভ্রাতা সের আফ্‌জল অতিশয় উদ্ধত ও অবাধ্য হওয়ায় তিনি তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। সের আফ্‌জল কাবুলের আমীরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া যখন আমন উল্মুলুকের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আফ্‌জল উল্মুলুক সিংহাসন অধিকার করেন, সেই সময় (১৮৯২ খৃঃ নবেম্বর) সুযোগ পাইয়া স্বদেশে আগমনপূর্ব্বক "জান্দালের" সর্দার ওমরা খাঁর সাহায্যে আফ্‌জল উল্মুলুককে হত্যা করতঃ সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু আফ্‌জল উল্মুলুকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজাম উল্মুলুক তাঁহাকে পরাভূত করিয়া রাজ্য অধিকার করায় তিনি নিজামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমীর উল্মুলুককে নিজামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার বিনাশ সাধন করেন।

যুদ্ধের কারণ :— চিত্রল-রাজ, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে কাশ্মীর মহারাজের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। কাশ্মীর মহারাজ ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও বহুদিন হইতে উপঢৌকনাদিতে চিত্রলরাজকে বশীভূত রাখিয়াছিলেন। "গিল্‌গিট" নামক স্থানে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের একটী এজেন্সি থাকে। এই এজেন্সি ১৮৮১ খৃঃ উঠিয়া গিয়া আবার ১৮৮৯ খৃঃ পুনঃস্থাপিত হয়। সেই এজেণ্টের একজন অধীন কর্ম্মচারী অল্পমাত্র সৈন্যসহ কখনও চিত্রলে ও কখনও "মাস্‌টুজ" নামক স্থানে থাকিতেন। ওমরা খাঁ, ১৮৯২ খৃঃ আমন উল্মুলুকের মৃত্যুর পর

চিত্রলের একটী স্থান অধিকার করেন, পরে আমীর উম্‌রুলুক তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিলে তিনি (ওমরা খাঁ) চিত্রলস্থ "কিলাড্রস্" নামক আর একটী স্থান অধিকার করিয়া, আমীর তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করেন নাই বলিয়া, সদলে চিত্রলাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। এই সময় সের আফ্‌জলও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। যদিও ভ্রাতৃহন্তা আমীর উম্‌রুলুকের ব্যবহারে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ও কাশ্মীররাজ সন্তুষ্ট ছিলেন না তথাপি মিত্ররাজ্যের উপর শত্রুদিগের আক্রমণ তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য হইল। যৎকালে নিজাম নিহত হন তখন লেপ্টেনাণ্ট গর্ডন ১০ জন মাত্র সৈন্যসহ তথায় উপস্থিত থাকিয়া সতর্কতার সহিত আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। শেষে "মাস্‌টুজ" হইতে ৫০ জন সৈন্য এবং গিল্‌গিট হইতে ইংরেজ এজেণ্ট রবার্টসন সাহেব আসিয়া (১৮৯৫ খৃঃ ফেব্রুয়ারি) তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। চিত্রলে এইরূপে ইংরেজ-সৈন্যের আগমন দেখিয়া সের আফ্‌জল, ওমরা খাঁর বলে বলীয়ান্ হইয়া ইংরেজসৈন্য উঠাইয়া লইবার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে অতিশয় উদ্ধতভাবে পত্র লিখিলেন। এই পত্রের মর্ম্মাবগত হইয়া এবং শত্রুদল সবলে চিত্রলে উপস্থিত হইয়া পাছে রবার্টসন ও গর্ডন সাহেবকে বিপদগ্রস্ত করে এই ভয়ে ও চিত্রলরাজকে নিরাপদ রাখিবার অভিপ্রায়ে, দুর্গম গিরিবর্ত্মে সৈন্য প্রেরণ বিপদসঙ্কুল ও ব্যয়সাপেক্ষ জানিয়াও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট চিত্রলে সৈন্য পাঠানের পক্ষে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

যুদ্ধ ঃ—চিত্রল দুর্গে রবার্টসন ৩০০ সৈন্য লইয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন এবং দুর্গমধ্যে আহারীয় দ্রব্যও অত্যল্প

ছিল। কতক সৈন্য পেশবার হইতে প্রেরিত হইল, এবং ভারতবর্ষ হইতে এড্ওয়ার্ডস্, ফাউলার ও লো প্রভৃতি সেনানীর অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য পেশবার পথে ধাবিত হইল। কাশ্মীর মহারাজও সৈন্য পাঠাইতে ত্রুটি করিলেন না। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হইতে বিবিধ খাদ্য ও ভারবাহী অশ্বাদি প্রেরিত হইল, এবং সমস্ত সৈন্য পেশবার পথে গমন করতঃ সত্বর চিত্রলে উপস্থিত হইয়া অবরুদ্ধ সৈন্যদিগের উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিল। ৩রা এপ্রিল প্রাতে ইংরেজ-সৈন্য "সোয়াটস্" নদী পার হইতে উদ্যত হইলে প্রায় ১০০০০ বিপক্ষ সৈন্য তাহাদিগকে বাধা দিল, এবং "আলাকাণ্ড" নামক স্থানে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। বিপক্ষ সৈন্য বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিলেও ইংরেজ সৈন্য জয়লাভ করিল; কিন্তু তাঁহাদের অনেক সেনানায়ক ভূতলশায়ী হইলেন। তৎপরে ইংরেজ সৈন্য নদী পার হইয়া "থানা" নামক ওমরা খাঁর একটী দুর্গ অধিকার করতঃ বিপক্ষদিগের গুলিবর্ষণ সহ্য করিতে করিতে অতি কষ্টে "মাল্কাণ্ড নামক দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিল। আর একদল সৈন্য "পাঁজকোরা" নামক নদীর দিকে অগ্রসর হইল। কর্ণেল কেলি "সান্দ্রব" উপত্যকা পার হইয়া অগ্রসর হইলেন। লেপ্টেনাণ্ট ফাউলার ও এডওয়ার্ডস "গুপি" নামক স্থান হইতে চিত্রলে প্রবেশ করিতে অনুমতি পাইলেন। তাঁহারা মাস্তুজে উপস্থিত হইলে বিপক্ষ সৈন্য সহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর বিপক্ষ সেনা-নায়ক ইসা খাঁ ইংরেজ সেনানী এড্ওয়ার্ডস্ ও ফাউলার সাহেবের সহিত সখ্যতা করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ শিবিরে নিমন্ত্রণ করিলেন।

তাঁহারা কিছুমাত্র দ্বিধা বা আশঙ্কা না করিয়া বিপক্ষ শিবিরে উপনীত হইবামাত্র অবরুদ্ধ এবং চিত্রলে সিও খাঁ নামক ওমরা খাঁর একজন আত্মীয়ের ভবনে প্রেরিত হইলেন। অবরোধ অবস্থায় ওমরা খাঁ তাঁহাদিগের প্রতি কিছুমাত্র শত্রুতাভাব প্রদর্শন করিলেন না, প্রত্যুত কি ভাবিয়া তাঁহাদিগকে আপন সৈন্য-দলে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। ১৪ই এপ্রিল (১৮৯৫) "সাদো" দুর্গ ইংরেজদিগের হস্তে পতিত হইল। জেনেরল লোর অধীনে দুই দল সৈন্য চিত্রলাভিমুখে যাইতে "মিনকালী" নামক স্থানে প্রায় ৩০০০ বিপক্ষ সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইল। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর বিপক্ষ সৈন্য পলায়ন করায় তাহারা "ডির" নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হইল। কর্ণেল কেলি এক দল সৈন্য লইয়া "মাস্‌টুজ" হইতে বহির্গত হইয়া "নিগেপল" নামক স্থানে এক দল বিপক্ষ সৈন্যকে পরাভূত করিলেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে চিত্রলে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সের আফ্‌জল ও ওমরা খাঁ চিত্রল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। সুতরাং রবার্টসন ও গর্ডনকে অবরুদ্ধ অবস্থা হইতে সসৈন্যে উদ্ধার করা কঠিন হইল না।

যুদ্ধ-ফল ঃ—ওমরা খাঁ সপরিবারে কাবুলের আমীরের আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু আমীর তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। সের আফ্‌জল ডির অতীত খাঁ কর্তৃক ধৃত হইয়া সপরিবারে ভারতবর্ষে বন্দীভাবে প্রেরিত হইয়াছেন। ইংরেজ সৈন্য এখনও পর্য্যন্ত (১লা আগষ্ট ১৮৯৫) চিত্রলে আছে। বিপক্ষ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইলেও ইংরেজ সৈন্যের প্রতি অত্যাচার করিতে ত্রুটি করিতেছে

না। তাহারা গুপ্তভাবে থাকিয়া গুলিবর্ষণ ও টেলিগ্রাফের তার ছেদন করিতেছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট চিত্রল অধিকার করিবেন কি একজন মিত্রকে চিত্রলের রাজা করিবেন তাহার এখনও স্থিরতা হয় নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন পেশবার হইতে চিত্রল পর্য্যন্ত একটী উৎকৃষ্ট পথ প্রস্তুত করিয়া উপযুক্ত সেনানিবাস দ্বারা চিত্রলকে নিরাপদ রাখা হইবে। ইংলণ্ডে নূতন পার্লিয়ামেণ্ট গঠিত হইয়াছে, চিত্রল সম্বন্ধে এক্ষণে অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে।

ইংরেজ-শাসনে এ দেশের অবস্থা।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রথম শাসনভার গ্রহণের পর হইতে বিশ কি ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত শাসনের বিশৃঙ্খলায় এদেশীয় প্রজাগণের অতীব শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। নিঃস্ব প্রজাদিগের নিকট হইতে অতিরিক্ত কর গ্রহণ করা হইত এবং জমীদারদিগের উপরও অত্যধিক করভার ন্যস্ত হইত, তাঁহারা তাহা দিতে অসমর্থ হইলে বন্দী হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হইতেন। কালেক্টর ও অন্যান্য বিচারকগণ এ দেশীয় মকদ্দমা কিছুই বুঝিতেন না; তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ ইচ্ছামত কার্য্য করিত এবং অবিচার ও অন্যায় করিয়া রাশি রাশি অর্থ সঞ্চয় করিত। চোর ডাকাইতের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় প্রজা সকল স্ব স্ব পরিশ্রমলব্ধ অর্থে বঞ্চিত হইত। ডাকাইতের সর্দ্দারেরা বিচারালয়ের কর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত রাখিত, সুতরাং বিচারালয়ে কোন ভয় না থাকাতে তাহারা ইচ্ছামত লোকের সর্ব্বস্বান্ত করিত। এইরূপ অবি-

চার ও অশাসনে বঙ্গবাসী প্রজাগণ এত উৎপীড়িত হইয়াছিল যে, বোধ হয়, অত্যাচারী মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের সময়েও তাহারা সেরূপ কষ্ট ভোগ করে নাই।

যাহা হউক, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ক্রমে এ দেশের অবস্থাদি পরিজ্ঞাত হইয়া শাসনের যত সুবন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, ততই অত্যাচার-স্রোতের লাঘব ও চোর ডাকাইতের প্রাদুর্ভাব ন্যূন হইয়া প্রজাগণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে ইংরেজী ও বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন-পূর্ব্বক দেশমধ্যে বিদ্যার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া প্রজাদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূর করতঃ তাহাদিগকে শিক্ষিত ও সভ্য করিতে লাগিলেন, বিদ্যাশিক্ষায় সাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তৎপক্ষে নানারূপে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন, এবং শিক্ষিত ও উপযুক্ত দেখিয়া ক্রমে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রজাদিগের সুখসচ্ছন্দতার দ্বার দিন দিন মুক্ত করিতে লাগিলেন। মুসলমান-শাসনে আমাদিগের শিক্ষার পথ এক প্রকার রুদ্ধ হইয়াছিল। ইংরেজ-শাসনে সেই পথ ক্রমেই পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত হইতেছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত ও চিকিৎসাদি শাস্ত্র ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছে। নানা বিষয়ে ব্যুৎপন্ন ও শিক্ষিতের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। শিল্প, কৃষি, ও বাণিজ্যকার্য্যেও যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শিত হওয়ায় ঐ সকলও ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, এবং গঙ্গাসাগরে শিশুনিক্ষেপ, সতীদাহ প্রভৃতি কতকগুলি কুপ্রথা রহিত হইয়া আমাদের যে কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

ফলতঃ যদিও মুসলমান রাজত্ব অপেক্ষা ইংরেজ রাজত্বে আমাদিগকে অধিকতর করভার বহন করিতে হইতেছে, তথাপি আমরা যে এই শাসনে অনেক বিষয়ে পরম সুখে আছি ও সুখী হইব, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

---

১ নং

পাঠান-বংশ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত শাসনকর্ত্তাদিগের তালিকা ও তাঁহাদের সময়ের কার্য্য-বিবরণ।

পাঠানশাসন ১২০৬-১৫২৬ খৃঃ।

দাস-বংশ ১২০৬-৮৮ খৃঃ।

(১) কুতবুদ্দীন ১২০৬ খৃঃ হইতে ১২১০ খৃঃ পর্য্যন্ত।

(২) আরাম ১২১০ খৃঃ হইতে ১২১১ খৃঃ।

(৩) আলতামস ১২১১-৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত।—গয়াসউদ্দীন ও মালিক খিলজীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালায় গমন, ইলডোজ ও নাজির উদ্দীনকে পরাজয়, সিন্ধু, কচ্ছ, বাঙ্গালা, বিহার, কান্যকুব্জ প্রভৃতি অধিকার, জঙ্গিস খাঁর উদয়।

(৪) রুকনুদ্দীন ১২৩৫-৩৬ খৃঃ।

(৫) রিজিয়া বেগম ১২৩৬-৩৯ খৃঃ।—বাতিণ্ডা দুর্গাধিপতি আল্‌-টুনীয়ার বিদ্রোহ।

(৬) বেহারাম ১২৩৯-৪১ খৃঃ।

(৭) মসায়ুদ ১২৪১ ৪৬।—বার বার মোগল আক্রমণ।

(৮) নাসীরুদ্দীন ১২৪৬-৬৬ খৃঃ।—গজনী হস্তগত, অনেক হিন্দু-রাজগণকে বশীভূত করণ, নারওয়ার ও চন্দেরী দুর্গ অধিকার, মালব, সিন্ধু ও মেওয়াত প্রদেশের বিদ্রোহ দমন।

(৯) গীয়াসুদ্দীন বুল্‌বন্‌ ১২৬৬-৮৬ খৃঃ।—হিন্দুস্থান, তোগরল খাঁ ও পার্ব্বতীয়দিগের বিদ্রোহ, মোগল আক্রমণ।

(১০) কৈকোবাদ ১২৮৬-৮৮ খৃঃ।

খিলজী বংশ ১২৮৮-১৩২১ খৃঃ।

(১) জেলালুদ্দীন ১২৮৮-৯৫ খৃঃ পর্য্যন্ত।—মালব, মাণ্ডু, উজ্জয়িনী

অধিকার, মোগল আক্রমণ, চিজুর বিদ্রোহ, দাক্ষিণাত্যের রাজা রামদেবকে আক্রমণ আলাউদ্দীনের সহচর কর্তৃক ইহাঁর নিধন।

(২) আলাউদ্দীন ১২৯৫ ১৩১৬ খৃঃ।—গুর্জ্জর বিজয়, মোগল আক্রমণ ও পরাজয়, রণস্তম্ভর অধিকার, চিতোর-বিজয় ও পুনরুদ্ধার, ইহাঁর সেনাপতি কাফুর কর্তৃক দাক্ষিণাত্য বিজয়।

(৩) কুতবুদ্দীন মুবারক ১৩১৬ ২১ খৃঃ। 'দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র ও মালব জয়, খসরু খাঁ কর্তৃক ইহাঁর প্রাণসংহার।

তোগলক-বংশ ১৩২১-১৪১৪ খৃঃ।

(১) গীয়াসুদ্দীন তোগলক ১৩২১ ২৫ খৃঃ।—দাক্ষিণাত্য বিজয়, সুবর্ণগ্রামের বিদ্রোহ দমন, মিথিলা বিজয়।

(২) মহম্মদ তোগলক ১৩২৫-৫১ খৃঃ।—পারস্য ও চীন বিজয়ের উদ্যম, তাম্রমুদ্রা প্রচলন, অত্যাচার, দৌলতাবাদেরাজধানী স্থাপন, বঙ্গদেশে মুসলমান-স্বাধীনতা, করোমণ্ডলে মুসলমান-স্বাধীনতা, কর্ণাটে হিন্দু স্বাধীনতা, বিজয়নগরে নূতন রাজ্য স্থাপন, তৈলঙ্গে হিন্দু-স্বাধীনতা, দৌলতাবাদে নূতন রাজ্য স্থাপন।

(৩) ফিরোজ শাহ ১৩৫১-৮৮ খৃঃ।—সেকন্দর লোদীর বিদ্রোহ ও পরাজয়, জজ নগর অধিকার, সিন্ধুদেশের সহ সন্ধি, অনেক হিতানুষ্ঠান, হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া ও জিমিয়া কর।

(৪) দ্বিতীয় গীয়াসুদ্দীন বা তোগলক শাহ ১৩৮৮-৮৯ খৃঃ।

(৫) আবুবেকর ১৩৮৯-৯০ খৃঃ।

(৬) নাসীরুদ্দীন ১৩৯০ ৯৪ খৃঃ।

(৭) মাহমুদ ১৩৯৪-১৪১৪ খৃঃ।—মালব, খান্দেশ, গুর্জ্জরপ্রদেশের স্বাধীনতা লাভ, দিল্লী সাম্রাজ্যের অবনতি তৈমুরলঙ্গের উৎপাত।

সৈয়দ-বংশ ১৪১৪-১৪৫০ খৃঃ।

(১) খিজির খাঁ ১৪১৪-১৪২১ খৃঃ। স্বাধীনতেচ্ছু অনেক রাজা ও শাসনকর্ত্তার সহিত যুদ্ধ।

(২) মুবারক ১৪২১-১৪৩৫ খৃঃ।

(৩) মহম্মদ ১৪৩৫ ৪৪ খৃঃ

(৪) আলাউদ্দীন ১৪৪৪ ৫০ খৃঃ।

লোদী-বংশ ১৪৫০-১৫২৬ খৃঃ।

(১) বুলল (বৈহলুল) ১৪৫০-৮৮ খৃঃ।—জৌনপুর অধিকার।

(২) সেকন্দর ১৪৮৮-১৫১৬ খৃঃ।—বিহার অধিকার।

(৩) ইব্রাহিম লোদী ১৫১৬-১৫২৬ খৃঃ।—দরিয়া খাঁ, নসরৎ খাঁ, মজঃফর খাঁ, মামুদ খাঁ, বামনী রাজগণ ও সংগ্রাম সিংহের স্বাধীনতা পানিপথের প্রথম যুদ্ধ।

সমুদয় মোগল-রাজত্ব ১৫২৬-১৭৬১ খৃঃ।

(১) বাবর ১৫২৬ ৩০ খৃঃ।—চিতোবরাজ সংগ্রাম সিংহের পরাজয় মেবট ও চন্দেরী দুর্গ বিজয়, অযোধ্যাব বিদ্রোহ দমন, বিহার ও বাঙ্গালা বিজয়।

হুমায়ুনের প্রথম শাসন ১৫৩০ ৪০ খৃঃ।—বিবান ও রায়জাদের বিদ্রোহ দমন, বাহাদুর শার বিরুদ্ধে গমন, গুজরাটপ্রদেশ ও চম্পানীর দুর্গ অধিকার, বক্সারের নিকট ও কনৌজে শের খার নিকট হুমায়ুনের পরাজয় ও পলায়ন।

মোগল-রাজত্বমধ্যে পাঠানজাতীয় শূরবংশ
১৫৪০-১৫৫৬ খৃঃ।

(১) শের শাহ ১৫৪০ ১৫৪৫ খৃঃ।—পঞ্জাব, মাণ্ডু, মালব ও রৈসিন দুর্গ বিজয়, মাড়বার আক্রমণ, মিবার বশীকরণ, বুন্দেল বিজয় ও কালীঞ্জর দুর্গ অধিকার।

(২) সলীম শাহ ১৫৪৫-৫৩ খৃঃ।—ইহাঁর ভ্রাতা ও আমীরগণের বিদ্রোহ, আদীলের পরাজয়।

(৩) আদীল ১৫৫৩-৫৬ খৃঃ।—সমস্ত সাম্রাজ্যের বিদ্রোহ, ইব্রাহিম কর্ত্তৃক দিল্লী ও আগরা অধিকার, সেকন্দর সুরকর্ত্তৃক ইব্রাহিমের পরাজয় ও দিল্লী ও আগরা অধিকার, হুমায়ুন কর্ত্তৃক সেকন্দরের পরাজয় ও দিল্লী ও আগরার পুনর্ব্বার মোগল অধিকার স্থাপন।

হুমায়ুনের দ্বিতীয় শাসন ১৫৫৬ খৃঃ।

(৩) আকবর শাহ ১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ।—দ্বিতীয় পানিপথ যুদ্ধে হিমুর পরাজয় ও পাঠান ক্ষমতা বিলোপ, বিজয়নগর অবরোধ ও তালিকটার যুদ্ধ, বৈরামের বিদ্রোহ ও মৃত্যু, সমস্ত বিদ্রোহ দমন, চিতোর আক্রমণ ও অধিকার, হলদীঘাটার যুদ্ধ, প্রতাপসিংহ কর্ত্তৃক চিতোর পুনরুদ্ধার, গুর্জ্জর, কাশীপুর বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, কাশ্মীর, সিন্ধু, কান্দাহার, খান্দেশ, বেরার ও আহমদনগর বিজয়, সেলীমের বিদ্রোহ।

(৪) জাহাঙ্গীর ১৬০৫-১৬২৭ খৃঃ।—খসরুর বিদ্রোহ দমন, নুরজেহানের সহিত বিবাহ, উদয়পুর বশীকরণ, মালিক অম্বরের পরাজয়, শাহজেহানের জায়গীর কাড়িয়া লওন, শাহজেহানের বিদ্রোহ ও ক্ষমা প্রার্থনা, মহবৎ কর্ত্তৃক জাহাঙ্গীরের বন্দীত্ব ও নুরজেহান কর্ত্তৃক মুক্তি, সর্ টামস্ রো দূতাদেশে দৌত্যকার্য্যে আগমন।

(৫) শাহজেহান ১৬২৭-১৬৫৮ খৃঃ।—খানজেহান লোদীর বিদ্রোহ, পলায়ন ও বিনাশ, কতে খাঁর বিদ্রোহ ও অধীনতা, শাহজীর সহ সন্ধি, নৃসিংহদেবের বিদ্রোহ ও বিনাশ, বাল্খ, বাদক্ষাণ ও কান্দাহার অধিকারে বৃথা চেষ্টা, সিন্ধু, কুচবিহার ও আসাম বিজয়, আরঞ্জিবের গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুর আক্রমণ, আরঞ্জিবের সিংহাসনে আরোহণ।

(৬) আরঞ্জিব ১৬৫৮-১৭০৭ খৃঃ।—দারা ও তৎপুত্র সলিমানের বিদ্রোহ ও পরাজয়, শাহ সুজার বিদ্রোহ ও পরাজয়, কুমার মহম্মদের সুজার সহ মিলন, পরে মীরজুমলার নিকট উভয়ের পরাজয়, দুর্ভিক্ষ, শাহজেহানের মৃত্যু, আসামে বিজয়, কিন্তু পুনর্ব্বার আসামবাসীদিগের

দ্বারা উহার উদ্ধার, যুসুফজি ও খাইবিরীদিগের সহ বৃথা যুদ্ধ, সত্নরামী-বিদ্রোহ, শিবজীর সহ যুদ্ধ, মহারাষ্ট্রীয়দিগের ও রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধ, সম্রাটের দক্ষিণাপথে গমন।

(৭) বাহাদুর শাহ ১৭০৭-১২ খৃঃ।—আজিম ও কামবক্সের সহ-যুদ্ধে জয়লাভ ও তাহাদের নিধনসাধন, রাজপুতদিগের সহ সন্ধি, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি, শিখ জাতির সহিত যুদ্ধ।

(৮) জেহান্দর ১৭১২-১৩ খৃঃ।—ফেরোক্সেরের কর্ত্তৃক ইহাঁর পরাজয় ও নিধন।

(৯) ফেরোক্সের ১৭১৩-১৯ খঃ।—সৈয়দ হোসেন মহারাষ্ট্রীয়-দিগের সহ সন্ধি করেন, শিখদিগের পরাজয় ও বন্দুর হত্যা, ডাক্তার হামিল্টন কর্ত্তৃক সম্রাটের পীড়ার শান্তি ও কোম্পানির অনুকূলে ক্ষমতা-লাভ, হোসেন কর্ত্তৃক সম্রাটের নিধন।

(১০) রফীউদ্দর্জাৎ ১৭১৯ খৃঃ।

(১১) রফীউদ্দৌলা ১৭১৯ খৃঃ।

(১২) মহম্মদ শাহ ১৭১৯-১৭৪৮ খৃঃ।—সৈয়দ হোসেনের নিধন সাধন ও তাহার ভ্রাতার বন্দীত্ব, আসফজা, সাদৎ আলি, আলি মহম্মদ এবং আলিবর্দ্দি খাঁর স্বাধীন হওন, মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয় ও পিলাজী গুইকবাড়, রঘুজী ভুঁস্‌লা, মল্হাররাও হুলকার ও রণজী সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক চারিটী পৃথক্ মারহাট্টা রাজ্য স্থাপন, নাদীর শাহের ভারত আক্রমণ ও কোহিনুর হীরকাদি লইয়া প্রস্থান, আহম্মদ শাহ আবদালীর প্রথম ভারত আক্রমণ ও পরাজয়।

(১৩) আহম্মদ (আমেদ) শাহ ১৭৪৮-৫৪ খৃঃ।—রোহিলা-দিগের অযোধ্যা আক্রমণ, জাঠ জাতির প্রাদুর্ভাব, আহম্মদ শাহ আব-দালীর দ্বিতীয় বার ভারতাক্রমণ এবং পঞ্জাব অধিকার, গাজী উদ্দীন কর্ত্তৃক সম্রাটের অন্ধত্ব ও বন্দীত্ব।

(১৪) দ্বিতীয় আলমগীর ১৭৫৪-৫৯ খৃ: ।—আহম্মদ শাহ আবদালীর তৃতীয় বার ভারতাক্রমণ ও দিল্লী ও মথুরা অধিকার, আহম্মদ শাহের চতুর্থ বার ভারতাক্রমণে গাজী উদ্দীন কর্ত্তৃক সম্রাটের হত্যা।

(১৫) শাহ আলম।—আহম্মদ শাহ আবদালীর চতুর্থ বার ভারতাক্রমণে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, ইংরেজ ফরাসীদিগের অভ্যুদয়।

বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬-৫৭ খৃ:।—অন্ধকূপহত্যা, পলাসীর যুদ্ধ।

মীর জাফর নবাব ১৭৫৭-১৭৬০ খৃ:।

মীর কাশিম নবাব ১৭৬০-৬৩ খৃ:।—শুল্ক লইয়া ইংরেজদিগের সহ বিবাদ ও তদুপলক্ষে ঘড়িয়া ও উদয়নালায় যুদ্ধ, বক্সারে ইংরেজদিগের সহ সুজাউদ্দৌলার যুদ্ধ।

মীর জাফর পুনর্ব্বার নবাব ১৭৬৩ খৃ:।

গবর্ণরদিগের পর্য্যায়ক্রমে বিবরণ।

(১) লর্ড ক্লাইব গবর্ণর ১৭৬৪-৬৭ খৃ:।—সুজাউদ্দৌলার নিকট হইতে কড়া ও এলাহবাদ গ্রহণ, উহা সম্রাট শাহ আলমকে প্রদান এবং সম্রাটের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ, কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের কুরীতি সংশোধন ও সৈন্যদিগের ডবল ভাতা রহিত করণ।

(২) ভেরেলষ্ট ১৭৬৭-৬৯ খৃ:।—হায়দর আলির সহ যুদ্ধ (মহীশূরের প্রথম যুদ্ধ)।

(৩) [illegible]য়র সাহেব ১৭৬৯-৭২ খৃ:।

গবর্ণর জেনেরলদিগের পর্য্যায়ক্রমে বিবরণ।

(১) ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রথমে ১৭৭২ খৃ: বাঙ্গালার নবাব হইয়া,

পরে ১৭৭৪ খৃঃ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হন এবং ১৭৮৫ খৃঃ পর্য্যন্ত শাসন করেন। কোম্পানির প্রকাশ্যরূপে দেওয়ানী গ্রহণ, শাসনপ্রণালীর বন্দোবস্ত, রোহিলাদিগের সহ অকারণ যুদ্ধ, নন্দকুমারের ফাঁসী, মহারাষ্ট্রীয় প্রথম যুদ্ধ, মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ, চেতসিংহের রাজচ্যুতি, অযোধ্যার বেগমদিগের ধনাপহরণ, মাদ্রাসা কলেজ ও এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল সভা স্থাপন, হিকিস গেজেট প্রকাশ।

(২) মেকফার্সন ১৭৮৫-৮৬ খৃঃ।

(৩) লর্ড করণওয়ালিস ১৭৮৬-৯৩ খৃঃ।—ইংরেজ কর্ম্মচারী-দিগের বেতন বৃদ্ধি, মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধ, দশসালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট স্থাপিত, দশ ক্রোশ অন্তর থানা স্থাপিত এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডস স্থাপিত হওন, আইন সঙ্কলন, কোম্পানির আবার ২০ বৎ সরের জন্য সনন্দ লাভ।

(৪) সর জন শোর ১৭৯৩-৯৮ খৃঃ।—টিপুর দুই পুত্রকে শ্রীরঙ্গপট্টনে ফেরত দেওন, বারাণসী খাসদখল, কার্ডালার যুদ্ধ।

(৫) মর্ণিংটন পরে মার্কুইস অব ওয়েলেসলি ১৭৯৮-১৮০৫ খৃঃ।—মহীশূরের শেষ যুদ্ধ, মহারাষ্ট্রীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুদ্ধ, গঙ্গাসাগরে শিশু নিক্ষেপ রহিত, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপন, কোম্পানির রাজ্যবৃদ্ধি, মান্দ্রাজে সুপ্রিমকোর্ট স্থাপন, রবিবারে আফিস বন্ধ।

(৬) লর্ড করণওয়ালিস দ্বিতীয়বার ১৮০৫ খৃঃ।—সন্ধিস্থাপনার্থ ইহাঁর পশ্চিম অঞ্চলে যাত্রা ও মৃত্যু।

(৭) সর জর্জ বালো ১৮০৫-১৮০৭ খৃঃ।—হলকারের সহ সন্ধি, বিলোডে সিপাহী-বিদ্রোহ ও টিপুর পরিবারকে কলিকাতায় আনয়ন, মান্দ্রাজের বিচারাদির বন্দোবস্ত।

(৮) লর্ড মিণ্টো ১৮০৭-১৩ খৃঃ।—রণজিৎ সিংহের সহ সন্ধি,

আমির খাঁকে তাড়াইয়া দেওন, মান্দ্রাজে ইউরোপীয় সৈন্যের বিদ্রোহ, বটেবিয়া অধিকার, গুর্খাদিগের সহ বিবাদের সূত্রপাত, কোম্পানির ২০ বৎসরের জন্য চার্টার, খৃষ্টান মিসনরিরা ধর্ম্মপ্রচারের অনুমতি পান, এতদ্দেশীয়দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কোম্পানির এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি, কলিকাতায় একজন বিশপ এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এক একজন আর্কডিকন নিয়োগ।

(৯) লর্ড ময়রা বা মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস ১৮১৩-২৩ খৃঃ। নেপালের যুদ্ধ, পিণ্ডারীদিগের সহিত যুদ্ধ ও তাহাদের পরাজয়, কলিকাতায় মনুমেন্ট স্থাপন, মহারাষ্ট্রীয় শেষ যুদ্ধ, কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন, বারাকপুরে ইংরাজী বিদ্যালয় ও কলিকাতার নিকট বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন, সমাচারদর্পণ নামক প্রথম বাঙ্গালা সম্বাদপত্র প্রচার, সম্বাদপত্রের স্বাধীনতা দেওন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে বিচারাদির বন্দোবস্ত ও তথায় সুপ্রিমকোর্ট স্থাপন, মুন্সেফ ও সদর আমীনদিগের ক্ষমতাবৃদ্ধি।

(১০) আডম সাহেব ১৮২৩ খৃঃ। সম্বাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ, কলিকাতা জর্ণেল নামক সম্বাদপত্রের সম্পাদককে দেশ হইতে বহিষ্করণ।

(১১) লর্ড আমহর্ষ্ট ১৮২৩-২৮ খৃঃ।—ব্রহ্মদেশীয় প্রথম সমর, ভরতপুরের দুর্গ জয়, দিল্লী ও আগরা কলেজ ও কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন।

(১২) বেলি সাহেব ১৮২৮ খৃঃ।

(১৩) লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৮-৩৫ খৃঃ।—সতীদাহ, রাজপুত জাতির কন্যাবধ ও খন্দ জাতির নরহত্যা নিবারণ, ঠগী ডিপার্টমেন্ট স্থাপন, [illegible] লড়াই, কোলজাতির উপদ্রব, কুর্গ ও কাচার অধিকার, এতদ্দেশীয়দিগকে ইংরেজী শিখাইবার আদেশ, মেডিকেল কলেজ স্থাপন, ডেপুটী কলেক্টর ও সদরআলা পদের সৃষ্টি, রেবিনিউ কমিশনর নিয়োগ, লা কমিশন স্থাপন, কোম্পানির ২০ বৎসরের সনন্দ লাভ, এলাহাবাদে রেবিনিউ বোর্ড ও সদর আদালত স্থাপন, উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে

লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর নিয়োগ, রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রা, প্রভাকর সম্বাদপত্র প্রচার, বাষ্পীয়-পোত চালন ও ভূমধ্য ও লোহিত সাগর দিয়া ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার।

(১৪) সর্ চার্লস মেটকাফ্ ১৮৩৫ খৃঃ।—মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।

(১৫) লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৬-৪২ খৃঃ।—কাবুলীয় সমর ও চীন-যুদ্ধ।

(১৬) লর্ড এলেন্‌বরা ১৮৪২-৪৪ খৃঃ।—কাবুল-যুদ্ধ শেষ, সিন্ধু-দেশের সমর, গোয়ালিয়র বা সেন্ধিয়া রাজ্যের গোলযোগ ও তদুপলক্ষে মহারাজপুর ও পনীয়ারের যুদ্ধ, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ-সৃষ্টি, পুলিশ দারোগাদিগের বেতন বৃদ্ধি।

(১৭) লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪-৪৮ খৃঃ।—প্রথম শিখ যুদ্ধ, এক শত একটী বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন, গঙ্গা ও যমুনার খাল খনন আরম্ভ, লৌহবর্ত্ম ও তাড়িতবার্ত্তার সূত্রপাত।

(১৮) লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮-১৮৫৬ খৃঃ।—মুলরাজের বিদ্রোহ ও পরাজয়, দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ ও পঞ্জাব অধিকার, ব্রহ্মদেশীয় দ্বিতীয় সমর ও পেগুপ্রদেশ অধিকার, সেতারা, নাগপুর, অযোধ্যা, ঝাঁসি, অঙ্গুল রাজ্য ও মোরং অধিকার, দার্জ্জিলিঙ্গের কর বন্ধ ও পেশবার বৃত্তিলোপ, সাঁওতাল-বিদ্রোহ, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের সৃষ্টি, পঞ্জাবে ঠগী ও সতীদাহ ও অন্যত্র নরবলি ও ডাকাইতি নিবারণ, ডাকের টিকিটের সৃষ্টি, শিক্ষার উন্নতি, কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, হলকাবন্দী ও মডেল স্কুল স্থাপন, বিদ্যালয়ে সাহায্যদান, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ও ইনস্পেক্টরাদির নিয়োগ, হার্ডিঞ্জ প্রবর্ত্তিত গঙ্গার খাল সম্পূর্ণকরণ, বাঙ্গালায় লেফ্টেনেন্ট গবর্ণরের নিয়োগ।

(১৯) লর্ড ক্যানিঙ ১৮৫৬-৬২ খৃঃ।—সিপাহী-বিদ্রোহ, পারস্যের বাদসাহ সহ যুদ্ধে জয়লাভ, চীনদেশের সহ যুদ্ধে জয়লাভ, মহারাণীর স্বহস্তে

রাজ্যভার গ্রহণ, গবর্ণর জেনেরলের ভাইসরয় উপাধি গ্রহণ, দণ্ডবিধি আদি আইন পাস, হাইকোর্ট স্থাপনের সূত্রপাত, এদেশীয় রাজগণকে অভয় ও "ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া" উপাধি প্রদান, ইনকম ট্যাক্স স্থাপন, নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ-বধ কাব্য প্রকাশ।

(২০) লর্ড এল্‌গিন ১৮৬২ ৬৩ খৃঃ।—হাইকোর্ট স্থাপন, ওহাবীদিগের বিদ্রোহ ও তাহাদের সহ যুদ্ধ।

(২১) ডেনিস সাহেব ১৮৬৩-৬৪ খৃঃ।—সিত্তানায়(ওহাবীদিগের) বিদ্রোহ-শান্তি।

(২২) সর্ জন্ লরেন্স ১৮৬৪-৬৯ খৃঃ।—ভুটানদিগের সহ যুদ্ধে জয়লাভ, বাঙ্গালায় প্রবল ঝড় ও উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ, মহীশূরের রাজাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দেওন, দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু ও সের আলির কাবুলের রাজ্য প্রাপ্তি।

(২৩) লর্ড মেয়ো ১৮৬৯-৭২ খৃঃ।—রাজকীয় লৌহবর্ত্ম স্থাপনের সূত্রপাত, ডিউক অব এডিনবরার শুভাগমন, কৃষি বিভাগের সৃষ্টি, হাই-কোর্টের চীফ জষ্টিস নর্ম্মান মহোদয়ের হত্যা, পোর্ট ব্লেয়ারে ইহাঁর হত্যা।

(২৪) সর্ জন্ ষ্ট্রেচি ১৮৭২ খৃঃ ৯ই হইতে ২৪এ ফেব্রুয়ারি।

(২৫) লর্ড নেপিয়র্ ১৮৭২ খৃঃ২৪এ ফেব্রুয়ারি হইতে ২রা মে।

(২৬) লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭২-৭৬ খৃঃ।—ইনকম্ ট্যাক্স রহিত হওন, ত্রিহুতে দুর্ভিক্ষ, বরদা গুইকুমারের রাজ্যচ্যুতি, মহারাণীর প্রথম পুত্রের এ দেশে আগমন, আসাম প্রদেশের স্বতন্ত্র শাসন-বন্দোবস্ত।

(২৭) লর্ড লিটন ,১৮৭৬ ৮০ খৃঃ।—মহারাণীর ভারতেশ্বরী নাম গ্রহণ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে দুর্ভিক্ষ, কুইটায় সৈন্য সমাবেশ, কাবুলের দ্বিতীয় যুদ্ধ... [illegible] আলির পলায়ন ও নিধন, এবং ইয়াকুবের রাজ্য গ্রহণ, তৎপরে রেসিডেন্ট নিহত হওয়ায় পুনর্ব্বার যুদ্ধ ও ইয়াকুবের রাজ্যচ্যুতি, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ ও বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখা নিষেধ, লাই-সেন্স ট্যাক্স স্থাপন।

(২৮) লর্ড রিপন ১৮৮০-৮৪ খৃঃ।—দ্বিতীয় কাবুল যুদ্ধের অবসান, মুদ্রাযন্ত্রের পুনর্ব্বার স্বাধীনতা প্রদান ও স্বায়ত্তশাসন আইন পাস, শিক্ষা সমিতি স্থাপন, ইলবার্ট বিলের প্রস্তাব ও পরিবর্তন, লবণের শুল্ক হ্রাস ও সূতার কাপড়াদির শুল্ক রহিত করণ, আন্তর্জ্জাতিক মহামেলা হওন, জজ রমেশচন্দ্র মিত্রের চীফ জষ্টিসের কার্য্য, মিশরের যুদ্ধে এদেশীয় সৈন্যগণের গমন ও রণ-নৈপুণ্য প্রকাশ।

(২৯) লর্ড ডফ্রিণ ১৮৮৪-৮৮ খৃঃ।—রেণ্ট ল বা প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন পাস, রাউলপিণ্ডির দরবার, তৃতীয় ব্রহ্ম-যুদ্ধ ও উত্তর ব্রহ্ম ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত হওন, ইনকম্ ট্যাক্স স্থাপন, লবণ ও কেরোশিন তৈলের উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করণ, স্বায়ত্তশাসন আইন কার্য্যে পরিণত হওন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ড স্থাপন, এবং হাবড়ার পুলের মাশুল রহিত করণ, মহারাজ সেন্ধিয়ারের গোয়ালিয়রের দুর্গ পুনঃ প্রাপ্তি, সৈনিক প্রদর্শনী খোলা ও "জুবিলি" মহোৎসব, রুসরাজ্যের সীমা নির্দ্ধারণ, রাজস্ব সমিতি, রাজকীয় কার্য্য সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতি স্থাপন, তিব্বতদেশের সহ যুদ্ধে জয়লাভ।

(৩০) লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮৮৮-১৮৯৪ খৃঃ।—চীনের মধ্যস্থতায় তিব্বতের সহিত বিবাদ নিষ্পত্তি হয়, কাশ্মীরের মহারাজের ক্ষমতা হ্রাস ও তত্রত্য শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ, মহারাণীর পৌত্র শ্রীমান্ প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর ভারতবর্ষের অনেক স্থান পরিদর্শন করেন (১৮৮৯-৯০)। হাই-কোর্টের জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভাইস চ্যান্সেলরের পদ প্রাপ্ত হন (১৮৮৯)। এজ অব্ কন্‌সেণ্ট্ বিল পাস (১৮৯১। মার্চ্চ)। মণিপুরের যুদ্ধ ও মণিপুর করদ রাজ্যের অন্তর্গত (১৮৯১)।

(৩১) লর্ড এল্‌গিন ১৮৯৪ খৃঃ টারিফ্ নামক ৮ আইন পাস হইয়া বিদেশীয় সমস্ত দ্রব্যের উপর শুল্ক এবং কটন নামক ১৬ আইন পাস হইয়া বিদেশীয় পাঠবস্ত্রের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ, চিত্রলের যুদ্ধ।

নং ২

ইতিহাসে বিখ্যাত স্থান সমূহের তালিকা।

প্রসিদ্ধ স্থান	কোথায় স্থিত।	কোন্ বৎসর	প্রসিদ্ধ ঘটনা বা যুদ্ধ	যুদ্ধের উভয় পক্ষ বা প্রসিদ্ধ ঘটনার বিবরণ।	যুদ্ধ ফল।
অমরকোট	সিন্ধুপ্রদেশে	১৫৪২ খৃঃ	আকবরের জন্ম।		
আরস গ্রাম	মহীনদীতীরে	১৭৭৫ ,,	মহারাষ্ট্রীয় প্রথম যুদ্ধ	মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য ও রাঘবের পক্ষাবলম্বী ইংরেজ সৈন্য।	ইংরেজেরা জয়লাভ করেন।
আসাই ইলিচপুরের নিকট বর্গাম	মধ্য ভারতবর্ষে মধ্য ভারতবর্ষে, নাগপুরে	১৮০৩ ,,	মহারাষ্ট্রীয় দ্বিতীয় যুদ্ধ	ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলেসলি ও তাঁহার সহকারী ষ্টিভন্সন এবং মহারাষ্ট্রীয় সেন্ধিয়া ও বেরার রাজের মিলিত সৈন্য।	ইংরেজেরা জয়ী হন।
আগরা	উত্তর-পশ্চিম গবর্নমেণ্ট মধ্যে, আগরা বিভাগে যমুনা নদী-তীরে		রাজধানী ও তাজমহল প্রাসাদ	পূর্ব্বে মুসলমান সম্রাটদিগের রাজধানী ছিল, তাজমহল নামক প্রাসাদ।	দায়ুদের পরাজয় ও নিধন।
আগমহল	রাজমহলে	১৫৭৬ ,,	যুদ্ধ	দায়ুদ খাঁ ও তোডর মল্ল।	

প্রসিদ্ধ স্থান	কোথায় স্থিত	কোন্ বৎসর	প্রসিদ্ধ ঘটনা বা যুদ্ধ	যুদ্ধের উভয় পক্ষ বা প্রসিদ্ধ ঘটনার বিবরণ	যুদ্ধ ফল।
আলিগড়, দিল্লী, লাশোয়ারি	উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মিরট বিঃ, পঞ্জাব প্রদেশ দিল্লী বিভাগে, । উত্তর পশ্চিম প্রঃ ।	১৮০৩ খৃঃ	মহারাষ্ট্রীয় দ্বিতীয় যুদ্ধ।	ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেক ও মহারাষ্ট্রীয় সেন্ধিয়ার সৈন্য।	মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাজিত হয়।
আম্বুর	দাক্ষিণাত্যে, কর্ণাট প্রদেশে	১৭৪৯ „	যুদ্ধ।	চাঁদ, মজঃফর ও বুসী এবং আনোয়ারুদ্দীন।	আনোয়ারউদ্দীন আক্রান্ত ও নিহত হন।
আলিওয়াল	পঞ্জাব প্রদেশ অম্বালা বিভাগে	১৮৪৬ „ ২৮এ জানুয়ারি	প্রথম শিখ যুদ্ধ।	ইংরেজ সেনাপতি হেরি স্মিথ্ ও শিখ-সৈন্য	ইংরেজ পক্ষ জয়ী হন।
আরিকারা গ্রাম	দাক্ষিণাত্যে মহীশূরে	১৭৯১ „	মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধ।	গবর্ণর জেনেরল্ লর্ড করণওয়ালিস ও মহীশূরাধিপতি টিপু।	টিপুর পরাজয়।

আর্কট বা আর্কট্	দাক্ষিণাত্যে, কর্ণাটে	১৭৫২ খৃঃ	ক্লাইবকর্তৃক জয়।	ক্লাইবঅতিশয় বীরত্ব ও কৌশল প্রকাশ করিয়া এই স্থান অধিকার করতঃ মহম্মদ আলিকে প্রদান করেন এবং নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিচয় দেন।	
উদয়নালা ও ঘড়িয়া	ভাগিরপুর বিঃ মুরশিদাবাদে।	১৭৬৩ ,,	মীরকাশিমের সহ ইংরেজদিগের যুদ্ধ।	মীরকাশিম ও ইংরেজ সেনানী এডামস।	মীরকাশিমের পরাজয়।
কর্ণালে	পঞ্জাব প্রদেশ দিল্লী বিভাগে।	১৭৩৯ ,,	নাদীর শাহের সহ যুদ্ধ।	দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ ও পারস্যরাজ নাদীর শাহ।	মহম্মদ শাহ পরাজিত হন।
ক.রোয়া	এলাহাবাদের নিকট	১৬৭৯ ,,	সুজার সহ যুদ্ধ।	সুজা ও আরঙ্গজিব।	সুজার পরাজয়।
কির্কি ও কারিগম	মহারাষ্ট্রীয় প্রদেশে।	১৮১৭ ,,	মহারাষ্ট্রীয় শেষ যুদ্ধ।	মহারাষ্ট্রীয় পেশরা ও ইংরেজ সৈন্য।	পেশবা পরাজিত হন।
কনোজ	উঃ পঃ প্রদেশ গঙ্গা নদী তীরে।	১৫৪০ ,,	যুদ্ধ।	শেরশাহ ও হুমায়ুন	হুমায়ুনের পরাজয়।

প্রসিদ্ধ স্থান	কোথায় স্থিত	কোন্ বৎসর	প্রসিদ্ধ ঘটনা বা যুদ্ধ	যুদ্ধের উভয় পক্ষ বা প্রসিদ্ধ ঘটনার বিবরণ।	যুদ্ধ ফল।
কার্ডালা	কাবেরী তীরে।	১৭৯৫ খৃঃ	যুদ্ধ।	নিজাম ও মহারাষ্ট্রের নানা ফর্ণাবিস।	নিজামের পরাভব।
কাণপুর	উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এলাহবাদ বিভাগে।	১৮৫৭ ,,	সিপাহী বিদ্রোহ হয়।	নানা সাহেব এই স্থলে ইংরেজদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিয়া, স্ত্রী ও বালকসহ অতি নিষ্ঠুররূপে তাঁহাদিগকে নিহত করেন।	
কুরুক্ষেত্র	থানেশ্বরের নিকট	১৪০০ ,, পূঃ	যুদ্ধ।	কৌরব ও পাণ্ডবগণ।	পাণ্ডবদিগের জয়।
গুজরাট	পঞ্জাব প্রদেশ রাবল্‌পিণ্ডী বিঃ	১৮৪৯ খঃ ২২এ ফেব্রুয়ারি	দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ।	ইংরেজ সেনাপতি গফ্ ও তাঁহার সহকারী হুইস প্রভৃতি এবং ৫০ সহস্র শিখ-সৈন্য।	শিখ সৈন্য পরাজিত হয়।
চন্দ্রবাড়ী নগর	উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে আগরা জিঃ	১১৯৪ ,,	জয়চন্দ্রের সহ যুদ্ধ।	মহম্মদ গোরী ও কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্র।	জয়চন্দ্রের পরাজয় ও নিধন।

চিতোর	রাজপুতনায়	১৩০৩ ,, ১৫৬৮ ,,	আলাউদ্দিন ও আকবর কর্তৃক অধিকৃত হয়	এইস্থল আকবর কর্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হয় এবং আলাউদ্দীনও ইহা অধিকাব করেন।	
চিনিয়ান-ওয়ালা	পঞ্জাব প্রদেশে	১৮৪৯ ,, ১৩ জানুয়ারি	দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ।	শিখ-সেনা-নায়ক ছত্র সিংহ ও তাঁহাব পুত্র শেব সিংহ এবং ইংরেজ সেনাপতি গফ।	কোন পক্ষই জয়ী হন নাই ইরেজ পক্ষের ২৩৫৭ জন সৈন্য ও ৯০জন অফিসব হত হয় শিখরা ১ম যুদ্ধ অপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করে।
চেঙ্গামা	দক্ষিণ আর্কটে	১৭৬৭ খৃঃ	মহীশূরের প্রথম যুদ্ধ।	হায়দর ও কর্ণেল স্মিথ	হায়দরেব পরাজয়।
জেলালাবাদ	আফগানিস্তানে	১৮৪২ ,,		সাব্ ববার্ট শেল এই স্থানে বিপুল বীবতা প্রকাশ করেন	
টিরৌরী বা ভীরৌরী	পঞ্জাব প্রদেশে, অম্বালা বিঃ	১১৯১ ,,	মহম্মদ গোরীর সহ যুদ্ধ	মহম্মদ গোরী ওপৃথ্বীরাজের সেনাপতি গোবিন্দ রায়	মহম্মদ গোরীব পরাজয়।

প্রসিদ্ধ স্থান	কোথায় স্থিত	কোন্ বৎসর	প্রসিদ্ধ ঘটনা বা যুদ্ধ	যুদ্ধের উভয় পক্ষ বা প্রসিদ্ধ ঘটনার বিবরণ	যুদ্ধ ফল।
টেল্লীকোটা বা তালিকটা	দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা নদী তীরে	১৫৬৫ খৃঃ	বিজয়নগর অবরোধার্থ যুদ্ধ।	আমেদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুরের মুসলমানেরা বিজয়নগর অবরোধার্থ যুদ্ধ করে।	বিজয় নগরের রাজা রামদেব পরাজিত ও হত হন।
থানেশ্বর	পঞ্জাব প্রদেশে অম্বালা বিঃ	১০১১ „ ১১৯৩ „	লুণ্ঠন ও যুদ্ধ।	মামুদ ১০১১ খৃঃ এই নগর লুণ্ঠন করেন ১১৯৩ খৃঃ মহম্মদ গোরী ও পৃথ্বীরাজ	পৃথ্বীরাজ পরাজিত হন ও দিল্লীর সিংহাসন গোরীর অধিকার হয়।
দানাপুর	বাঙ্গালা প্রদেশ পাটনা বিঃ	১৮৫৭ „	সিপাহীবিদ্রোহ।	এইস্থানে ইংরেজেরা অবরুদ্ধ থাকিয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করেন।	ইংরেজ সৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করে।

দিল্লী	পঞ্জাব প্রদেশ দিল্লী বিভাগে	১৮০৩ খৃঃ	মহারাষ্ট্রীয় দ্বিতীয় যুদ্ধ ও রাজধানী	আনন্দপাল দেব কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয় মুসলমান সম্রাটদিগের রাজধানী ছিল মহারাষ্ট্রীয় ২য় যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেক ও সেন্ধিয়ার সৈনা।	মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য পরাজিত হয়।
দীঘনগর ও ফরক্কাবাদ	ভরতপুরের উত্তর। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, আগ্রা বিভাগে।	১৮০৪ খৃঃ	মহারাষ্ট্রীয় তৃতীয় যুদ্ধ।	ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেক ও তাঁহার সহকারী মরে ও মন্সন এবং মহারাষ্ট্রীয় হলকার।	হলকার পরাজিত হন।
দেওরীর	রাজপুতনায়		প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ	চিতোরপতি প্রতাপ সিংহ ও মোগল সৈন্য।	মোগলেরা পরাজিত হন।
ধনাভু নগর	ব্রহ্মদেশে	১৮২৫ ,,	ব্রহ্মদেশীয় প্রথম যুদ্ধ।	ইংরেজসৈন্য ও ব্রহ্মরাজের সেনাপতি বন্দুলা।	বন্দুলা পরাজিত ও নিহত হন।

প্রসিদ্ধ স্থান	কোথায় স্থিত	বৎসর	প্রসিদ্ধ ঘটনা বা যুদ্ধ।	যুদ্ধের উভয় পক্ষ বা প্রসিদ্ধ ঘটনার বিবরণ	যুদ্ধ ফল।
নগরকোট	পঞ্জাব প্রদেশে	১০০৮ খৃঃ	মামুদ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত	মামুদ এই স্থান লুণ্ঠন করেন।	
পলাশী	মুরশিদাবাদের ১৫ ক্রোশ দক্ষিণে	১৭৫৭ „	যুদ্ধ।	নবাব সিরাজ উদ্দৌলা ও ক্লাইব।	ক্লাইবের জয় লাভ।
পানিপথ	পঞ্জাব প্রদেশ দিল্লী বিভাগে	১ম ১৫২৬ „	এই স্থানে তিনটী যুদ্ধ।	১ম যুদ্ধে বাবর ও দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদী।	ইব্রাহিম পরাজিত ও দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত।
		২য় ১৫৫৬ „		২য় যুদ্ধে আকবরের মন্ত্রী বৈরাম এবং পাঠানা সেনাপতি হিমু।	হিমু, পরাজিত ও নিহত হন।
		৩য় ১৭৬১ „		৩য় যুদ্ধে নাদীর শাহের সেনাপতি আহম্মদ শাহ আবদালী (দুরাণী) এবং মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়ক সদাশিব ও বিশ্বাসরাও	মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাভূত ও এই হইতে হীনবল হয়।

পালিনোর পোর্টোনোভা ও সোলিঙ্গড়	কাবেরী তীরে। দক্ষিণ আর্কটে।	১৭৮১ খৃঃ ১৭৮১ "	মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ। মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ।	হায়দর ও ইংরেজ। ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল কুট এবং মহীশূরাধিপতি হায়দর আলি।	ইংরেজেরপরাজয় এই কয়েক স্থানেই হায়দর পরাজিত হন।
পোর্ট ব্লেয়ার	আণ্ডামানি দ্বীপে	১৮৭২ "	মেয়োর হত্যা।	সের আলি নামক জনৈক মুসলমান কর্ত্তৃক গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেয়ো হত হন।	
ফিরোজ সহর	পঞ্জাব প্রদেশ, লাহোর বিভাগে	১৮৪৫ "	প্রথম শিখযুদ্ধ।	১৩ হাজার সৈন্যসহ ইংরেজ সেনাপতি গফ, লিটলার ও স্বয়ং হার্ডিঞ্জ এবং ৩৫ হাজার শিখ সৈন্যসহ লাল সিংহ ও তেজ সিংহ	লাল সিংহ ও তেজ সিংহ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন শিখেরা অতীব বীরত্ব প্রকাশ করে।
বহরমপুর ও ব্যারাকপুর	প্রেসিডেন্সি বিভাগে, ভাগীরথী তীরে।	১৮৫৭ "	সিপাহী-বিদ্রোহ।	প্রথমে বহরমপুরে পরে ব্যারাকপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া পদচ্যুত হও-	

প্রসিদ্ধ স্থান	কোথায় স্থিত	বৎসর	প্রসিদ্ধ ঘটনা বা যুদ্ধ।	যুদ্ধের উভয় পক্ষ বা প্রসিদ্ধ ঘটনার বিবরণ	যুদ্ধ ফল।
				ত পশ্চিমাঞ্চলে শিখা অত্যাচার করে।	
বারাসত	বাঙ্গালা প্রদেশে প্রেসিডেন্সি বিভাগে।	১৮৩১ খৃঃ	তিতুমীরের লড়াই।	তিতুমীর ও ইংরেজ সৈন্য।	তিতুমীর পরাস্ত হইয়া বৃত্তিভোগী হন।
বিলোড	মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে	১৮০৬ ,, ১০ই জুলাই	সিপাহী বিদ্রোহ।	জিলেস্পী এই বিদ্রোহ দমন করেন।	
বিঠুর	উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এলাহবাদ বিভাগে।		পেশবা নজরবন্দী ছিলেন।	মহারাষ্ট্রীয় পেশ্বা নজরবন্দী থাকেন, ও এইখানে বাল্মীকির তপোবন ছিল।	
বক্সর	পাটনা বিঃ	১ম ১৫৪০ ,,	বক্সারে দুইটী যুদ্ধ ঘটে।	১ম যুদ্ধে হুমায়ুন ও শেরশাহ।	হুমায়ুন পরাজিত হন।
		২য় ১৭৬৪ ,,		২য় যুদ্ধে ইংরেজ সেনানী মনরো ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা।	সুজা পরাজিত হন।
বল্লভী নগর	গুজরাটে।	খৃঃ পূঃ ৫০৭ অব্দে		পারসীকদিগের কর্তৃক এই নগর ধ্বংসিত হয়।	

বেডনোর ও মঙ্গলোর	দাক্ষিণাত্যের মধ্যে মহীশূরে দাক্ষিণাত্যে পশ্চিম উপকূলে	১৭৮৪ খৃঃ	টিপুর সহ ইংরেজ-দিগের যুদ্ধ	ইংরেজ সৈন্য ও টিপু	উভয় স্থানেই ইংরেজেরা পরাজিত হন।
বন্দীবাস	দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট প্রদেশে	১৭৫৯ ,,	৩য় কর্ণাট যুদ্ধ	ফরাসী সেনাপতি লালী ও ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল কুট	লালী পরাভূত হন।
ভরতপুর	আগরার পশ্চিমে	১৮২৫ ,,	দুরাক্রম্য দুর্গ জয়	ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কম্বরমিয়র কর্তৃক এখানকার দুর্গ জয় হয়	
মহারাজপুর ও পনীয়ার	গোয়ালিয়রে ঐ	১৮৪৩ ,,	গোয়ালিয়রের গোলযোগহেতু এই দুই স্থানে যুদ্ধ	ইংরেজ সেনাপতি সর্ হিউ গফ ও চল্লিশ সহস্র মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য	উভয় স্থানে ইংরেজেরা জয়ী হইয়া গোয়ালিয়র অধিকার করেন।
মাহিদপুর	হুলকার রাজ্যে	১৮১৮ ,,	যুদ্ধ	হুলকারের সৈন্য ও ইংরেজ সৈন্য	ইংরেজ পক্ষ জয়ী হন।

মিয়ানী ও হায়দরাবাদ	সিন্ধুদেশে সিন্ধুনদী তীরে সিন্ধুদেশে	১৮৪৩ খৃঃ	সিন্ধু দেশীয় যুদ্ধ	ইংরেজ সেনানায়ক চার্লস্ নেপিয়র ও বেলুচি সেনা সহ সিন্ধু দেশের আমীরগণ।	উভয় স্থানে আমীরগণ পরাজিত হন ও সিন্ধুদেশ ইংরেজরাজ্য-ভুক্ত হয়।
মুদকী	পঞ্জাব প্রদেশ লাহোর বিভাগ	১৮৪৫ ,,	প্রথম শিখ যুদ্ধ	ইংরেজ সেনাপতি গফ্ ও শিখসেনানায়ক লাল সিংহ।	লাল সিংহ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন।
মোগলমারী	মেদিনীপুর বিঃ	১৫৭৫ ,,	তোডরমলের যুদ্ধ	আকবরের সেনাপতি তোডরমল ও বাঙ্গালার নবাব দায়ুদ খাঁ।	দায়ুদ খাঁ পরাজিত হন।
শিক্রী (ফতেপুর শিক্রী)	উত্তর পশ্চিম প্রদেশ আগরা বিভাগে	১৫২৭ ,,	বাণা সংগ্রামের যুদ্ধ হয়	বাবর ও রাণা সংগ্রাম সিংহ।	বাবর প্রথমে পরাজিত, পরে জয়ী হন।
সেদাশির ও মালবলী	দাক্ষিণাত্যে মহীশূরের মধ্যে	১৭৯৯ ,,	মহীশূরের শেষ যুদ্ধ	সেদাশির নগরে টিপু ও ইংরেজ সেনাপতি ষ্টুয়ার্ট, মালবলী নগরে টিপু ও ইংরেজ সেনাপতি হারিস।	উভয় স্থানে টিপু পরাভূত হন।

সেব্রাঁও।	পঞ্জাব প্রদেশে লাহোর বিভাগে।	১৮৪৬ খৃঃ ১০ই ফেব্রুয়ারি	শিখ প্রথম যুদ্ধ।	ইংরেজ সেনাপতি গফ্‌ ও স্মিথ্‌ এবং ৩৫ হাজার শিখ-সৈন্যসহ তেজ সিংহ।	তেজ সিংহ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে।
সোমনাথ।	গুজরাটে, আরব সাগরের তীরে।	১০২৪ খৃঃ	এখানকার মন্দির আক্রান্ত ও ধ্বস্ত হয়।	মামুদ এখানকার মন্দির আক্রমণ ও ধ্বংস করেন।	
সিরহিন্দ।	পঞ্জাব প্রদেশে।	১৭৪৭ ,,	যুদ্ধ।	নাদীর শাহের সেনাপতি আহম্মদ শাহ আবদালী ও দিল্লীর সম্রাটের পুত্র যুবরাজ আহম্মদ।	আহম্মদ শাহ আবদালী পরাভূত হন।
সীতাবলদী পাহাড়ের নিকট।	মধ্য ভারতবর্ষে,	১৮১৮ ,,	মহারাষ্ট্রীয় শেষ যুদ্ধ।	মহারাষ্ট্রীয় আপা সাহেব ও ইংরেজ সৈন্য।	আপা সাহেব পরাভূত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হন।
হলদীঘাটা	চিতোরের সন্নিহিত গিরিসঙ্কটে।	১৫৭৬ ,,	মোগলদিগের সহ-প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ।	মিবারাধিপতি প্রতাপ সিংহ এবং অম্বরের রাজপুত মান সিংহ ও আকবরের পুত্র সেলিম।	প্রতাপ সিংহ পরাজিত হন।

'নং ৩'

কোন্ বৎসর কাহার শাসনে কোন্ প্রসিদ্ধ ঘটনা হয়, তাহার তালিকা।

কোন্ বৎসর।	প্রসিদ্ধ ঘটনা।	কাহার শাসনে।
খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী অনুমান।	কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।	
খৃঃ পূঃ ৬২৩ অব্দ	বুদ্ধের জন্ম।	
খৃঃ পূঃ ৫৫১ অব্দ	দরায়ুসের ভারতবর্ষ আক্রমণ।	
খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দ	বুদ্ধের মৃত্যু।	
খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দ	আলেক্জান্দারের ভারত-বর্ষাক্রমণ।	
খৃঃ পূঃ ২৬৩ অব্দ	অশোকের সিংহাসন লাভ।	
খৃঃ পূঃ ৫৭ অব্দ	বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল।	
৫৭০ খৃঃ	মহম্মদের জন্ম।	
৬২২ ,,	মহম্মদের মদিনায় পলায়ন ও হিজরী শাকারম্ভ।	
৬৩২ ,,	মহম্মদের মৃত্যু।	
৬৬৪ ,,	মহল্লব (মুহালিব) সিন্ধুদেশ জয় করেন।	
৭১৩ ,,	মহম্মদ কাশিম সিন্ধুর রাজা দাহিরকে পরাজয় করেন।	
৯৯৭ ,,	সবক্তগীনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র	

কোন্ বৎসর।	প্রসিদ্ধ ঘটনা।	কাহার শাসনে।
	মামুদ গজনীর রাজা হন।	
১০০১ খৃঃ	মামুদ প্রথম বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া লাহোর-রাজ জয়পালকে পরাজয় করেন।	
১০০৮ ৯ খৃঃ	অনঙ্গপালকে শাস্তি দিতে মামুদ চতুর্থ বার ভারতবর্ষে আইসেন।	
১০১১ ,,	মামুদ ষষ্ঠ বার ভারতবর্ষে আসিয়া থানেশ্বর নগর ও তথাকার মন্দির লুণ্ঠন করেন।	
১০২৩ ,,	কালিঞ্জরের রাজাকে শাস্তি দিতে মামুদের একাদশ বার আগমন।	
১০২৪ ,,	মামুদ সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন।	
১০৩০ ,,	মামুদের মৃত্যু।	
১১৯১ ,,	টিরৌরীতে মহম্মদ গোরী, পৃথ্বীরাজের সেনাপতি গোবিন্দ রায়ের নিকট পরাভূত হন।	
১১৯৩ ,,	থানেশ্বরে মহম্মদ গোরী পৃথ্বী	

কোন্ বৎসর।	প্রসিদ্ধ ঘটনা।	কাহার শাসনে।
	রাজকে পরাজয় করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।	
১১৯৪ খৃঃ	মহম্মদ গোরী কান্যকুব্জ জয় করেন।	
১২০২ ,,	গীয়াসুদ্দীনের মৃত্যু হয় ও মহম্মদ গোরী রাজা হন।	
১২০৩ ,,	কুতুবের সেনাপতি বকৃথিয়ার খিলজীকর্তৃক বাঙ্গালা ও বিহার দেশ জয়।	
১২০৬ ,,	মহম্মদ গোরীর মৃত্যু, কুতুবুদ্দীনের দিল্লীর সিংহাসন লাভ।	
১২১০ ,,	কুতুবের মৃত্যু।	
১২৯৪ ,,	আলাউদ্দীনের দাক্ষিণাত্য আক্রমণ।	জেলালুদ্দীন।
১৩০৩ ,,	আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর আক্রমণ।	
১৩০৬ ,,	কাফুরের দাক্ষিণাত্য আক্রমণ।	আলাউদ্দীন।
১৩৯৮ ,,	তৈমুরের ভারতবর্ষ আক্রমণ।	মাহমুদ তোগলক।
১৪৮২ ,,	বাবরের জন্ম।	দিল্লীশ্বর বুলল লোদী।

কোন্ বৎসর।	প্রসিদ্ধ ঘটনা।	কাহার শাসনে।
১৫২৬ খৃঃ	পানিপথের প্রথম যুদ্ধ।	ইব্রাহিমলোদী।
১৫৩০ ,,	বাবরের মৃত্যু ও হুমায়ুনের দিল্লীর সিংহাসন লাভ।	
১৫৪২ ,,	আকবরের জন্ম।	শের শাহ্।
১৫৫৬ ,,	পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ, হুমায়ুনের মৃত্যু, আকবরের দিল্লীর সিংহাসন লাভ।	
১৫৬৫ ,,	তালিকটার যুদ্ধ।	আকবর।
১৫৬৮ ,,	আকবরের চিতোর আক্রমণ ও অধিকার।	
১৫৯৯ ,,	ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সৃষ্টি।	ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজিবেথ ও ভারতবর্ষের সম্রাট আকবর।
১৬০৫ ,,	আকবরের মৃত্যু, জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্য লাভ।	
১৬১১ ,,	জাহাঙ্গীরের সহ নুরজেহানের বিবাহ, মছলীপট্টনে ইংরেজদিগের কুঠি স্থাপন।	জাহাঙ্গীর।
১৬১৪ ,,	শাহজঁহা কর্ত্তৃক উদয়পুর অবরোধ।	জাহাঙ্গীর।
১৬১৫ ,,	সর্‌টামস্ রো সাহেবের দৌত্য-কার্য্যে ভারতবর্ষে আগমন।	জাহাঙ্গীর

কোন্ বৎসর।	প্রসিদ্ধ ঘটনা।	কাহার শাসনে।
১৬২৭ ,,	জাহাঙ্গীরের মৃত্যু, শাহজাঁহার সাম্রাজ্য লাভ, শিবজীর জন্ম।	
১৬৩১ ,,	গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুরের রাজা দুর্গ দিয়া দিল্লীর সম্রাটের কবদ হন।	শাহজাঁহা।
১৬৩৯ ,,	মান্দ্রাজে ইংরেজদিগের সেণ্ট জর্জ নামক দুর্গ স্থাপন।	শাহজাঁহা।
১৬৫৮ ,,	আরঙ্গিবের সাম্রাজ্য লাভ।	
১৬৬৫ ,,	শাহজাঁহার মৃত্যু	আরঙ্গিব।
১৬৮০ ,,	শিবজীর মৃত্যু।	আরঙ্গিব।
১৬৮২ ,,	ফোর্ট সেণ্ট ডেবিড দুর্গ স্থাপন।	আরঙ্গিব।
১৬৯৮ ,,	কলিকাতায় ইংরেজদিগের ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ স্থাপন।	আরঙ্গিব।
১৭০৭ ,,	আরঙ্গিবের মৃত্যু।	
১৭১৩ ,,	ফেরোকৃসের সম্রাট হন, ডাক্তার হামিল্টন তাঁহার পীড়া আরোগ্য করিয়া কোম্পানির অনুকূল কতকগুলি ক্ষমতা লাভ করেন।	ফেরোকৃসের।
১৭৩৯ ,,	নাদীর শাহ কর্ণালে দিল্লীর সম্রাট মহম্মদকে পরাজয় ও বন্ধন করতঃ দিল্লী হইতে শাহজাঁহা-কৃত ময়ূর-	মহম্মদ।

কোন্ বৎসর।	প্রসিদ্ধ ঘটনা।	কাহার শাসনে।
	সিংহাসন ও কোহিনুর হীরা লইয়া পারস্যে প্রস্থান করেন।	
১৭৪০ „	আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালাব নবাব হন।	ঐ
১৭৪৬-৪৮	কর্ণাট প্রদেশীয় প্রথম যুদ্ধ।	
১৭৪৭ „	আহম্মদ শাহ আবদালী প্রথম বাব পঞ্জাব আক্রমণ কবেন, নাদীব শাহেব মৃত্যু।	মহম্মদ।
১৭৪৯ ৫২ „	কর্ণাটেব দ্বিতীষ যুদ্ধ।	
১৭৫৬ „	আলিবর্দ্দীব মৃত্যু, সিরা-জউদ্দৌলাব বাঙ্গালাব সিংহাসন প্রাপ্তি, অন্ধকূপ হত্যা।	দ্বিতীয আলমগীব
১৭৫৭ „	পলাশীব যুদ্ধ, মীবজাফবেব বাঙ্গালাব সিংহাসন লাভ।	
১৭৫৬-৬১ খৃঃ	কর্ণাটের তৃতীয যুদ্ধ	
১৭৬০ খৃঃ	মীবকাশিম বাঙ্গালার নবাব হন এবং কোম্পানিব বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুবেব অধিকাব লাভ হয।	শাহ আলম।
১৭৬১ খৃঃ	আহম্মদ শাহ আবদালী পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজয় করেন।	শাহ আলম।

কোন্ বৎসর।	প্রসিদ্ধ ঘটনা।	কাহার শাসনে।
১৭৬৩ খৃঃ	শুল্ক লইয়া মীরকাশিমের সহ ইংরেজদিগের বিবাদ ও কাশিমের রাজ্যচ্যুতি ও মীরজাফরের পুনর্ব্বার নবাবী লাভ।	
১৭৬৪ ,,	বক্সারে মেজর মন্‌রো সুজাউদ্দৌলাকে পরাজয় করেন।	শাহ আলম দিল্লীর সম্রাট।
১৭৬৫ ,,	ক্লাইব তৃতীয় বার ভারতবর্ষে আইসেন এবং সম্রাট শাহ আলমেরনিকট হইতে কোম্পানির দেওয়ানী-প্রাপ্তি।	শাহ আলম দিল্লীর সম্রাট।
১৭৬৬ ,,	মীরজাফরের মৃত্যু।	
১৭৬৭-৬৯ খৃঃ	মহীশূরের প্রথম যুদ্ধ।	ভেরেলষ্ট বাঙ্গালার গবর্ণর।
১৭৭০ খৃঃ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ।)	দুর্ভিক্ষ ঘটে।	কার্টিয়র সাহেব বাঙ্গালার গবর্ণর।
১৭৭২ খৃঃ	ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার গবর্ণর ও কোম্পানির প্রকাশ্যরূপে দেওয়ানী গ্রহণ।	হেষ্টিংস বাঙ্গালার গবর্ণর
১৭৭৩ ,,	কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্ট স্থাপন।	ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গলার গবর্ণর।
১৭৭৪ ,,	ওয়ারেণ হেষ্টিংস গবর্ণর জেনেরেল হন।	

কোন্ বৎসর।	প্রসিদ্ধ ঘটনা।	কাহার শাসনে।
১৭৭৫ „	নন্দকুমারের ফাঁসী।	ওয়ারেণ হেষ্টিংস গবর্ণর জেনেরেল।
১৭৭৬ „	মন্সনের মৃত্যু।	ঐ
১৭৭৫-৮২খৃঃ	মহারাষ্ট্রীয় প্রথম যুদ্ধ।	ঐ
১৭৮০-৮৪ „	মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ।	ঐ
১৭৮১ খৃঃ	বোর্ড অব্ রেবিনিউ স্থাপন।	
১৭৮২ „	হায়দর আলির মৃত্যু; মাদ্রাসা কলেজ স্থাপন।	ঐ
১৭৮৪ „	ইংলণ্ডে বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল্ নামক সভা ও কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল স্থাপন।	ঐ
১৭৮৬ খৃঃ	মাদ্রাজে রেবিনিউ বোর্ড স্থাপন ও লর্ড করণ্ওয়ালিসের গবর্ণর জেনেরলী পদ।	
১৭৯০-৯২„	মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধ।	করণ্ওয়ালিস।
১৭৯৩ „	দশশালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, আইন সঙ্কলন ও পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় ও সর্ জন্ শোর গবর্ণর জেনেরল হন।	ঐ
১৭৯৫ „	বারাণসী প্রদেশ খাসদখল ও কার্ডালাব যুদ্ধ।	সর্ জন শোর।

কোন্ বৎসর।	প্রসিদ্ধ ঘটনা।	কাহার শাসনে।
১৭৯৮ খৃঃ	সর্ জন্ শোর লর্ড টেনমাউথ উপাধি প্রাপ্ত হন।	
১৭৯৯ ,,	মহীশূরের শেষ যুদ্ধ।	লর্ড ওবেলেস্লি।
১৮০০ ,,	মান্দ্রাজে সুপ্রিমকোর্ট স্থাপন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন।	লর্ড ওবেলেস্লি।
১৮০১ ,,	গঙ্গাসাগরে শিশু-নিক্ষেপ নিবারণ।	ঐ
১৮০৩ ,,	মহারাষ্ট্রীয় দ্বিতীয় যুদ্ধ।	ঐ
১৮০৪ ,,	মহারাষ্ট্রীয় তৃতীয় যুদ্ধ।	ঐ
১৮০৫ ,,	করণ্ওয়ালিস্ দ্বিতীয় বার গবর্ণর জেনেরল্ হন।	
১৮০৬ ,, ১০ই জুলাই।	বিলোড়ে সিপাহী-বিদ্রোহ।	সর্ জর্জ বার্লো।
১৮০৭ ,,	লর্ড মিণ্টো গবর্ণর জেনেরল হন।	
১৮০৯ ,,	রণজিতের সহ সন্ধি।	লর্ড মিণ্টো।
১৮১০ ,,	মান্দ্রাজে ইউরোপীয় সৈন্য বিদ্রোহী হয়।	ঐ
১৮১৩ ,,	লর্ড ময়রা বা লর্ড হেষ্টিংস গবর্ণর জেনেরল্ হন।	
১৮১৪ ,,	নেপালীয়দিগের সহ যুদ্ধ।	লর্ড হেষ্টিংস।
১৮১৫ ,,	কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন।	ঐ
১৮১৭ ,,	পিণ্ডারীদিগের সহ যুদ্ধ।	ঐ

কোন্ বৎসর।	প্রসিদ্ধ ঘটনা।	কাহার শাসনে।
১৮১৮ খৃঃ	মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহ শেষ যুদ্ধ ও সমাচার দর্পণ নামক প্রথম বাঙ্গালা সম্বাদপত্র প্রচার।*	ঐ
১৮২৩ ,,	বোম্বাই নগরে সুপ্রিমকোর্ট স্থাপন।	ঐ
১৮২৩ ,,	লর্ড আমহর্ষ্ট গবর্ণর জেনেরল হন।	
১৮২৩ ,,	বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষা কমিটী স্থাপন।	আডম সাহেব।
১৮২৪ ,,	দিল্লী ও আগরা কলেজ ও কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন।	লর্ড আমহর্ষ্ট।
১৮২৪-২৬ ,,	ব্রহ্মদেশীয় প্রথম যুদ্ধ।	ঐ
১৮২৭ ,,	ভবতপুরের দুর্গ-জয়।	ঐ
১৮২৮ ,,	লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবর্ণর জেনেরল হন।	
১৮২৯ ,,	সতীদাহ নিবারণ, কলিকাতায় ব্রহ্মসমাজ স্থাপন।	লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।
১৮৩০ ,,	ঠগী ডিপার্টমেণ্ট স্থাপন, প্রভাকর সম্বাদ পত্র প্রচার, রামমোহন রায়ের ইংলণ্ডে যাত্রা।	ঐ
১৮৩১ ,,	তিতুমীরের লড়াই ও কোলজাতির দৌরাত্ম্য নিবারণ।	ঐ
১৮৩৩ ,,	ডেপুটী কলেক্টরের পদ-সৃষ্টি।	ঐ

কোন্ বৎসর।	প্রসিদ্ধ ঘটনা।	কাহার শাসনে।
১৮৩৫ খৃঃ	কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন।	বেণ্টিঙ্ক।
১৮৩৫ ,,	মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।	সর চার্লস মেটকাফ্।
১৮৩৬ ,,	লর্ড অক্লাণ্ড গবর্ণর জেনেরল হন ও হুগলী কলেজ স্থাপন।	
১৮৪১ ,,	ঢাকা কলেজ স্থাপন।	লর্ড অক্লাণ্ড।
১৮৩৯ ,,	রণজিৎ সিংহের মৃত্যু।	ঐ
১৭৪০ ,,	দোস্ত মহম্মদ ইচ্ছাপূর্ব্বক ইংরেজদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন।	ঐ
১৮৩৯-৪২ ,,	কাবুলীয় প্রথম সমর।	ঐ
১৮৪২ ,,	কাবুলীয় সমর শেষ।	লর্ডএলেনবরা।
১৮৪৩ ,,	সিন্ধুদেশীয় সমর এবং গোয়ালিয়র রাজ্যের গোলযোগ ও তদুপলক্ষে যুদ্ধ।	ঐ
১৮৪৪ ,,	লর্ড হার্ডিঞ্জ গবর্ণর জেনেরল্।	
১৮৪৫-৪৬	শিখদিগের প্রথম যুদ্ধ।	লর্ড হার্ডিঞ্জ।
১৮৪৬ ,,	কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপন।	ঐ
১৮৪৭ ,,	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রকাশ।	ঐ
১৮৪৮ খৃঃ	লর্ড ডালহৌসী গবর্ণর জেনেরল হন।	

কোন্ বৎসর	প্রসিদ্ধ ঘটনা	কাহার শাসনে।
১৮৪৮-৪৯ „	শিখদিগের দ্বিতীয় যুদ্ধ ; মুলতানের দুর্গাবরোধ; সেতারা গ্রহণ।	লর্ড ডালহৌসী।
১৮৫২ „	ব্রহ্মদেশীয় দ্বিতীয় যুদ্ধ।	ঐ
১৮৫৩ „	নাগপুর গ্রহণ, বহরমপুর কলেজ স্থাপন।	ঐ
১৮৫৫ „	হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়।	
১৮৫৬ „	লর্ডক্যানিঙ্ গবর্ণর জেনেরল হন।	
১৮৫৭ „	সিপাহী-বিদ্রোহ।	লর্ড ক্যানিঙ্।
১৮৫৮ „	মহারাণীর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ।	ঐ
১৮৬০ „	ফৌজদারী দণ্ড বিধি আইন পাস।	ঐ
১৮৬১ „	নিজাম,পাতিয়ালা-ও কাশ্মীর-রাজকে ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া উপাধি দেওন। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন পাস, হাই-কোর্ট স্থাপনের সূত্রপাত।	ঐ
১৮৬২ „	এল্‌গিন গবর্ণর জেনেরল হন।	
১৮৬২ „	কলিকাতায় হাইকোর্ট স্থাপন।	লর্ড এল্‌গিন।
১৮৬৩ „	এল্‌গিনের মৃত্যু।	

কোন্ বৎসর।	প্রসিদ্ধ ঘটনা।	কাহার শাসনে।
১৮৬৩ ,,	সর্ জন্ লরেন্স গবর্ণর জেনেরল হন, ভুটানবাসীদিগের সহ যুদ্ধ ও বাঙ্গালায় প্রবল ঝড়।	
১৮৬৬ ,,	উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ।	লরেন্স।
১৮৬৭ ,,	পাটনা কলেজ স্থাপন।	ঐ
১৮৬৮ ,,	লর্ড মেয়ো গবর্ণর জেনেরল হন।	
১৮৬৯-৭০	ডিউক অব্ এডিনবরার শুভাগমন।	লর্ড মেয়ো।
১৮৭১ ,,	একজন মুসলমান কর্ত্তৃক হাইকোর্টের চীফজষ্টিস্ নর্ম্ম্যান্ সাহেবের মৃত্যু।	ঐ
১৮৭২ ,,	লর্ড মেয়োর মৃত্যু ও লর্ড নর্থব্রুকের গবর্ণর জেনেরলী পদ প্রাপ্তি।	
১৮৭৫ ,,	প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ এই দেশে আইসেন।	লর্ডনর্থব্রুক।
১৮৭৬ ,,	লর্ড লিটন গবর্ণর জেনেরল হন।	
১৮৭৭ ,,	১লা জানুয়ারি ইংলণ্ডের মহারাণী ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করেন এবং মান্দ্রাজ ও	লর্ডলিটন।

কোন্ বৎসর।	প্রসিদ্ধ ঘটনা।	কাহার শাসনে।
	।াম্বাইতে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ।	
১৮৭৮ খৃঃ	মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ ও বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখা নিষেধ।	লর্ডলিটন।
১৮৮০ ,,	লর্ড রিপণ গবর্ণর জেনেরল্ হন।	
১৮৮২ ,,	মুদ্রাযন্ত্রের পুনঃস্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন আইন পাস।	লর্ড রিপণ।
১৮৮৪ ,,	লর্ড ডফ্রিন গবর্ণর জেনেরল হন।	
১৮৮৬ ,,	ইনকম্ ট্যাক্স প্রচলন, তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ এবং ব্রহ্মরাজ থিবার বন্দীত্ব ও উত্তর ব্রহ্ম ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত হয়।	লর্ড ডফ্রিন
১৮৮৭ ,,	জুবিলি মহোৎসব।	ঐ
১৮৮৮ ,,	লর্ড ল্যান্সডাউন গবর্ণর জেনেরল হন।	
১৮৮৯ ,,	জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভাইস্ চ্যান্সেলরের পদ প্রাপ্তি।	ল্যান্সডাউন।
১৮৮৯-৯০ ,,	মহারাণীর পৌত্র প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টরের শুভাগমন।	ঐ
১৮৯১ ,,	এজ্ অব্ কন্সেন্ট বিল পাস, মণিপুর যুদ্ধ।	ঐ
১৮৯৫ ,,	চিত্রলের যুদ্ধ।	লর্ড এলগিন।

নং ৪

কোন্ বৎসরে কাহার নিকট বা কি প্রকারে ইংরেজেরা নিম্নলিখিত স্থান সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার তালিকা।

কোন্ বৎসর।	কাহার নিকট হইতে বা কিরূপে।	কোন্ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।
১৬৩৯ খৃঃ	চন্দ্রগিরির রাজা।	মান্দ্রাজ।
১৬৬৮ ,,	ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লস।	বোম্বাই।
১৬৯৮ ,,	আজিম ওসান।	কলিকাতা।
১৭৫৭ ,,	বাঙ্গালার নবাব	চব্বিশ পরগণা।
১৭৫৯ ,,	নিজাম।	মছলিবন্দর ইত্যাদি।
১৭৬০ ,,	বাঙ্গালার নবাব। মীর কাশিম।	বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম।
১৭৬৫ ,,	বাদশাহ্ শাহ আলম।	বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা।
১৭৬৫ ,,	আর্কাড্ র নবাব।	চিঙ্গলপট্টু।
১৭৬৬ ,,	নিজাম।	উত্তর সরকার প্রদেশ।
১৭৭৫ ,,	অযোধ্যার নবাব।	বারাণসী।
১৭৭৫ ,,	মহারাষ্ট্রীয় পেশবা।	সালসিত দ্বীপ।
১৭৭৮ ,,	নিজাম।	গন্তুর, সরকার।
১৭৮৬ ,,	কোয়েদার রাজা।	পুলোপিনাং প্রভৃতি।
১৭৯২ ,,	টিপু সুলতান।	মলবর, দিন্দিগল, বড়মহল ইত্যাদি।

কোন্ বৎসর।	কাহার নিকট হইতে বা কিরূপে।	কোন্ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।
১৭৯৯ খৃঃ	টিপু সুলতান,	কোইম্বাতুর, কানাড়া, শ্রীরঙ্গপট্টন ইত্যাদি।
১৭৯৯ ,,	তঞ্জোরের রাজা	তঞ্জোর প্রদেশ।
১৮০০ ,,	সুরাটের নবাব	সুরাট।
১৮০০ ,,	নিজাম	মহীশূরের উত্তর ভাগ।
১৮০১ ,,	কর্ণাটের নবাব	কর্ণাট।
১৮০১ ,,	অযোধ্যার নবাব	রোহিলখণ্ড, দক্ষিণ দোয়াব, এলাহবাদ, গোরক্ষপুর ইত্যাদি।
১৮০২ ,,	মহারাষ্ট্রীয় পেশবা	বুন্দেলখণ্ডের কিয়দংশ।
১৮০৩ ,,	নাগপুরের রাজা	কটক, বালেশ্বর।
১৮০৩ ,,	সেন্ধিয়া	সমস্ত দোয়াব, দিল্লী ও আগরা।
১৮০৫ ,,	গুইকবাড়	গুজরাটের কিয়দংশ।
১৮১৫ ,,	নেপালের রাজা	কমায়ুন, দেবাড়ুন ও তারাই জঙ্গল।
১৮১৭ ,,	পেশবা	সাগর।
১৮১৮ ,,	হুল্কার	খান্দেশ ইত্যাদি।
১৮১৮ ,,	সেন্ধিয়া	আজমীর।
১৮১৮ ,,	পেশবার রাজ্য হইতে যুদ্ধ দ্বারা অধিকৃত,	পুনা, কোকন, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র।
১৮২২ ,,	নিজাম	বিজয়পুর, আহমদনগর।

কোন্ বৎসর।	কাহার নিকট হইতে বা কিরূপে।	কোন্ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।
১৮২৪ খৃঃ	জহোরের রাজা	সিঙ্গাপুর।
১৮২৫ ,,	দিনেমার	মলক্কা।
১৮২৬ ,,	ব্রহ্মদেশীয় রাজা	আসাম, আরাকান, মর্ত্তই, টেভয় এবং তেনাসরিম প্রদেশ।
১৮২৮ ,,	নাগপুরের রাজা	নর্ম্মদা প্রদেশ, সম্বলপুর ইত্যাদি।
১৮৩২ ,,	কাছাড়ের রাজা	কাছাড়।
১৮৩৪ ,,	কুর্গের রাজা	কুর্গ প্রদেশ।
১৮৪১ ,,	কর্ণালের নবাব	কর্ণাল প্রদেশ।
১৮৪৩ ,,	সিন্ধুদেশের আমীরদিগের নিকট হইতে যুদ্ধ দ্বারা অধিকৃত।	সিন্ধুদেশ।
১৮৪৮ ,,	উত্তরাধিকারি-বিহীনতায় ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত।	সেতারা।
১৮৪৯ ,,	যুদ্ধদ্বারা জিত	পঞ্জাব।
১৮৫২ ,,	ব্রহ্মদেশীয় রাজা	পেগু।
১৮৫৩ ,,	উত্তরাধিকারি বিহীনতায় ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত	নাগপুর।
১৮৫৪ ,,	ঐ	ঝাঁসী।
১৮৫৫ ,,	ঐ	তঞ্জোর।
১৮৫৬ ,,	রাজ্যভ্রষ্ট নবাব	অযোধ্যা।
১৮৮৬ ,,	রাজ্যভ্রষ্ট রাজা থিবা	উত্তর ব্রহ্মদেশ।

নং ৫

প্রসিদ্ধ ঘটনা ও শব্দার্থের তালিকা।

অন্ধকূপহত্যা :—ঢাকার শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে সমস্ত সম্পত্তি সহ আশ্রয় দান ও সিরাজ উদ্দৌলার নিষেধ সত্ত্বেও কলিকাতার দুর্গ সংস্কার করায় ইংরেজদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া সিরাজ তাঁহাদের কাশিমবাজারের কুঠি লুণ্ঠন করতঃ কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ করেন। প্রধানাধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব প্রভৃতি ভয়ে পলায়ন করিলে হাল্‌ওয়েল সাহেব অধ্যক্ষ হইয়া দুই দিন দুই রাত্রি যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে পরাভূত এবং দুর্গস্থ সমস্ত ইংরেজসহ বন্দীকৃত ও সেনাপতি মাণিকচাঁদ কর্ত্তৃক এক ক্ষুদ্র গৃহে অবরুদ্ধ হন (১৭৫৬ খৃঃ ২০এ জুন)। পরদিন প্রভাতে দৃষ্ট হয় যে, ১৪৬ জনের মধ্যে ২৩ জন মাত্র জীবিত আছে। ইহাকে অন্ধকূপহত্যা বলে।

আইন আকবরী :—ইহা আবুল ফজল্ বিরচিত "আকবরনামা" নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড। ইহাতে রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগের বিশেষ বিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব বর্ণিত আছে।

আকবরনামা :—এই প্রসিদ্ধ ইতিহাস আবুল্ ফজল্ প্রণয়ন করেন। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ভারত-সংলিপ্ত তৈমুর-বংশাবলীর ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আকবরের রাজত্বের ছয় বৎসরের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। তৃতীয় খণ্ড আইন আকবরী।

ইণ্ডিয়া বিল :—১৭৮৪ খৃঃ অব্দে প্রধান রাজমন্ত্রী পিট সাহেব কৌশলে কোম্পানির ক্ষমতা হরণার্থ পার্লিয়ামেন্টে কয়েকটী প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব সর্ব্ববাদিসম্মত হয়। ইহারই নাম "ইণ্ডিয়া বিল"।

ওয়ার্গমের সন্ধি :— পুরন্দর-সন্ধির অনতিবিলম্বেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া ইংরেজেরা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ইংরেজ-সৈন্য একটী পার্ব্বতীয় প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হওয়ায় নিরুপায় হইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাকে 'ওয়ার্গমের সন্ধি' কহে।

কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস :—জমিদারদিগের নাবালক পুত্র ও অকর্ম্মণ্য উত্তরাধিকারীদিগের সম্পত্তি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট স্বীয় কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। পরে তাঁহারা সাবালক ও উপযুক্ত হইলে আপনাদিগের জমিদারী বা সম্পত্তি আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করেন। জমিদারী বা সম্পত্তি এইরূপে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকাকে "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের" অধীন থাকা বলে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত :—১৭৯১ খৃঃ জমিদারদিগের সহিত দশ বৎসরের জন্য যে বন্দোবস্ত হয়, তাহাই ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অনুমত্যনুসারে ১৭৯৩ খৃঃ চিরস্থায়ী হয়, ইহাকেই "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" কহে। ইহাতে জমিদারেরাই প্রকৃত ভূস্বামী হন, কিন্তু প্রজাদিগের ভূমিতে চিরন্তন স্বত্ব লোপ পায়। সুতরাং এই বন্দোবস্তে জমিদারদিগেরই বিশেষ সুবিধা হয়।

চৌথ :—ইহার অর্থ একচতুর্থাংশ। শিবজী ১৬৭০ খৃঃ

খান্দেশ প্রদেশ হইতে "চৌথ" অর্থাৎ তথাকার রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ আদায় করেন; ইহাই মহারাষ্ট্রীয়দিগের "চৌথ" গ্রহণের সূত্রপাত। সৈয়দ হোসেন রাজা শাহুর সহিত যে সন্ধি করেন, তাহাতেও এই চৌথের বন্দোবস্ত করেন।

জিজিয়া :—এই কর মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেক ব্যক্তির মস্তক গণিয়া লওয়া হইত। এই অন্যায় কর প্রথমে পাঠান সম্রাটদিগের সময়ে স্থাপিত হয়। পরে আকবর ইহা রহিত করেন। কিন্তু আরঞ্জিব ইহা পুনঃ স্থাপন করেন।

জৈন ধর্ম্ম ঃ—ইহা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী। মূল বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। মহাবীর নামক একব্যক্তি এই ধর্ম্ম প্রচার করেন।

ডবল ভাতা ঃ—ইংরেজ-সৈন্য সকল ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হইতে নির্দ্ধারিত বেতন পাইত। আবার যখন তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়া যুদ্ধ করিত, তখন তাহারা অতিরিক্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ পাইত; মীরজাফরের সময়ে তাহাদিগের এই অতিরিক্ত প্রাপ্য দ্বিগুণিত হয় এবং সন্ধি সংগ্রাম সকল সময় তাহারা ইহা পাইতে থাকে। ইহাকে "ডবল ভাতা" বলে।

ত্রিপিটক ঃ—বৌদ্ধ-ধর্ম্মপুস্তক ত্রিপিটক বা তিন অংশে বিভক্ত; এই জন্য ইহাকে "ত্রিপিটক" কহে।

নীলপিট ঃ—পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে রাজকীয় ঘটনার দৈনন্দিন বিবরণ লিখিত হইত। এই সমস্ত বিবরণ নীলপিট বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

পুরন্দর সান্ধ :—বোম্বাইয়ের নিকট, সালসিত ও বেসিন নামক স্থানদ্বয় ও কয়েক লক্ষ টাকা উপস্বত্বের জমিদারী পাইবার প্রত্যাশায় বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট পেশবাবংশীয় রাঘবের সাহায্যার্থে সৈন্য পাঠাইয়া মহীনদীর তীরে আরস গ্রামে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বরগণের অমতে এই যুদ্ধ হওয়াতে তাঁহারা রাঘবকে পরিত্যাগ করিয়া নানা ফর্ণাভিসের নিকট সালসিত প্রাপ্ত হইয়া সন্ধি করেন (১৭৭৫ খৃঃ) ইহাকে "পুরন্দর সন্ধি" কহে।

বর্গীর হাঙ্গাম :—রঘুজী ভুঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের অত্যাচার বঙ্গদেশে "বর্গীর হাঙ্গাম" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সর্দেশমুখী :—সমস্ত রাজস্বের চতুর্থাংশ (চৌথ) বাদে যে তিন ভাগ অবশিষ্ট থাকে, তাহার দশমাংশ অর্থাৎ সমস্ত রাজস্বের ৩/৪০ অংশ। সৈয়দ হোসেন বালা শাহুর সহিত যে সন্ধি করেন, তাহাতে সমস্ত দাক্ষিণাত্যের জন্য মোগলগণ চৌথ ও সর্দেশমুখী দিতে স্বীকার করেন।

সবসিডারি ট্রিটি :—লর্ড ওয়েলেসলি নিজাম ও এদেশীয় অন্য কতিপয় অধিপতির সহিত এই বন্দোবস্ত করেন তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যস্থিত ফরাসী সৈন্য বিদায় দিয়া নিজ নিজ ব্যয়ে ইংরেজ সৈন্য রাখিবেন। ঐ সকল সৈন্য প্রয়োজন মত কোম্পানির কার্য্যও করিবে। তাঁহারা কাহারও সহিত বিবাদ করিবেন না ও ইংরেজ গবর্ণমেন্টের পরামর্শ মত কার্য্য করিবেন। বিপদে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন। ইহাকে "সব্‌সিডিরি ট্রিটি" কহে।

সালবাই সন্ধি :—ইংরেজেরা ওয়ার্গমের সন্ধি ভঙ্গ করিয়া রাঘবের সাহায্যার্থে সৈন্য পাঠাইয়া স্থানে স্থানে জয়ী হইয়া পরে পুনা আক্রমণ করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হওত ১৭৮২ খৃঃ পুনর্ব্বার সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধিদ্বারা রাঘব মাহাট্টা গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ২৫০০০৲ টাকা বেতন পাইবেন এবং পুরন্দর-সন্ধির পর ইংরেজেরা তাঁহাদের যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যর্পিত হইবে, ইহাকে "সালবাই সন্ধি" কহে।

সত্নামী বিদ্রোহ :—সাধু নামে ঈশ্বরপরায়ণ এক-ব্যক্তি সত্নামী সম্প্রদায়ের অধিনায়ক ছিলেন। ইহারা একে-শ্বরবাদী, সত্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও মিতাচারী ছিল। ভিক্ষা ও ভূমি কর্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। আব-ঙ্গিরের রাজত্বকালে কর-সংগ্রাহকদিগের অত্যাচারে ইহারা বিদ্রোহী হয়। ইহাদের বিদ্রোহকে "সত্নামী বিদ্রোহ" কহে।

নং ৬

ইতিহাসোল্লিখিত প্রধান প্রধান ব্যক্তি-গণের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

অক্‌টর্লোনি :—ইংরেজদিগের এক জন সেনানী ছিলেন। রণজিৎসিংহ ইংরেজাধিকৃত শিখ-রাজ্য আক্রমণ করিলে ইনি সসৈন্যে চার্লস মেট্‌কাফ নামক একজন ইংরেজ কর্ম্মচারীর সহিত পঞ্জাবে গিয়া রণজিতের সহ সন্ধি করেন (১৮০৯)। পরে ১৮১৪ খৃঃ নেপালের যুদ্ধে গমন করিয়া নলগড় ও রামগড় দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক অমর সিংহকে পরাজয়

করেন। নেপালের যুদ্ধের পর ইনি "স্যর" উপাধি প্রাপ্ত হন।

অজাতশত্রু :—মগধরাজ সহদেবের পঞ্চত্রিংশ উত্তরাধিকারী। ইঁহার রাজত্বকালে শাক্যসিংহ বা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সংস্থাপনকর্ত্তা প্রথম বুদ্ধদেব স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করেন। ইনি প্রথমে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী থাকিয়া পরে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

অমর সিংহ :—গুর্খা সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি অক্‌টর্‌লোনীর নিকট পরাভূত হইয়া মালোনের দুর্গে প্রবিষ্ট হন। পরে সেখানেও নিরাপদে থাকিতে না পারিয়া, ইংরেজদিগের ইচ্ছানুযায়ী সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

অশোক :—২১-২২ পৃষ্ঠা দেখ।

আউট্‌রাম :—ইংরেজদিগের একজন সেনাপতি ছিলেন। ইনি ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী-বিদ্রোহ শান্তি করিতে লক্ষ্ণৌ নগরে প্রেরিত হন, এবং হাবেলক, নীল প্রভৃতি সেনাপতিদিগের সহ সাধ্যানুসারে এই উপদ্রব নিবারণ করিতে চেষ্টা করেন। ইহার পূর্ব্বে সিন্ধুদেশে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

আর্থর্ ওয়েলেস্‌লি :—গবর্ণর জেনরল্ লর্ড ওয়েলেস্‌লির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ইংরেজদিগের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইনি মহীশূরের চতুর্থ যুদ্ধে ১৭৯৯ খৃঃ টিপুকে পরাজিত ও নিহত করেন। মহারাষ্ট্রীয় দ্বিতীয়যুদ্ধে ১৮০৩ খৃঃ সেন্ধিয়া ও নাগপুররাজের মিলিত সৈন্যকে "আসাই" ও "রর্গাম" নামক স্থানে পরাজয় করেন। পরে ওয়াটর্লুর যুদ্ধে ফরাসীরাজ মহাবীর নেপোলিয়নের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ইউরোপে "ওয়েলিংটন" নামে বিখ্যাত হন।

আনোয়ারউদ্দীনঃ—নিজামের প্রিয়পাত্র ছিলেন। দোস্ত আলীর মৃত্যুর পর ইনি কর্ণাটের নবাব হন। আম্বুর গ্রামে বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হন।

আমির, করিম ও চেতুখাঁ এবং ওয়াসল মহম্মদ :—এই চারি জন পিণ্ডারী নামক দস্যুদলের অধিনায়ক ছিল। ইহারা নানা স্থানে অত্যাচার করিয়া বেড়াইত। লর্ড হেষ্টিংস, আমির খাঁকে টঙ্কপ্রদেশের নবাবী প্রদান করিয়া কৌশলে বশীভূত ও অপর তিন জনকে পরাভূত করেন।

আবুল ফজল :—আকবরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি "আকবরনামা" নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস প্রণয়ন করেন। আহমদনগর রাজ্য বিজয় জন্য নিযুক্ত হন। কুমার সেলীমের ষড়যন্ত্রে নরসিংহদেব কর্ত্তৃক ১৬০৩ খৃঃ ইনি নিহত হন।

আলীবর্দ্দী খাঁ :— ৭৪০ খৃঃ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবী পদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি অতি সুনিয়মে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ১৭৫৬ খৃঃ ইহাঁর মৃত্যু হইলে ইহাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা ইহাঁর পদে অভিষিক্ত হন।

আলি মহম্মদ :—রোহিল্লাদিগের সর্দ্দার ছিলেন। ১৭২১ খৃঃ রোহিলখণ্ডে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।

আলবুকার্কঃ—পর্টুগীজদিগের বাণিজ্য ভার লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া কলিকটের রাজার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করতঃ ১৫০৮ খৃঃ গোয়া পরে দিউ ও দমযু অধিকার করেন। ১৫১৬ খৃঃ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে পদচ্যুত হইয়া মনোদুঃখে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

আলেকজান্দার বা সিকন্দর শাহ :—১৮-১৯ পৃঃ দেখ।

আসফজা বা নিজাম উল মুলুক :—দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ১৭২৪ খৃঃ হায়দরাবাদে একটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ইহাঁর উপাধি নিজাম উল মুলুক। ইহাঁর বংশীয়েরা অদ্যাপি নিজাম উপাধি ধারণ করিয়া হায়দরাবাদে রাজত্ব করিতেছেন।

আহম্মদ শাহ আবদালী (দুরাণী) :—পারস্যরাজ নাদীর শাহের সেনাপতি ছিলেন। নাদীর শাহের মৃত্যুর পর কাবুলের রাজা হইয়া ইনি উপর্য্যুপরি কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। প্রথম বার ১৭৪৭ খৃঃ দিল্লীশ্বর মহম্মদের পুত্র যুবরাজ আহম্মদের নিকট সিরহিন্দে পরাজিত হন। দ্বিতীয় বার আসিয়া পঞ্জাব অধিকার করিয়া যান। তৃতীয় বার আসিয়া ১৭৫৭ খৃঃ দিল্লী, মথুরা প্রভৃতি বহু নগর লুণ্ঠন ও বহু নরহত্যা করেন এবং যাইবার সময় গাজীউদ্দীনকে পদচ্যুত করিয়া নজীবউদ্দৌলাকে সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের উজীর করেন। চতুর্থবার ১৭৬১ খৃঃ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়ক সদাশিব ও বিশ্বাস রাওকে পরাভূত করেন।

ইম্পে (সর্ ইলাইজা ইম্পে) :—গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনসময়ে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ইনি হেষ্টিংসের পরম বন্ধু। নন্দকুমার, হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করায়, ইনি এক জাল মকদ্দমায় নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন (১৭৭৫ খৃঃ)।

উদয় সিংহ :— চিতোররাজ প্রসিদ্ধ রাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্র। ইহাঁর খুল্লতাত বনবীর, ইহাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা

বিক্রমজিৎকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিয়া পরে ইহাঁরও প্রাণসংহারে উদ্যত হইলে, পান্না নাম্নী এক ধাত্রী অনেক কৌশল করিয়া ও তাহার নিজের শিশুসন্তানের প্রাণ দিয়া ইহাঁর জীবন রক্ষা করে। সম্রাট আকবর ইহাঁকে (উদয় সিংহ) পরাজয় করতঃ কিছু দিনের জন্য চিতোর অধিকার করিয়াছিলেন।

উমিচাঁদ :—একজন বণিক। ইনি সিরাজ উদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে থাকিয়া ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক অধিক অর্থ সঞ্চয়ের ইচ্ছায় ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিতে চাহিলে ক্লাইব তাঁহার শঠতা বুঝিয়া একখানি জাল অঙ্গীকার পত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ওয়াটসন সাহেবের নাম জাল করিয়া ইহাঁকে দেখান। পরে যুদ্ধাবসানে প্রকৃত প্রতিজ্ঞাপত্র দেখাইয়া ইহাঁকে বঞ্চিত করেন।

এল্‌ফিন্‌ষ্টোন :—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রথম গবর্ণর (১৮১৯)। ইনি অতি উৎকৃষ্ট স্বভাবের লোক ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট হাউসের ব্যয় লাঘব করেন এবং পূর্ব্বকার অধিক ব্যয়ের ক্ষতি পূরণার্থ নিজ তহবিল হইতে পঁয়তাল্লিশ সহস্র টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করিয়া দেন। ইহাঁর স্মরণার্থে পুনা নগরে এলফিনষ্টোন নামক কলেজ স্থাপিত হয়।

ওয়াট্‌সন্ (এড মিরেল ওয়াটসন্) :—ইংরেজদিগের রণতরীর অধ্যক্ষ ছিলেন। বাঙ্গালার অন্ধকূপহত্যাঘটিত সমাচার মান্দ্রাজে পঁহুছিলে, ইনি ও ক্লাইব কলিকাতায় আসিয়া নবাবের সেনাপতি মাণিকচাঁদকে পরাস্ত করতঃ কলিকাতা পুনরধিকার করেন (১৭৫৬)।

কবীর :—লোদীবংশের রাজত্বকালে মধ্য ভারতবর্ষে এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন।

ক্যাম্বেল (সর কলিন) :—ইংরেজ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় বীরত্ব প্রকাশ করিয়া লক্ষ্ণৌনগরস্থ অবরুদ্ধ সৈন্যের উদ্ধার করেন। ইনি পরে লর্ড ক্লাইড্ নামে অভিহিত হন।

কাফুর (মালিক কাফুর) :—আলাউদ্দীনের একজন বিখ্যাত খোজা সেনাপতি ছিলেন। ইনি দাক্ষিণাত্যে যাইয়া ১৩০৬ খৃঃ দেবগিরির রাজা রামদেবকে পরাজিত ও বন্দীকৃত করেন। ১৩০৯ খৃঃ তৈলঙ্গের রাজা লক্ষ্মণদেবকে পরাজয়পূর্ব্বক বরঙ্গল দুর্গ কাড়িয়া লন। পরে দ্বারসমুদ্র অধিকার করিয়া অবশেষে রামেশ্বর পর্য্যন্ত জয় করেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর-পর ইহাঁর ইচ্ছা ছিল দিল্লীর সম্রাট হন, কিন্তু কয়েক জন রাজকীয় পাইক ইহাঁকে হত্যা করায় সে বাসনা ইহাঁর সহ লয় পায়। কেহ কেহ বলেন, ইনি বিষপ্রয়োগ করিয়া আলাউদ্দীনের জীবন নষ্ট করেন।

কালাপাহাড় :—বাঙ্গালার নবাব সলিমানের সেনাপতি ছিলেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ইনিই উড়িষ্যায় প্রথম মুসলমান অধিকার বিস্তার করেন (১৫৬৭)। ইনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর হিন্দু নাম রাজু। ইহার পর ইনি দায়ুদের সেনাপতি হইয়া মোগলদিগের সহ যুদ্ধে জীবন হারান। কথিত আছে, কালাপাহাড়ের ডঙ্কার-নিনাদে হিন্দু-দেবমূর্ত্তির হস্ত পদ খুলিয়া পড়িত।

কুমার সিংহ :—১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দিয়া

দানাপুরে ইংরেজদিগকে অবরুদ্ধ রাখেন। পরে ইংরেজ সৈন্য আসায় তথা হইতে পলায়ন করেন।

ক্লাইব (রবার্ট ক্লাইব)—ইহাঁর পিতার নাম রিচার্ড ক্লাইব। ১৭২৫ খৃঃ ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী শ্রপ্‌সায়র প্রদেশে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে ভালরূপ বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে কোম্পানির কেরাণী হইয়া মান্দ্রাজে আইসেন। কিন্তু যুদ্ধ বিষয়ে অত্যন্ত আনুরক্তি থাকায় উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কর্ণাটের ২য় যুদ্ধে আর্কটে নিজের অতুল সাহস ও বিক্রমের কতক পরিচয় প্রদান করেন (১৭৫১)। পরে দ্বিতীয় বার মান্দ্রাজের গবর্ণর হইয়া আসিয়া স্বীয় কর্ম্ম গ্রহণ করিবেন এমন সময়ে কলিকাতা হইতে অন্ধকূপহত্যার সমাচার আসায়, বাঙ্গালায় আসিয়া নবাবের সেনাপতি মাণিকচাঁদকে পরাজয়পূর্ব্বক কলিকাতা পুনরধিকার করেন (১৭৫৬)। তদনন্তর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে অতুল বিক্রম প্রকাশ করিয়া সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজয় ও মীরজাফরকে নবাব করেন। ডিরেক্টরেরা সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে কলিকাতার গবর্ণর করেন। তৎপরে ১৭৬৫ খৃঃ তৃতীয়বার বাঙ্গালার গবর্ণর হইয়া আসিয়া সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে কোম্পানির নামে 'বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ, সৈন্যদিগের ডবল ভাতা রহিত করণ, কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের কতকগুলি কুরীতি সংশোধন প্রভৃতি অনেক হিতকর কার্য্য সম্পাদন করতঃ ১৭৬৭ খৃঃ স্বদেশে প্রস্থান করেন। ইনি কুটসাহেবের তুল্য 'যুদ্ধবিশারদ ও ডুপ্লের ন্যায় রাজনীতিবেত্তা' ছিলেন না সত্য, কিন্তু বে

একজন অত্যন্ত সাহসী, বলশালী, বুদ্ধিমান, তেজস্বী ও সুচতুর পুরুষ ছিলেন ইহা মুক্তকণ্ঠে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবেক। ইহাঁর উদ্যোগ ও যত্নে ইংরেজেরা এ দেশে আধিপত্য লাভের সূত্রপাত করেন। কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে ইহাঁকে তত প্রশংসা করা যায় না। বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ইনি ১৭৭৪ খৃঃ আত্মহত্যা করেন।

কুট (কর্ণেল্ কুট্) ঃ—ইংরেজদিগের অতি দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। ইনি কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধে ১৭৫৯ খৃঃ বন্দীবাস নামক স্থানে ফরাসী সেনাপতি লালী ও বুসীকে পরাজিত করিয়া ফরাসীদিগের অধিকৃত তাবৎ দুর্গ অধিকার করেন, এবং মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধে হায়দরকে পুনঃ পুনঃ পরাজয় করতঃ প্রতিষ্ঠাভাজন হন।

খসরু (আমীর খসরু) ঃ—এক জন বিখ্যাত কবি। ইনি সম্রাট গীয়াসুদ্দীন বুল্‌বনের সভায় থাকিয়া এত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে, পারস্যের সুপ্রসিদ্ধ কবি সেখ সাদীও ইহাঁর প্রশংসা করিতেন।

গফ্ (সর্ হিউ গফ্) ঃ— ইংরেজদিগের সেনাপতি ছিলেন। ইনি গোয়ালিয়রের গোলযোগে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইয়া "মহারাজপুর" ও "পনীয়ার" নামক দুই স্থানের দুই যুদ্ধে চল্লিশ সহস্র মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য পরাভূত করেন। প্রথম শিখ-যুদ্ধে (১৮৪৫ ৪৬ খৃঃ) উপস্থিত থাকিয়া "মুদকী, ফিরোজসহর" প্রভৃতি স্থানে অতুল বিক্রম প্রকাশ করতঃ সসৈন্য শিখ-সেনানায়ক তেজ সিংহ প্রভৃতিকে পরাস্ত করেন;

এবং দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধেও (১৮৪৮-৪৯ খৃঃ) "চিনিয়ানওয়ালা" ও "গুজরাটে" শিখ-সেনাপতি ছত্র ও শের সিংহের সহ ঘোরতর যুদ্ধ করতঃ গুজরাটে তাঁহাদের উভয়কেই পরাজয় করেন।

গডার্ড ঃ—প্রথম মহারাষ্ট্রীয় সমরে বাঙ্গালা হইতে যে সৈন্য পাঠান হয় ইনি তাহার অধ্যক্ষ হইয়া গিয়া সেন্ধিয়া ও হলকারকে পরাজয় করতঃ বেসিন অধিকার করেন (১৭৭৮)।

গুইকুমার ঃ—বরদার রাজা ছিলেন। ইঁহার অত্যা- চারে সকলেই ইঁহার উপর বিরক্ত হয়। বিশেষে ইনি ইংরেজ রেসিডেন্টকে বিষ-প্রয়োগ-দোষে দোষী হইয়া লর্ড নর্থব্রুককর্তৃক পদচ্যুত হন।

গোবিন্দ ঃ—শিখদিগের দশম গুরু। ইনি শিখদিগকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করেন। ইঁহার জননী ও পুত্রদ্বয় আর- ঙ্গিবের সেনাপতি কর্তৃক নিহত হইলে, ইনি বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া এক জন পাঠানকর্তৃক নিজেও নিহত হন।

চণ্ডীদাস ঃ—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আভির্ভূত হন। ইনি ও বিদ্যাপতি বাঙ্গালার আদি কবি। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ও ইঁহার জন্মস্থান বীরভূমের অন্তর্গত "নান্নুর" গ্রাম। ইঁহার দেশ প্রায় [illegible] বাঙ্গালা।

চন্দ্র [illegible] ঃ—[illegible] পৃষ্ঠা দেখ।

চাণ[illegible] ঃ—মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান [illegible] নীতিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। কুটিল রাজনীতি

প্রয়োগে ইহাঁর একরূপ অসাধারণ দক্ষতা ছিল, যে, ইহাঁকে চক্রী মন্ত্রীদিগের গুরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁরই সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন। ইহাঁর রচিত বিবিধ হিতোপদেশপূর্ণ শ্লোক সমূহ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত রহিয়াছে।

চাঁদ সাহেব ঃ—কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলীর জামাতা। দোস্ত আলীর মৃত্যুর পর নিজামের প্রিয়পাত্র আনোয়ারউদ্দীন তৎপদে অভিষিক্ত হওয়ায় ইনি উক্ত পদে বঞ্চিত হইয়া ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লের সহায়তা গ্রহণ করেন। পরে আনোয়ারউদ্দীন বিপক্ষ হস্তে নিহত হইলে মজঃফরজঙ্গ ইহাঁকে কর্ণাটের নবাবী প্রদান করেন (১৭৪৯)। কিন্তু মজঃফরজঙ্গ নাজিরের সহ যুদ্ধে ধরা পড়িয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ইনিও পদচ্যুত হন। পরে ডুপ্লের ষড়যন্ত্রে মজঃফর কারাগার হইতে মুক্ত হওয়ায় ইনি পুনর্ব্বার কর্ণাটের নবাব হন। কিন্তু ক্লাইবের নিকট পরাস্ত হইয়া পুনর্ব্বার পদচ্যুত হন।

চাঁদ সুলতানা (চাঁদ বিবি) ঃ—আহমদনগরের সুলতানের পিতৃব্যপত্নী। সম্রাট আকবরের সৈন্যগণ আহমদনগর আক্রমণ করিলে ইনি স্বয়ং তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। কিন্তু পুনর্ব্বার মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের সময় স্বীয় বিপক্ষগণ কর্তৃক নিহত হন (১৬০০)।

চেত সিংহ ঃ—বারাণসীর রাজা ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ও মহীশূরের যুদ্ধের ব্যয়জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অর্থের অপ্রতুলতা হওয়ায় ওয়ারেণ হেষ্টিংস ইহাঁর নিকট ন্যায্য রাজস্ব অপেক্ষা অধিক পরিমাণ দাওয়া করেন। ইনি তাহা

দিতে অস্বীকার করায় হেষ্টিংস স্বয়ং বারাণসী যাত্রা করেন। ইনি ভয়ে পলায়ন করিলে হেষ্টিংস বহু অর্থ পাইয়া ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

চৈতন্য ঃ—লোদীবংশের রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত হইয়া জাতিভেদ-বিলোপকারী ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করেন। ইনি ১৪৮৫ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩০ খৃঃ অন্তর্হিত হন। ইহাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম শচী দেবী। ইহাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রীতিই মুক্তিলাভের উপায়। ইনি পশ্চিমে বৃন্দাবন ও দক্ষিণে সেতু-বন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে জগন্নাথক্ষেত্রে জীবনের শেষ ভাগ ক্ষেপণ করেন। ইহাঁর প্রভাবে এদেশে মদ্য মাংস প্রভৃতি উপকরণে তান্ত্রিক পূজার অনেক লাঘব হয়।

জঙ্গীস খাঁ ঃ—মোগলদিগের অধিপতি ছিলেন। ইনি নরহত্যা ও বিবিধ অত্যাচারসহ এসিয়ার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন।

জফীরা খাঁ বা হাসান গাঙ্গু ঃ—মোগল সেনাপতি ইমাদ উল্ মুলককে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ১৩৪৭ খৃঃ দৌলতাবাদে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপন করেন। গঙ্গ নামে এক ব্রাহ্মণ ইহাঁকে ক্রয় করিয়া পরে ইহাঁর বুদ্ধি দেখিয়া ইহাঁকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। ইনি (জফীরা) রাজা হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে আপনার কোষাধ্যক্ষ করেন। সেই জন্য ইহাঁর বংশ বাহমনী (ব্রাহ্মণীর) বলিয়া খ্যাত। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত এই বামনী রাজ্য পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সময় বিশৃঙ্খল হয়।

জয়চন্দ্র ঃ—কান্যকুব্জের অধিপতি ছিলেন। ইহাঁর

কন্যাকে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ হরণ করিয়া লইয়া বিবাহ করাতে ইনি পৃথ্বীরাজকে দমনার্থ মহম্মদ গোরীকে আহ্বান করিয়া ভারতে মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত করেন। পরে ১১৯৪ খৃঃ চন্দ্রবার নগরে নিজেও মহম্মদ গোরীকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া আত্মবিগ্রহের সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হন।

জিলেস্পী ঃ—ইংরেজদিগের একজন সেনাপতি ছিলেন। ১৮০৬ খৃঃ ১০ই জুলাই বিলোড়ে সিপাহী-বিদ্রোহ হওয়ায় ইনি আর্কাড় হইতে আসিয়া উহা নিবারণ করেন। ১৮১৪ খৃঃ নেপালের যুদ্ধে যাত্রা করিয়া গুর্খা সৈন্যাধ্যক্ষ বলভদ্র সিংহের অনুসরণে গিয়া অসাবধানতা প্রযুক্ত নিহত হন।

জুলফিকার ঃ—বাহাদুর শাহের মন্ত্রী ছিলেন। ইহাঁর সাহায্যে বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র জেহান্দর শাহ ভ্রাতৃগণকে পরাজয় ও হত্যা করিয়া দিল্লীর সম্রাট হন। পরে ফেরোক্সের সৈয়দ হোসেন ও সৈয়দ আবদুল্লার সাহায্যে ইহাঁকে (জুলফিকারকে) পরাজিত করেন।

ঝাঁসির রাণী (লক্ষ্মী বাই) ঃ—১৮৫৭ অব্দের সিপাহী-বিদ্রোহে যোগ দিয়া নানা অত্যাচার করেন। পরে সর্ হিউ রোজ কর্ত্তৃক পরাজিত ও একজন সৈনিক পুরুষ কর্ত্তৃক নিহত হন।

টিপু সুলতান ঃ—মহীশূরাধিপতি হায়দর আলির পুত্র। হায়দরের মৃত্যুর পর মহীশূরের রাজা হইয়া ইংরেজদিগের সহ. কয়েকবার যুদ্ধ করেন এবং শেষ যুদ্ধে ১৭৯৯ খৃঃ প্রাণত্যাগ করেন। ইনিও ইহাঁর পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী হইয়া ইংরেজদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন।

ডুপ্লে ঃ—এক জন প্রসিদ্ধ বণিক। ১৭৩০ খৃঃ চন্দননগরের

শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়া বাণিজ্যের উন্নতি করতঃ উক্ত নগরকে কলিকাতার ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন করেন। তৎপরে পটুচেরীর শাসনকর্ত্তা হইয়া ফরাসীপ্রাধান্য স্থাপনার্থ কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে মজঃফরজঙ্গ ও চাঁদ সাহেবকে সাহায্য করিয়া জয়লাভ করতঃ ফ্রান্সের রাজার নিকট মার্কুইস্ উপাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া পদচ্যুত হন। ইনি অতি চতুর, ক্ষমতাশালী ও রাজনীতিবিশারদ ছিলেন।

তর্দীবেগঃ—বাবরের প্রিয় কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনি হুমায়ুনের প্রতিও যথেষ্ট প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিতেন। হিমুর আক্রমণ কালে ইহঁার প্রতি দিল্লী রক্ষার ভার অর্পিত থাকে। ইনি হিমুর নিকট পরাজিত হইয়া উক্ত নগর রক্ষা করিতে অসমর্থ হন। এই অপরাধে আকবরের অনুপস্থিতি কালে বৈরাম খাঁ ইহঁার প্রাণসংহার করেন।

তাঁতিয়াতোপীঃ—লর্ড ক্যানিংের শাসনকালে ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী-বিদ্রোহে যোগ দিয়া নানা অত্যাচার করেন, অবশেষে ইংরেজদিগের হস্তে বিনষ্ট হন।

তিতুমীরঃ—লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিংকের শাসনকালে মুসলমান ধর্ম্ম প্রবল করণার্থ ৩।৪ শত সহধর্ম্মী একত্রিত করতঃ ১৮৩১ খৃঃ বারাসতে একটী সামান্য কেল্লা প্রস্তুত করিয়া হিন্দুদিগের প্রতি নানা অত্যাচার আরম্ভ করেন। পরে ইংরেজ সৈন্য আসিয়া ইহঁাকে পরাজয় করে। তদবধি ইনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হন।

তোডরমল্ল :—সম্রাট আকবরের রাজস্বসচিব ছিলেন। ইহঁারই সাহায্যে আকবর রাজ্যের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া-

ছিলেন। ইনি বাঙ্গালার নবাব দায়ুদ খাঁকে ১৫৭৪ খৃঃ মোগল-মারীর যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বাঙ্গালা ও বিহার অধিকার করেন। কিন্তু দায়ুদ পুনর্ব্বার বাঙ্গালা অধিকার করায় ইনি ১৫৭৬ খৃঃ আগমহলের যুদ্ধে দায়ুদকে পুনর্ব্বার পরাজিত ও নিহত করেন। ইনি পঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাঁকে কেহ কায়স্থ, কেহ বা ক্ষত্রিয় বলিত। যে হেতু ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ইহাঁর সাহস ও যুদ্ধ-নৈপুণ্য ও কায়স্থের ন্যায় হিসাবে পারদর্শিতা ছিল।

তৈমুরলঙ্গঃ—ভারতবর্ষের প্রথম মোগল সম্রাট বাবরের অতিবৃদ্ধ পিতামহ। ইনি ৩৪ বৎসর বয়সে সমরকন্দের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মোগলসম্প্রদায় একত্রিত করতঃ এসিয়ার অন্তর্গত অনেক দেশ ধ্বংস, বহু নরহত্যা ও বহু নগর লুণ্ঠন করিতে করিতে দিল্লীশ্বর তোগলকবংশীয় মাহমুদের রাজত্ব-কালে ১৩৯৮ খৃঃ ভারতবর্ষে উপস্থিত হন এবং দিল্লী, মিরট প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর নরশোণিতে প্লাবনপূর্ব্বক লুণ্ঠন ও অধিকার করিয়া বহু অর্থ গ্রহণ করতঃ প্রস্থান করেন। ইনি অতিশয় জয়স্পৃহ ছিলেন। ইহাঁর এক পদ বিকল ছিল বলিয়া লোকে ইহাঁকে "লঙ্গ" কহিত।

দরায়ুসঃ—পারস্যদেশের অধিপতি ছিলেন। ইনি বুদ্ধের জীবনকালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া পঞ্জাবের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি অতিশয় পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। আরব, তুরস্ক প্রভৃতি অনেক স্থান আপন অধিকার-ভুক্ত করিয়াছিলেন।

মোস্ত মহম্মদঃ—কাবুলের রাজা ছিলেন। ইনি কাবুল-রাজ মাহমুদকে হত্যা করতঃ কাবুলের সিংহাসন অধিকার

করেন। (মাহমুদও স্বীয় ভ্রাতা শাহসুজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হন।) রুসীয়দিগের কাবুলের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে আগমন নিবারণ উদ্দেশে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ইঁহার (দোস্ত মহম্মদ) সহিত মিত্রতা করিবার জন্ম যৎকিঞ্চিৎ উপহারসহ এক জন দূতকে কাবুলে পাঠান। কিন্তু ইনি, রণজিৎ-অধিকৃত পেশবার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হওয়ায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রার্থনা পূরণ করেন নাই। সুতরাং ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ইঁহার উপর কুপিত হইয়া ইঁহার রাজ্য আক্রমণার্থে সৈন্য পাঠাইলে, ইনি প্রথমে পলায়ন করেন। পরে ১৮৪০ খৃঃ একটী যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ইংরেজদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া ভারতবর্ষে অবস্থিতি করেন। তদনন্তর কাবুল-যুদ্ধের অবসানে লর্ড এলেন্‌বরা ইঁহাকে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমনের অনুমতি দিলে ইনি কাবুলে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার রাজা হন। কিন্তু যদি কাবুলবাসিগণ ও ইঁহার বীর পুত্র আকবর বিদ্রোহী হইয়া ইংরেজদিগের প্রতি অত্যাচার না করিত, তাহা হইলে ইঁহাকে বন্দীভাবে জীবনকাল অতিবাহিত করিতে হইত।

ধুন্ধুপন্থ নানা:—শেষ পেশবার পোষ্য পুত্র লর্ড ডালহৌসী ইঁহার পৈতৃক বৃত্তি লোপ করায় ইনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের উপর কুপিত ছিলেন। পরে ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহীবিদ্রোহে যোগ দিয়া কাণপুরে ইংরেজদিগের প্রতি বিষম অত্যাচার করতঃ অবশেষে নেপালে পলায়ন করেন।

নট:—ইংরেজদিগের সেনাপতি ছিলেন। ইনি কাবুল-

যুদ্ধে প্রেরিত হইয়া কান্দাহারে আফগান বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে বহু কষ্টে জীবন রক্ষা করতঃ অবশেষে গজনী অধিকার করেন।

নন্দকুমার:—রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং কার্য্যদক্ষ ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। ১৭০৫ খৃঃ ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি নবাব সরকারে অনেক প্রধান প্রধান কার্য্য করতঃ প্রভূত সম্পত্তি ও বিপুল সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। নবাবের দেওয়ান ছিলেন বলিয়া লোকে ইহাঁকে দেওয়ান নন্দকুমার বলিত। মীরজাফর ইহাঁকে "মহারাজ" উপাধি দিয়াছিলেন। ইনি এত বিখ্যাত হইয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের ডিরেক্টর সভা পর্য্যন্ত ইহাঁকে চিনিতেন। হেষ্টিংসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়া অবশেষে সুপ্রিমকোর্টের বিচারে এক জাল মকদ্দমায় অপরাধী স্থির হওয়ায় ৭০ বৎসর বয়সে ১৭৭৫ খৃঃ ইহাঁর ফাঁসী হয়। প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিয়াও ইহাঁর মনের কিছুমাত্র বিকৃতি হয় নাই, বরং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাহস ও প্রফুল্লতার সুস্পষ্ট লক্ষণ ইহাঁর মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইয়াছিল।

নানক:—লোদীবংশের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম-মিশ্রিত করতঃ পঞ্জাবে এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহাকে নানকপন্থী ধর্ম্ম বলে। এক অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনাই এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। যাহারা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে শিখ বলে। ইনি (নানক) জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না।

নাদীর শাহ্‌ঃ—প্রথমে সামান্য লোক ছিলেন। ইনি স্বীয় ক্ষমতাবলে পারস্যদেশের রাজা হইয়া পরে সমস্ত কাবুল জয় করেন। তৎপরে ১৭৩৮ খৃঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করতঃ কর্ণালে দিল্লীশ্বর মহম্মদকে পরাজয়পূর্ব্বক দিল্লীতে উপনীত হইয়া শাহজেহান-কৃত-ময়ূর-সিংহাসন, কোহিনুর হীরক, অন্যূন দশ কোটি টাকা ও অনেক টাকার স্বর্ণাদি লইয়া প্রস্থান করেন। প্রস্থানকালে মহম্মদকে পুনর্ব্বার দিল্লীর সম্রাট করিয়া যান।

নানা ফর্ণাবিস ঃ—এক জন বিখ্যাত মার্হাট্টা রাজমন্ত্রী ছিলেন। ইনি, নারায়ণ রাওর পক্ষে থাকিয়া রাঘবের বিপক্ষতা করিয়াছিলেন। নিজাম আলি মার্হাট্টাদিগকে যে নিয়মিত রাজস্ব দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা না দেওয়ায় ইনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতঃ ১৭৯৫ খৃঃ কার্ডালায় তাঁহাকে পরাভূত করেন। ১৮০০ খৃঃ ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর মৃত্যুতে মার্হাট্টাদিগের বিশেষ ক্ষতি হয়।

নিজাম আলি ঃ—নিজাম উল্ মুলুকের কনিষ্ঠ পুত্র। সালাবৎজঙ্গের পর ইনি নিজামের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ইংরেজদিগের সহ সন্ধি করিয়া পরে সেই সন্ধির পণানুসারে হায়দর আলির অত্যাচার নিবারণ জন্য ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু গোপনে অর্থ পাইয়া হায়দরের বিপক্ষতা করিতে ক্ষান্ত হন, অধিকন্তু ইংরেজদিগের সহ যখন হায়দরের যুদ্ধ হয়, তৎকালে স্বীয় সৈন্যদ্বারা হায়দরের সাহায্য করেন। ইংরেজেরা ইহাঁর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁর

রাজ্যে সৈন্য পাঠাইলে, ইনি ভীত হইয়া ইংরেজদিগের সহ পুনর্ম্মিলন করেন। ইহার পর মহীশূরের তৃতীয় ও চতুর্থ যুদ্ধে ইংরেজদিগের পক্ষে থাকিয়া সাহায্য করেন। ইনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে মছলিবন্দর, উত্তর সরকার, মহীশূরের উত্তরভাগ প্রভৃতি অনেক স্থান প্রদান করেন।

নুরজেহান :— ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা দেখ।

নেপিয়র (সর্ চার্লস নেপিয়র) :—১৮৪৩ খৃঃ মিয়ানী ও হায়দরাবাদ নগরের যুদ্ধে সিন্ধু প্রদেশের আমীর-দিগকে পরাজিত করিয়া সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করেন, পরে উক্ত প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন।

পৃথ্বীরাজঃ—দিল্লীর রাজা ছিলেন। ১১৯১ খৃঃ টিরৌ-রীতে মহম্মদ গোরী ইহাঁর সহ যুদ্ধে ইহাঁর সেনাপতি গোবিন্দ রায়ের নিকট পরাজিত হন। তৎকালে কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্রের সহিত ইহাঁর বিবাদ চলিতেছিল। জয়চন্দ্র ইহাঁকে দমন করিবার জন্য মহম্মদ গোরীকে আহ্বান করায় মহম্মদ ঘোরী পুনর্ব্বার ১১৯৩ খৃঃ আসিয়া থানেশ্বরের যুদ্ধে ইহাঁকে পরাজয় করতঃ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি হিন্দু রাজাদিগের মধ্যে অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। ইহাঁর পরাজয়ে হিন্দুদিগের গৌরব চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়।

পলক :—ইংরেজদিগের এক জন সেনাপতি ছিলেন, কাবুল যুদ্ধের সময় লর্ড এলেনবরা সেলের উদ্ধারার্থ ইহাঁকে খাইবার-পাশের ভিতর দিয়া যাইতে আদেশ দেন। ইনি প্রথমে জেলালাবাদে উপস্থিত হইয়া উক্ত নগর অধিকার করতঃ

শেলকে সঙ্গে লইয়া কাবুল নগরে উপনীত হন এবং তথাকার প্রসিদ্ধ বাজার ছারখার ও ইস্তালিফ্ দুর্গ অধিকার করতঃ বন্দীদিগের মোচন করেন।

প্রতাপসিংহঃ—উদয় সিংহের পুত্র ও সংগ্রাম সিংহের পৌত্র। ইনি সপরিবারে অরণ্যে ও পর্ব্বতে বাস করিয়া ও নানা স্থানে পর্য্যস্ত হইয়া অবশেষে বহু কষ্টে দেওয়ীরের যুদ্ধে মোগলদিগকে পরাজয় করতঃ মিবার রাজ্যের কিয়দংশ কাড়িয়া লন। আকবর ইহঁার অসাধারণ অধ্যবসায় ও বীরত্ব দেখিয়া আর মিবার জয়ের চেষ্টা করেন নাই।

ফার্দ্দসীঃ—এক জন বিখ্যাত কবি ছিলেন। ইনি সুলতান মামুদকে ষষ্টি সহস্র শ্লোকপূর্ণ "শাহ্ নামা" শুনাইয়া ষষ্টি সহস্র সুবর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে ষষ্টি সহস্র রৌপ্য মুদ্রা প্রাপ্ত হইবার আদেশ শুনিয়া মনোদুঃখে তাঁহার সভা ত্যাগ করেন।

বক্‌থিয়ার খিলজী ঃ—কুতুবউদ্দীনের সেনাপতি ছিলেন। ইনি ১২০৩ খৃঃ নবদ্বীপাধিপতি লাক্ষ্মণেয় সেনের রাজত্বকালে বাঙ্গালা দেশ মুসলমান অধিকারভুক্ত করেন।

বন্ধুলা ঃ—ব্রহ্মরাজের সেনাপতি। ইনি ব্রহ্মদেশীয় প্রথম যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ক্যাম্বেল্ কর্ত্তৃক পরাজিত ও ১৮২৫ খৃঃ ধনাভু নগরে নিহত হন।

বল্লালসেন ঃ—পূর্ব্ব বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাবলম্বী সেন-বংশীয় রাজা। ইনি বাঙ্গালার কৌলীন্য প্রথা স্থষ্টি ও বাঙ্গালা দেশকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ী ও মিথিলা এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত করেন।

বান্দা (বন্ধু) ঃ—শিখদিগের অধিনায়ক ছিলেন।

গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর ইনি বৈরনির্যাতনে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত শিখজাতিকে একত্রিত করতঃ প্রথমে সিরহিন্দ ও কিছু দিন পরে লাহোর হইতে দিল্লী পর্যন্ত আক্রমণ পূর্বক লুণ্ঠিত ও ভস্মসাৎ করিলে, সম্রাট বাহাদুর শাহ ইহাঁকে সমরে পরাস্ত করতঃ দাবির দুর্গমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখেন। ইনি কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া পুনর্ব্বার উপদ্রব করায় ফেরোক্‌সের ইহাঁকে দিল্লী আনিয়া নিষ্ঠুররূপে নিহত করেন।

বৈরাম খাঁ:—হুমায়ুনের বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। ইহাঁরই পরাক্রমে হুমায়ুন সেকন্দর শূরকে পরাজয় করিয়া দিল্লীর সিংহাসন পুনরধিকার করেন (১৫৫৬ খৃঃ)। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর ইনি পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে ১৫৫৬ খৃঃ পাঠানসেনাপতি হিমুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া আকবরের সিংহাসন দৃঢ় করেন। ইনি অতিশয় ক্ষমতাশালী ও সাহসী হইয়াও অত্যন্ত কর্কশস্বভাব, দুরাকাঙ্ক্ষ ও অত্যাচারী হওয়ায় অবশেষে পদচ্যুত হইয়া পঞ্জাবে গিয়া বিদ্রোহ উত্থাপন করতঃ আকবর কর্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। আকবর ইহাঁকে ক্ষমা করিয়া যথোচিত সমাদর করিলেও ইনি লজ্জায় দিল্লী না গিয়া মক্কায় যাইতে পথিমধ্যে একজন আফগান কর্তৃক নিহত হন।

বিক্রমাদিত্য:—২৪ পৃষ্ঠা দেখ।

বুদ্ধ:—১৬-১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

বুসী:—ফরাসীদিগের সেনাপতি ছিলেন। ইনি মজঃফরের সাহায্যার্থে কর্ণাট প্রদেশে যুদ্ধ করিয়া প্রথমে সম্মান প্রাপ্ত হন। কিন্তু কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধে ১৭৫৯ খৃঃ বন্দীবা

নামক স্থানে ইংরেজ সেনানী কর্ণেল কুটের নিকট পরাজিত ও বন্দীকৃত হন।

বৌটন (ডাক্তার, বৌটন) :—এক জন ইংরেজ চিকিৎসক। ইনি সম্রাট শাহজেহানের কন্যার পীড়া শান্তি করিয়া কোম্পানির অনুকূলে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি প্রাপ্ত হন (১৬৩৫ খৃঃ)।

বিদ্যাপতি :—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হন। ইনি ও চণ্ডীদাস বাঙ্গালার আদি কবি। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ও ইহাঁর জন্মস্থান মিথিলা। ইঁহার লেখা হিন্দীভাব বিশিষ্ট। পদাবলী এবং সংস্কৃত দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ও পুরুষ পরীক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ ইহাঁর প্রণীত।

ভাস্কো ডিগামা :—দিল্লীর সম্রাট সেকেন্দর লোদীর রাজত্বকালে ১৪৯৭ খৃঃ পর্টুগীজ বণিকদিগের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন। ইনি আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার করেন।

মজঃফরজঙ্গ :—নিজাম উল্ মুলুকের দৌহিত্র। নিজামের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নাজিরজঙ্গ পৈতৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মজঃফর মাতামহের সিংহাসনে বঞ্চিত হইয়া ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লের সাহায্য আশ্রয় করেন। কিন্তু নাজিরের সহ যুদ্ধে ধরা পড়িয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পরে ডুপ্লের ষড়যন্ত্রে কড়পার নবাবের হস্তে নাজির নিহত হওয়ায় ইনি কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া নিজামের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু কিছুদিন পরে শত্রুহস্তে নিহত হন।

মহম্মদ :—২৮-২৯ পৃষ্ঠা দেখ।

মহবৎ খাঁ :—কাবুলের গবর্ণর ছিলেন। শাহজেহান বিদ্রোহী হইয়া পলায়ন করতঃ নর্ম্মদাতটে ইহ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। জাহাঙ্গীরের রাজ্যের শেষ অবস্থায় ইনি তাঁহার প্রতি সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে (জাহাঙ্গীরকে) আক্রমণ পূর্ব্বক বন্দী করেন, কিন্তু শেষে দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। ইনি পরে সম্রাট শাহজেহানের সেনাপতি হন।

মাধবাচার্য্য (সায়নাচার্য্য) :—কর্ণাটরাজের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি বেদের টীকা করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করেন।

মহম্মদ রেজা খাঁ :—বাঙ্গালার নায়েব দেওয়ান ছিলেন কোম্পানির রাজস্বের বিস্তর ক্ষতি হওয়ার সন্দেহ ক্রমে ইনি কলিকাতায় আনীত ও এক প্রকার কারারুদ্ধ হন। পরিশেষে কর্ম্মচ্যুত হইয়া বহুকষ্টে নিষ্কৃতি পান।

মান সিংহ :—আকবরের এক জন অত্যুৎকৃষ্ট সাহসী সেনাপতি ছিলেন। ইনি জয়পুররাজ ভগবান সিংহের পুত্র। পাঠান সর্দ্দার কতলু খাঁ বিদ্রোহী হইলে আকবর ইহাঁর সাহায্যে তাহাকে পরাজয় করেন। ইনি অনেক স্থানে অকপট ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া আকবরের অতিশয় প্রিয় ও বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। ইহাঁর ও ইহাঁর পিতার অসামান্য সাহস ও প্রভুভক্তিতে আকবর একদা গুজরাটের যুদ্ধে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

মামুদ :—সবক্তগীনের পুত্র। ইনি ৯৯৭ খৃঃ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সুলতান নাম ধারণ করেন, এবং সপ্তদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ইনি অতিশয় সাহসী

যুদ্ধকুশল ও অনেক সদ্গুণসম্পন্ন ছিলেন। কাব্যরসের প্রিয় ছিলেন বলিয়া নানাদেশীয় কবিগণ ইহাঁর সভায় সমাদরে গৃহীত হইতেন। সমরক্ষেত্র ব্যতীত কখন কাহার প্রতি অত্যাচার করিতেন না। ইনি স্বীয় প্রজাগণের প্রতি অতিশয় ন্যায়বান্ ছিলেন, কিন্তু ভারতবাসীদিগের পক্ষে একরূপ কৃতান্তস্বরূপ হইয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে যাবতীয় মহামূল্য দ্রব্য সম্মুখে স্থাপন করিতে আদেশ প্রদান এবং অনতিবিলম্বেই তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া বিষাদে অশ্রুবিসর্জন করেন। ১০৩০ খৃঃ ইহাঁর মৃত্যু হয়।

মাণিক চাঁদ :—বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি ছিলেন। ১৭৫৬ খৃঃ যখন সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদিগের কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করেন, ইনি দুর্গস্থিত ইংরেজ বন্দীদিগকে এক ক্ষুদ্র গৃহে রাখিয়া তাহাদের অনেকের বিনাশ সাধন করেন। তৎপরে ক্লাইব আসিয়া ইহাঁকে পরাজয় করতঃ কলিকাতা পুনরধিকার করেন।

মালিক অম্বর :—এক জন আবিসিনীয়। চাঁদ সুলতানার মৃত্যুর পর ইনি আহমদনগর রাজ্যের নাবালক রাজার মন্ত্রী হইয়া উক্ত রাজ্যকে দৃঢ় করতঃ আকবরের পরাজিত অনেক দেশ অধিকার করেন। জাহাঙ্গীরের প্রেরিত সৈন্য ইহাঁকর্ত্তৃক অনেক বার পরাজিত হয়। পরে শাহজেহানের নিকট ইনি পরাজিত হন।

মিগাস্থিনিস :—একজন গ্রীসদেশীয় দূত। সেলুকসের অনুমতিক্রমে ইনি কিছু দিন চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থিতি করেন। এই সময়ের মধ্যে ইনি ভারতবাসীদিগের আচার

ব্যবহার, রীতিনীতি ও অবস্থাদি লিপিবদ্ধ করেন। ইহাঁর লিখিত বিবরণ হইতে আমরা তাৎকালিক ভারতবাসিগণের অনেক বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছি।

মীরজাফর ঃ—সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি ছিলেন। ইহাঁরই বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইব পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পরে ইনি ইংরেজদিগের কৃপায় নবাব হন। কিন্তু অঙ্গীকৃত টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় ইংরেজেরা ইহাঁকে পদচ্যুত করেন (১৭৬০)। ইহার পর আর এক বার নবাব হন (১৭৬৩ খৃঃ)। ইনি অতি অব্যবস্থিতচিত্ত ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন।

মীরকাশিম ঃ—মীরজাফরের জামাতা। মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া ইংরেজেরা "বর্দ্ধমান", 'মেদিনীপুর", "চট্টগ্রাম" এই তিন জেলার অধিকার ও কয়েক লক্ষ টাকা পাইয়া ইহাঁকে বাঙ্গালার নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭৬০ খৃঃ)। পরে শুল্ক লইয়া ইংরেজদিগের সহ ইহাঁর বিবাদ হওয়ায় "উদয়নালা", 'ঘেড়িয়া" প্রভৃতি কয়েক স্থানের যুদ্ধে ইনি ইংরেজদিগের নিকট পরাজিত হইয়া পদচ্যুত হন। ইনি অতি দক্ষ ও উপযুক্ত ছিলেন এবং সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া ছিলেন।

মীরণ ঃ—মীরজাফরের নিষ্ঠুর পুত্র। ইহাঁরই কর্ত্তৃক সিরাজউদ্দৌলা নিধন প্রাপ্ত হন। বজ্রাঘাতে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

মীরমদন ঃ—সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধে আহত হইয়া ১৭৫৭ খৃঃ ইনি প্রাণত্যাগ করেন।

মীরজুম্লা ঃ—আরঙ্গজেবের এক জন দক্ষ সেনাপতি

ছিলেন। প্রয়াগের যুদ্ধের পর যখন শাহ সুজা বাঙ্গালায় পলায়ন করেন, ইনি তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তথায় তাঁহাকে পরাজিত করেন। ১৬৬২ খৃঃ ইনি আসাম জয়ার্থে প্রেরিত হন; কিন্তু তথাকার অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু দ্বারা পীড়িত ও দুরন্ত পার্ব্বতীয় জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ইহার অধিকাংশ সৈন্য বিনষ্ট হয় এবং ইনিও স্বয়ং ভগ্নমনোরথ হইয়া ঢাকায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করেন।

মুরশিদ কুলি খাঁ।—প্রথমে বাঙ্গালার দেওয়ান ও নাজিম থাকিয়া পরে সম্রাট ফেরোক্‌সেরের রাজত্বকালে বাঙ্গালার নবাব হন। ইহাঁকর্ত্তৃক মুরশিদাবাদ নগর স্থাপিত হয়। ইনি নিজে শিক্ষিত ছিলেন ও শিক্ষিত লোকের অতিশয় সমাদর করিতেন। পাছে দুর্ভিক্ষ ঘটে এই জন্য খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি হইতে দিতেন না। ইনি বাঙ্গালার রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৭২৫ খৃঃ ইহাঁর মৃত্যু হয়।

মোহনলাল ঃ—সিরাজউদ্দৌলার এক জন বিশ্বাসী সেনাপতি ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের সময় যখন মীরমদন আহত হন, তখন ইনিই সমুদয় সৈন্যের পরিচালক হইয়া বিলক্ষণ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু মীরজাফরের ষড়যন্ত্রে ইনি অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

যশবন্ত সিংহ ঃ—মাড়বারের অধিপতি। সম্রাট আরঞ্জিবের আদেশে ইনি সায়েস্তা খাঁর সহিত শিবজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পরে সম্রাট আরঞ্জিবের কার্য্যেই কাবুলে জীবন হারান।

রণজিৎ সিংহ :—১৭৮০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য-কালে বসন্তরোগ হইয়া ইহাঁর একটী চক্ষু নষ্ট হয়। ইহাঁর পিতার নাম মহাসিংহ। তৎকালে পঞ্জাবে শিখদিগের কতিপয় দল ছিল। রণজিৎ প্রথমাবস্থায় তাহার একটী দলের অধি-নায়ক ছিলেন। ক্রমে নিজ অপরিসীম বুদ্ধি, বিক্রম, চাতুর্য্য ও অধ্যবসায়-প্রভাবে এক জন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য হন। ইনি আহম্মদ শাহ আব্দালীর পৌত্র জেমান শাহের (১৭৯৯ খৃঃ) ভারতবর্ষ আক্রমণের সাহায্য করিয়া লাহোরের আধিপত্য লাভ করেন। ক্রমে সমস্ত পঞ্জাবপ্রদেশে একাধিপত্য স্থাপন করতঃ উত্তরে কাশ্মীর, দক্ষিণে মুলতান, পশ্চিমে পেশোয়ার ও পূর্ব্বে শতদ্রু পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করেন। লাহোর ইহাঁর রাজধানী ছিল। ইনি শিখদিগকে যুদ্ধবিদ্যায় এরূপ পারদর্শী করিয়াছিলেন যে, শিখ-সৈন্যের নামে অদ্যাপি ইংরেজ-দিগের হৃৎকম্প হয়। ইনি শতদ্রুর পূর্ব্বদক্ষিণ পারস্থিত ইংরেজাশ্রিত পাতিয়ালা ও ঝিন্দ এই রাজ্যদ্বয় আক্রমণ করাতে লর্ড মিণ্টো মেট্‌কাফ সাহেবকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ইহাঁর নিকট প্রেরণ করেন। মেট্‌কাফ ইহাঁকে নিরস্ত করিয়া ইহাঁর সহিত সন্ধিস্থাপন করেন (১৮০৯ খৃঃ)। ইনি এরূপ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ইচ্ছা করিলে ইংরেজদিগকে বিশেষ বিপন্ন করিতে পারিতেন, কিন্তু কখনও সন্ধিভঙ্গ করেন নাই। ১৮৩৯ খৃঃ ইনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

রাঘব :—পঞ্চম পেশবা নারায়ণ রাওর খুল্লতাত। পঞ্চম পেশবার মৃত্যুর অল্প দিন পরেই তৎপুত্র ষষ্ঠ পেশবা মাধুরাও নারায়ণের জন্ম হয়। নানা ফর্ণবিস তাঁহার তত্বাবধারণে

নিযুক্ত হন। কিন্তু রাঘব ইঁহাকে (মুধুরাঁ ও নারায়ণ) জারজ সন্তান বলিয়া প্রচার করিয়া নিজে সিংহাসনের প্রার্থনা করেন। ফরাসীরা পেশবার সাহায্য এবং ইংরেজেরা রাঘবের পক্ষ সমর্থন করেন। পরে ১৭৮২ খৃঃ সালবাই সন্ধিদ্বারা যুদ্ধ স্থগিত হয়। মধুরাও পেশবা-পদে স্থাপিত এবং রাঘব মার্হাট্টা গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ১৫০০০৲ টাকা বেতন প্রাপ্ত হন।

লরেন্স (সর্ হেন্‌রি লরেন্স) :—সর্ জন লরেন্সের ভ্রাতা। পঞ্জাবপ্রদেশ যখন বোর্ডের শাসনাধীন থাকে ইনি সেই বোর্ডের সভাপতি হন। পরে অযোধ্যার কমিশনর হইয়া সিপাহী বিদ্রোহের সময় লক্ষ্ণৌনগরে বিদ্রোহীদিগের কর্ত্তৃক এক দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া নিহত হন (১৮৫৭৲)।

লর্ড লেক :—ইংরেজদিগের এক জন দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। ইনি ১৮০৩ খৃঃ মহারাষ্ট্রীর দ্বিতীয় যুদ্ধে সেন্ধিয়ার সৈন্যকে পেরণ নামক আর এক জন সেনানায়ক সহ "আলিগড়ে" এবং বোরকুইন্ নামক আর এক জন সেনানায়ক সহ দিল্লীতে পরাজিত করেন; এবং দিল্লী অধিকার পূর্ব্বক সম্রাট শাহ আলমকে মার্হাট্টাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করেন। তৎপরে "লাশোয়ারী" নামক পল্লীতে আর একবার সেন্ধিয়ার সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া হিন্দুস্থানে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিধৃতপ্রতাপ করেন। ১৮০৫ খৃঃ হুলকারের সৈন্যকে দীঘ ও ফরক্কাবাদে পরাজয় করিয়া অবশেষে হুলকার ভরতপুরের দুর্গে আশ্রয় লইলে, ইনি চারি মাস উক্ত দুর্গ অবরোধ করিয়াও জয় করিতে পারেন নাই। ১৮০৭ খৃঃ ইংলণ্ডে গিয়া ১৮০৮ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

লাবর্ডনে :—ফরাসীদিগের সেনাপতি ছিলেন। কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধে ইংরেজদিগের অধিকৃত মান্দ্রাজ নগর জয় করেন (১৭৪৬ খৃঃ)। ইংরেজদিগের সহ সন্ধি করিতে ইহাঁর সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও ডুপ্লের অসম্মতিহেতু ইনি তাঁহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

লালী :—কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধের সময় ফরাসীদিগের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া পটুঞ্চেরীতে উপস্থিত হন এবং বুসীকে সালাবৎজঙ্গের সভা হইতে পটুঞ্চেরীতে আসিতে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু বুসী আসিবার পূর্ব্বেই ইনি ইংরেজদিগের ফোর্ট সেণ্ট ডেবিড্ দুর্গ ভূমিসাৎ করতঃ ইংরেজসেনানী লরেন্সকে সসৈন্যে দুই মাস অবরুদ্ধ রাখিয়া পরিশেষে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন। তৎপরে ১৭৫৯ খৃঃ বন্দীবাস নামক স্থানে কর্ণেল্ কুটের নিকট পরাজিত হইয়া পটুঞ্চেরীতে আশ্রয় লন। কিন্তু সেখানেও কুট আসিয়া ইহাঁকে অবরোধ করিলে, ইনি (১৭৬১ খৃঃ) ইংরেজদিগের নিকট পরাভব স্বীকার করেন। ১৮০৮ খৃঃ পারিস নগরে মিথ্যাভিযোগে ইহাঁর দণ্ড হয়।

শঙ্করাচার্য্য :—মলোবারে জন্মগ্রহণ করেন। যৎকালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে, হিন্দু-ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইতেছিল, তৎকালে এই মহাপুরুষের যত্নেই সেই গতপ্রায় ধর্ম্ম পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হয়। ইনি কুমারিলের প্রধান শিষ্য। ধর্ম্মপ্রচার করিতে করিতে ইনি কাশ্মীর পর্য্যন্ত গমন করেন। ইনি বেদান্ত শাস্ত্রের পূর্ণ সমালোচন করিয়া তাহা হইতে জাতীয় ধর্ম্মপ্রণালী-সমূহ সংগ্রহ করেন এবং স্বীয় ক্ষমতাবলে সকল

হিন্দুকেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করান। হিন্দুতীর্থগুলি পরিভ্রমণ করিয়া কেদারনাথে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

শম্ভুজী :—শিবজীর পুত্র। শিবজীর মৃত্যুর পর ইনি রাজা হন। ইনি অতি দাম্ভিক, নির্দয় ও ভোগাসক্ত ছিলেন। ইনি আরঙ্গিবের নিকট বন্দী হইয়া আসিলে, আরঙ্গিব ইহাঁর চক্ষুরুৎপাটন, জিহ্বাকর্ত্তন ও মস্তকচ্ছেদন করেন।

শাহ সুজা :—কাবুলের রাজা ছিলেন। ইনি স্বীয় ভ্রাতা মাহমুদ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া ভারতবর্ষে অবস্থিতি করেন। তৎপরে দোস্ত মহম্মদের সহ ইংরেজদিগের যুদ্ধঘটনা হওয়ায়, দোস্ত মহম্মদ ইংরেজদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করতঃ ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিলে, ইনি (শাহ সুজা) ইংরেজদিগের সাহায্যে পুনর্ব্বার কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তাহাতে কাবুলবাসিগণ ও দোস্ত মহম্মদের বীর পুত্র আকবর বিদ্রোহী হইয়া ইংরেজদিগের প্রতি বিষম অত্যাচার করেন ও সেই সময় ইহাঁকেও হত্যা করেন (১৮৪২ খৃঃ)।

শালিবাহন :—২৪ পৃষ্ঠা দেখ।

শাহজী :—মল্লজীর পুত্র। ইনি বিজয়পুরের সুলতানের অধীন একজন সেনাপতি থাকিয়া পুনায় জায়গীর ভোগ করিতেন। ইহাঁর পুত্র শিবজী অত্যাচার আরম্ভ করায় বিজয়পুরের সুলতান ইহাঁকে (শাহজীকে) বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া পরে মুক্তি দেন।

শিবজী :—৮১-৮৩ পৃষ্ঠা দেখ।

শিলাদিত্য :—২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

শের শাহ :—জাতিতে পাঠান ছিলেন। ইহাঁর পিতামহ

পঞ্জাবের পশ্চিম রোহ নামক পার্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে ভারত-বর্ষে আগমন করেন। ইঁহার পিতা সাসিরাম ও হাজিপুর গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হন। শের জৌনপুরে বিদ্যাশিক্ষা করতঃ বিহারের রাজসরকারে চাকরী করিয়া পরে বিহার অধিকার করেন। তৎপরে হুমায়ুনকে পরাজয়পূর্ব্বক দিল্লীর বাদশাহ হন। ইনি কপট-হৃদয় ও বিশ্বাসঘাতক হইয়াও একজন যথার্থ প্রজা-হিতৈষী, বুদ্ধিমান্, কার্য্যদক্ষ ও সাহসী সম্রাট ছিলেন। প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করণ, তাহার ধারে পান্থশালা স্থাপন, খাল খনন, চিকিৎসালয়, দাতব্যালয় ও বিচারালয় স্থাপন, অশ্বারোহী ডাকের সৃষ্টি, পঞ্চায়েৎ সৃষ্টি ও লিখিত আইন প্রণয়ন ইত্যাদি অনেক হিতকর কার্য্য ইঁহাদ্বারা সম্পাদিত হওয়ায়, ইনি যে এক জন উপযুক্ত সম্রাট ছিলেন, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতে পারে। ইঁহার কর-সংগ্রহপ্রণালীও উৎকৃষ্ট ছিল। ইঁহার শাসনকালে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে হিন্দুদিগকে উৎপীড়িত হইতে হয় নাই। কালিঞ্জর দুর্গ অধিকার কালে একটী গোলার আঘাতে ইঁহার প্রাণত্যাগ হয় (১৫৪৫ খৃঃ)।

শেল (সর রবার্ট শেল) :—ইংরেজদিগের একজন সেনানী ছিলেন। ইনি কাবুল যুদ্ধে গমন করিয়া জেলালাবাদে কতকগুলি সৈন্য সহ অবস্থিতি করতঃ কাবুলবাসী বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে বহুকষ্টে আত্মরক্ষা করেন। পরে পলক আসিয়া ইঁহার সহযোগী হইলে জেলালাবাদ অধিকার করতঃ কাবুল নগরে উপস্থিত হইয়া তথাকার বাজারের বিনাশসাধন ও ইস্তা-লিফ দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক বন্দীদিগকে মুক্ত করেন (১৮৪২)।

সংগ্রাম সিংহ :—চিতোরের রাজা ছিলেন। ইনি

রাজপুতনার সমস্ত হিন্দুরাজাকে, বাবরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তাঁহাকে (বাবরকে) শিক্রীতে পরাজয় করেন। কিন্তু শিক্রীর দ্বিতীয়বার যুদ্ধে ইনি পরাজিত ও অল্পকাল পরে হত হন (১৫২৭)। ইহাঁর ন্যায় পরাক্রমশালী রাজা আর কখন রাজস্থানে রাজত্ব করেন নাই।

সর্ টামস্ রো সাহেব :—১৬১৫ খৃঃ সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বিলাত হইতে দূতস্বরূপ আসিয়া সুরাটে বাণিজ্যালয় স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হন।

সায়েস্তা খাঁ :—নুরজেহানের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি আরঙ্গিবের রাজত্বকালে কিছুদিন দাক্ষিণাত্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন; এবং বাঙ্গালার নবাব হইয়া প্রায় বাইশ বৎসর সুনিয়মে শাসন করতঃ ১৬৮৮ খৃঃ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ইহাঁর শাসনসময়ে বাঙ্গালাদেশে টাকায় ৮।৵ মণ করিয়া চাউল বিক্রীত হইত। ইনি এক সময়ে শিবজীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া এক দিন রজনীতে অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওয়ায়, ভয়ে পলায়ন করেন।

শাহাবুদ্দীন্ বা মহম্মদ গোরী :— ৩৮-৪০ পৃঃ দেখ।

সলাবৎজঙ্গ :—নিজাম উল্ মুলুকের তৃতীয় পুত্র। মজঃফরের মৃত্যুর পর বুসীকর্ত্তৃক ইনি নিজামরাজ্যে অভিষিক্ত হন।

সুজাউদ্দৌলা :—অযোধ্যার নবাব ছিলেন। ইনি মীরকাশিমের সাহায্যার্থে আসিয়া ইংরেজসেনানী মেজর মন্‌রোর নিকট 'বক্সারে' পরাজিত হন। হেষ্টিংসকে ৪০ লক্ষ টাকা দিয়া তাঁহার সাহায্যে রোহিলখণ্ডপ্রদেশ অধিকার করেন।

সেলুকস :—আলেক্‌জান্দারের সেনাপতি ছিলেন।

আলেক্জাণ্ডারের মৃত্যুর পর ইনি ভারতবর্ষের পূর্ব্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বীয় কন্যার সহ চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ দিয়া মিগস্থিনিস নামক এক জন দূতকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন।

সৈয়দ হোসেন :—বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইহাঁর সাহায্যে ফেরোক্সের, দিল্লীশ্বর জেহান্দর ও তদীয় মন্ত্রী জুল ফিকারকে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি (হোসেন) পরে ফেরোক্সেরের অক্তজ্ঞ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন, কিন্তু স্বয়ং মহম্মদ শাহের গুপ্তচর দ্বারা নিহত হন।

সৈয়দ আব্দুল্লা :—এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইহাঁর সাহায্যে ফেরোক্সের, দিল্লীশ্বর জেহান্দর ও তাঁহার মন্ত্রী জুলফিকারকে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বয়ং সম্রাট হন। ইনি (আবদুল্লা) দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ কর্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত হন।

হায়দর আলি :—এক জন অশ্বারোহী যোদ্ধার পুত্র। ইনি লেখা পড়া কিছুই জানিতেন না, কিন্তু অতিশয় চতুর, পরিশ্রমী ও পরাক্রমশালী ছিলেন। প্রথমে মহীশূর রাজ্যের সৈন্যমধ্যে সামান্য কার্য্য করিতেন। ক্রমে উচ্চতর কর্ম্ম পাইয়া ইচ্ছামত নিজ সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এইরূপ আদেশ পাইয়া চারিদিকের দস্যু সেনা সংগ্রহ করতঃ তাহাদের সাহায্যে অনেক অর্থ সঞ্চয় করেন। ক্রমে ইহাঁর দুরাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাওয়ায় মহীশূরের তদানীন্তন অকর্ম্মণ্য হিন্দু রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করতঃ ১৭৬১ খৃঃ মে মাসে

কয়ং মহীশূরের অধিপতি হন এবং ক্রমে ক্রমে স্বীয় অধিকার বৃদ্ধি করেন। ইনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহ দুই বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, প্রথম বার ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাঁহাদের সহ সন্ধি করেন। শেষ বার ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল কুটের নিকট ১৭৮১ খৃঃ পোর্টনভা ও সেলিমগড়ে পরাজিত হন। ১৭৮২ খৃঃ ইহাঁর মৃত্যু হয়।

হিমু :—মহম্মদ আদীল শাহের সচিব ও সেনাপতি। ইনি অতি বুদ্ধিমান্, নীতিবিশারদ, ক্ষমতাশালী ও প্রভুভক্ত ছিলেন। পাঠান-বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধে দ্বাবিংশতি বার জয়লাভ করেন। ইহাঁরই ভয়ে হুমায়ুন মোগল সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৫৫৬ খৃঃ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে ইনি আকবরের সেনাপতি বৈরাম কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। ইনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া মুসলমান ইতিহাস-লেখক ইহাঁর বিষয় অতি কদর্য্যভাবে বর্ণনা করেন। ইহাঁর অন্য নাম বসন্ত রায়।

হাবেলক (সর্ হেনরি হাবেলক) :—একজন ইংরেজ সেনানী। ইনি ১৮২৩ খৃঃ কোম্পানির অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী-বিদ্রোহের শান্তি করিতে লক্ষ্ণৌ-নগরে প্রেরিত হন এবং নীল প্রভৃতি বীরদিগের সহিত সাধ্যমত ঐ উপদ্রব নিবারণের চেষ্টা করেন।

হামিণ্টন (ডাক্তার হামিণ্টন) :—এক জন ইংরেজ-চিকিৎসক ছিলেন। ইনি দিল্লীর সম্রাট ফেরোক্‌সেরের পীড়া আরোগ্য করিয়া কোম্পানির জন্য কলিকাতার নিকট ৩৮টী গ্রাম ক্রয়ের ও বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করেন।

হাফেজ রহমৎ:—রোহিলাদিগের প্রধান আমত্য ছিলেন। ইনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার ষড়যন্ত্রে ইংরেজ সৈন্য কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

হুয়েল সাং ৮—২৬২৭ পৃষ্ঠ দেখ।

সং ৭

মুদ্রাযন্ত্র।

১৮১৮ খৃঃ লর্ড হেষ্টিংসের সময় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। ১৮২৩ খৃঃ আডম সাহেবের সময়ে ইহার স্বাধীনতা লোপ করা হয়। ১৮৩৫ খৃঃ সর্ চার্লস মেট কাফের শাসন সময়ে ইহার পুনর্ব্বার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ১৮৭৮ খৃঃ লর্ড লিটনের শাসন সময়ে ইহার স্বাধীনতার আবার লোপ হয়। পরে ১৮৮২ খৃঃ মহাত্মা লর্ড রিপণের শাসন সময়ে পুনর্ব্বার ইহার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে।

নং ৮

আদর্শ প্রশ্নাবলী।

১ সিলিউকস, পৃথ্বীরাজ, মালিক অম্বর, মীরকাশিম, চেত সিংহ, দোস্ত মহম্মদ—ইহাদিগের বিষয় যাহা জান, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। কি প্রকারে বাহ্মণী রাজ্য সংস্থাপিত হয়? তাহার স্থিতি-কাল কত বৎসর? তাহার স্থানে কে৹টী রাজ্য সংস্থাপিত হয় তাহার নাম লিখ এবং কাহার সময় এই রাজ্যের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয়?

৩। যে সমস্ত পাঠান-বংশ দিল্লীর সিংহাসনে ছিল, পর্য্যায ক্রমে তাহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাদিগের রাজ্য স্থিতি-কাল নির্দ্দেশ কর।

৪। অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য ও বল্লালসেন—এই চারি জনের মধ্যে যে কোন এক জনের বিষয় যাহা জান, তাহা লিখ।

৫। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায়, এবং কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ? বক্সার, দিল্লী, আবকট, তেলি-কোটা, আসাই, তিরৌরী, চিতোর, মুদ্কি ও আগরা।

৬। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি কোন্ বৎসর এবং কাহার শাসন-কালে সংঘটিত হয়? আহম্মদ শাহ আবদালীর শেষ ভারতবর্ষ আক্রমণ, নেপাল-যুদ্ধ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৃষ্টি, সার্ টমাস রোর দৌত্য, কোম্পানির দেওয়ানী প্রাপ্তি, সিন্ধু সংগ্রাম ও দশশালা বন্দোবস্ত।

৭। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে দেশের যে সমস্ত হিতানুষ্ঠান হয়, তাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ কর।

৮। মহীশূর এক্ষণে কাহার অধীন? অযোধ্যা, কুর্গ, বেরার ও সিন্ধুদেশ কোন সময়ে ও কি প্রকারে ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত হয়?

৯। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ কি? এই যুদ্ধে অবশেষে কে জয়লাভ করিয়াছিল? দরায়ুসের পরে কে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল?

১০। (ক) মামুদের সোমনাথ আক্রমণের বিষয় যাহা জান, বিস্তার করিয়া লিখ।

(খ) নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি কোন কোন্ বৎসর হইয়াছিল? পানিপথের ১ম যুদ্ধ, পলাশীর যুদ্ধ ও আরঙ্গিবের মৃত্যু।

১১। দাসবংশের রাজাদিগের পর্য্যায়ক্রমে নাম লিখ। এই বংশ ভারতবর্ষে কত দিন রাজত্ব করিয়াছিল? এই বংশের আলাউদ্দীনের বিষয় যাহা জান, সংক্ষেপে লিখ।

১২। আরঙ্গিবের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে যাহা জান, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১৩। (ক) আকবর কোন কোন দেশ জয় করিয়াছিলেন?
(খ) তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষে যে সকল হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে লিখ।

১৪। শিবজীর বিষয় যাহা জান, লিখ।

১৫। পানিপথে কয় বার যুদ্ধ হইয়াছিল? প্রত্যেক বারের ফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১৬। লর্ড ক্যানিঙ পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনেরল্‌দিগের নাম পর্য্যায়ক্রমে উল্লেখ কর। কোন গবর্ণর জেনেরল্ ও কোন মোগল সম্রাট ভারতবর্ষে দুই বার শাসনকার্য্য করিয়াছিলেন?

১৭। (ক) অশোক রাজার বিষয়ে যাহা জান, সংক্ষেপে লিখ।
(খ) কি প্রকারে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীরা ভারতবর্ষে প্রভাবশূন্য হয়েন?

১৮। মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে যে কয়েকটী প্রধান রাজ্য ছিল, তাহাদের নাম উল্লেখ কর, এবং কোন্ বৎসর কোন্ রাজার সময়ে কোন্ কোন্ পাঠান অথবা মোগল সম্রাট কর্তৃক তাহাদের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়, স্থির কর।

১৯। পাঠান ও মোগল সম্রাট্‌বংশীয় প্রথম ও শেষ রাজার নাম নির্দ্দেশ করিয়া উক্ত বংশদ্বয় কত বৎসর সিংহাসন ভোগ করিয়াছিল, নির্দ্দেশ কর।

২০। কিরূপে হুমায়ুন সিংহাসনচ্যুত হয়েন এবং কিরূপেই বা সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হয়েন?

২১। কি কি কারণে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়?

২২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের বিষয়ে যাহা জান, লিখ।—মিগান্থিনিস, হাফেজ রহমত, লাবর্ডনে তিতুমীর।

২৩। (ক) নিম্নলিখিত সদনুষ্ঠানগুলি কোন কোন্ গবর্ণর জেনেরলের সময়ে সংঘটিত হয়, নির্দ্দেশ কর।

বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ প্রদান, সতী দাহ নিবারণ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সদর আদালত ও সুপ্রিমকোর্টের একীভাব।

(খ) সেত্রাঁও ও মেয়ানী সংগ্রামের বৃত্তান্ত লিখ।

২৪। লর্ড ডালহৌসীর রাজ্যশাসন বর্ণন কর।

২৫। বিক্রমাদিত্য, বল্লালসেন, বৈরাম খাঁর বিষয় যাহা জান লিখ।

২৬। নাদীর শাহ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

২৭। আরঙ্গিব ও আকবরের চরিত্র তুলনা কর।

২৮। নিম্নলিখিত যুদ্ধ কয়েকটীর ঘটনার বৎসর, ফল ও পক্ষদ্বয়ের নাম উল্লেখ কর।

আসাই, সেত্রাঁও, বক্সর পানিপথ, মোগলমারী, থানেশ্বর।

২৯। ইংরেজেরা কি উপায়ে দার্জ্জিলিং, বোম্বাই সুবাট হস্তগত করিয়াছিলেন ?

৩০। কারণ স্থিতিকাল ও পরিণাম ফল নির্দ্দেশ করিয়া প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ বর্ণনা কর।

৩১। কাহার কাহার শাসনকালে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি সংঘটিত হয় ?

দশশালা বন্দোবস্ত, গঙ্গাসাগরে শিশু সন্তান নিক্ষেপ নিবারণ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান, হরণ ও পুনঃপ্রদান, প্রেসিডেন্সি কলেজ সংস্থাপন, ডাকের মাশুল কমান।

৩২। প্রাচীন হিন্দুদিগের দ্বারা সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পের কত দূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩৩। পৃথ্বীরাজ মীরজুমলা, শের শাহ ও চেত সিংহের বিষয়ে যাহা জান, লিখ।

৩৪। ভারতবর্ষের যে যে মুসলমান বংশ যে সাল হইতে যে সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার একটী ধারাবাহিক তালিকা লিখ।

৩৫। আকবর ও আরঙ্গিবের সাম্রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ কর।

৩৬। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণাপথের রাজাদিগের মধ্যে উত্তরাধিকার লইয়া কি গোলযোগ উপস্থিত হয় ? ঐ গোলযোগে ইংরেজ ও ফরাসীরা স্ব স্ব প্রাধান্য বিস্তার করিবার জন্য কি সুযোগ পাইয়াছিলেন ?

৩৭। কারণ, স্থিতিকাল ও পরিণাম ফল নির্দ্দেশ করিয়া দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের বর্ণনা কর।

৩৮। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি, কোন্ সময়ে এবং কাহার শাসনকালে সংঘটিত হইয়াছিল? ঐ সকল ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

(ক) সিন্ধুদেশ অধিকার। (গ) ঠগী নিবারণ।
(খ) প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ। (ঘ) নেপাল-যুদ্ধ।

৩৯। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালের ঘটনাগুলির উল্লেখ কর।

৪০। শাক্যসিংহ কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন? তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম কি, ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দুইটী বিখ্যাত রাজার নাম কর।

৪১। সিলুকস্, নাদীর শাহ, রণজিৎ সিংহ ও ডুপ্লের বিষয় যাহা জান, লিখ।

৪২। উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে ভারতবর্ষ কতবার আক্রান্ত হয়, তাহা ক্রমান্বয়ে নির্দ্দেশ কর। কোন্ কোন্ আক্রমণে বিদেশীয় স্থায়ী অধিকার সংস্থাপিত হয়?

৪৩। মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে যে কয়েকটী প্রধান রাজ্য ছিল, তাহাদের নাম উল্লেখ কর। কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ মুসলমান সম্রাট কর্তৃক ইহাদের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়?

৪৪। প্রথম ছয় জন মোগল সম্রাট যে সাল হইতে যে সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার ধারাবাহিক তালিকা লিখ এবং মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ নির্দ্দেশ কর।

৪৫। (ক) সিপাহী-বিদ্রোহের কারণ ও পরিণাম-ফল নির্দ্দেশ কর।

(খ) লড এলেন্‌বুরার শাসনসময়ে ইংরাজদিগের মেক্সিয়া রাজ্যের সহিত যে গোলযোগ হয় এবং যে সন্ধি দ্বারা সেই গোলযোগের নিষ্পত্তি হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

৪৬। কর্ণওয়ালিসের শাসনকালের ঘটনাগুলির উল্লেখ কর।

৪৭। কোন্ রাজার সময়ে এবং কি কি উপায়ে বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা বহুল প্রচার হইয়াছিল? ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন কোন দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত আছে? বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন কি জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ?

৪৮। শের শাহ কোন সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন? ইহাঁর রাজত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সুরবংশীয় অন্য দুই জন রাজার নাম উল্লেখ কর।

৪৯। পানিপথ ক্ষেত্রে যে তিনটী যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাদের কারণ ঘটনাবলী ও শেষফল সংক্ষেপে লিখ।

৫০। (ক) নেপাল যুদ্ধের কারণ (খ) শিখ সংগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্র গুলির নাম ও (গ শেষ মহারাষ্ট্রীয় সংগ্রামের পরিণাম ফল নির্দ্দেশ কর।

৫১। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক হইতে লর্ড ক্যানিঙ পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনেরলগণের ক্রমিক নাম ও রাজত্বকালের উল্লেখ কর, বেণ্টিঙ্কের সময়ে কি কি দেশহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল?

৫২। তৈমরলঙ্গ, চাঁদ বিবি, লড লেক ও ডেভিড কাকের বিষয় যাহা জান, লিখ।

৫৩। আলেক্‌জান্দারের ভারতবর্ষ আক্রমণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিখ। সিলিউকস ও চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে কি জান?

৫৪। মারহাট্টা জাতির অভ্যুদয় বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৫৫। ভারতবর্ষের আধিপত্য লইয়া ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যে বিবাদ হয় তাহা সংক্ষেপে লিখ।

৫৬। আকবরের রাজত্বকালের স্থূল স্থূল ঘটনাগুলি বর্ণনা কর।

৫৭। জুলফিকার খাঁ, বৈরাম খাঁ, টিপুসুলতান, আর্থর ওয়েলেসলি ও শিলাদিত্যের বিষয় যাহা জান, সংক্ষেপে লিখ।

৫৮। কাণপুর, মুদকি আসাই ও বক্সীবাস কি জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ?

৫৯। মেটকাফ ডালহৌসী ও রিপণের সময়ে দেশের কি কি মঙ্গল সাধন হয়?

৬০। কি কি কারণে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন হয়, তাহার নির্দ্দেশ কর।

৬১। আরঙ্গিবের রাজত্ব কালের প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ কর।

৬২। মহারাট্টা পেশোয়াদিগের মধ্যে প্রথম চারিজনের রাজত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৬৩। লড ওয়েলেসলি অথবা লড ডাল হৌসী এতদুভয়ের মধ্যে একজনের রাজ্যশাসনকালীন বিশেষ বিশেষ বিবরণগুলি লিপিবদ্ধ কর।

৬৪। শিখদিগের অভ্যুত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া কিরূপে তাহারা ইংরাজ শাসনাধীনে আনীত হইল সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা কর।

৬৫। নিম্নলিখিত ঘটনাবলীর কাল নিরূপণ কর—পানিপথের প্রথম যুদ্ধ, বক্সীবাসের যুদ্ধ, পলাশীর যুদ্ধ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে মহারাণীর স্বহস্তে ভারতবর্ষের শাসন ভার গ্রহণ।

৬৬। নিম্নলিখিত স্থানগুলি ইতিহাসে কি নিমিত্ত প্রসিদ্ধ?

আহমেদনগর, আম্বোয়ানা, প্রাণপুর, পানিপথ।

৬৭। মহারাণীর রাজত্বের গবর্ণর জেনেরলদিগের নাম কর।

চিত্রল-যুদ্ধফল:—(৮২ পৃষ্ঠা দেখ)। এই যুদ্ধে ভারত রাজ্য প্রায় 'সোয়াটাস" নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল, সমুদয় 'জির" পথ ইংরেজ সৈন্য দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া ইংরেজাধিকারে থাকিবে। চিত্রলে 'কিলাড্ স" নামক স্থানে ইংরেজদিগের একটী সেনানিবেশ স্থাপিত হইবে এবং চিত্রল দুর্গ ভারত গবর্ণমেণ্টের থাকিবে নাবালক সুজাউলমুলুক কাশ্মীর রাজের কর্তৃত্বাধীনে চিত্রল সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাঁহারা সুজাকে বিদেশীয় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন এবং স্বদেশীয় রাজদ্রোহী অত্যাচারীদিগকে শাসন করিতে সহায়তা করিবেন। রাজ্যাভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইংরেজেরা কোন হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং চিত্রল সুযোগ্য কোন মন্ত্রীর পরামর্শে স্থানীয় পদ্ধতি ও আইনানুসারেই অনুশাসিত হইবে। তবে যতদিন সুজা নাবালক থাকিবেন, একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ অফিসার তথায় উপস্থিত থাকিবা ৩ জন বিজ্ঞ চিত্রল বাসীর সহায়তায় তাঁহাকে পরামর্শ দিবেন। "ক্টুর" এবং খুসোয়াক্ট প্রদেশ চিত্রলের অন্তর্ভূত থাকিবে না, "খুসোয়াক্ট' কাশ্মীর রাজের কর্তৃত্বাধীনে একজন দেশীয় শাসনকর্ত্তার দ্বারা শাসিত হইবে। চিত্রলরাজ এই দুই স্থানের পরিবর্ত্তে মাসিক ১০০০৲ টাকা ও আরও বার্ষিক ৮০০০৲ পাইবেন খুসোয়াক্ট শাসনকর্ত্তা বার্ষিক ০০০৲ পাইবেন। চিত্রল হইতে 'গিল্গিট" পর্য্যন্ত ডাকের সুবন্দোবস্ত এবং চিত্রল হইতে মসদুজ" পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথের পুনঃসংস্কার করিতে হইবে। রাজ্য হইতে দাস ব্যবসায় একেবারে উঠাইয়া দিতে হইবে।

সমাপ্ত।

অশুদ্ধি সংশোধন।

অশুদ্ধ—	শুদ্ধ—	পৃষ্ঠা—	পংক্তি
গৃভীত	গৃহীত	৪	১৬
কৃষিজীবিরা	কৃষিজীবীব	৫	৭
অস্থর	অস্থব	৬	১৭
অভাস	আভাস	৮	২২
মুন্তন চিববাস	মুণ্ডন ও চীববাস	১৭	১০
পবিশেষেই	পরিশেষই	১৭	২৫
দয়ায়ুসেব	দয়ায়ুসের	১৮	৬
হইতে কাশ্মীর আগবা	হইতে আগরা	২৩	১৭
সম্বন্ধ	সম্বৎ	২৪	২২
বোদ্ধ	বৌদ্ধ	২৭	৬
খৃষ্টাব্দে	খৃষ্টাব্দ	৩০	২
৬০০০সহস্র সৈন্য	৬০০০ সৈন্য	৩০	২০
১৫৫২ খঃ	১১৫২ খৃঃ	৩৮	১৫
স্বধ্ব	ধ্বস্ত	৩৯	১
হইতে	লইতে	৪৮	১৫
ইহাব	ইঁহাব	৫১	২
মির্জা, আসকাবী	মির্জা আসকাবী	৬১	২২
স্বামীহত্যাকাবী	স্বামিহত্যাকাবী	৭৬	৮
মহারাজ	মহাবাজ	১১৭	১৩
আধার	আবায	১৫৯	৬
অপরাধির	অপরাধীর	১৭৬	১১
জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	১৭৯	৭
বাঙ্গালার নবাব	বাঙ্গালার গবর্ণর	১৯৪	২৩